# সমাজ-সংস্কার

( সমস্যামূলক তর্ক-নাট্য )

শ্রীরেবতী কান্ত গোস্বামী

বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়ের

স্মৃতি রক্ষার্থে উৎসর্গী করণ—

জীবনের স্রোত হলো সুরু,
হলো মোর নব জাগরণ,
সমাজ প্রবল, জাতিধর্ম-ভীরু—
অকাতরে করে স্নেহ আহরণ।
কিরণের অতৃপ্ত স্নেহ ভালবাসা,
হৃদে মোর স্নেহারিল অকৃত্রিম আশা,—
সমাজ সংস্কার করিব বলে।
সম্ভব কি অসম্ভব, এ নহে বিচার;
বিচার নহে, কেবা শ্রেষ্ঠ বাহু বলে।
তবু এ অনাচার, দুর্বিচার,
অসহ্য, এ শান্তিময় ধরা মাঝে;
তাই, হৃদয়ের শেষ শক্তি দিয়া—
শুনাইব মোর গান সকলের মাঝে।
সৃষ্টিরে করিব সৃষ্টি,—
বিলাইব প্রেম জীবনের শেষ বিন্দু দিয়া।
দুঃখ, আঁখি মোর করে ছল ছল,
নারী ধর্ম্ম বৃথা বুঝি হায়,
পুরুষই নহে শুধু উচ্ছৃঙ্খল,—
চাতক পক্ষী সম ব্যর্থ কামনায়।
এ নহে জীবন, নহে এ সান্ত্বনা,
মৃত্যুও শ্রেয়ঃ তার;
অন্যায়, অধর্ম, যত কিছু ভাবনা,—
মাগে নিত্য সংস্কার।

( শ্রীরে-কা-গো )

# ভূমিকা

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন, হিন্দু সমাজ যে ক্রমেই ঘোর কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে এর কারণ কি? প্রশ্নটি অতি তুচ্ছ হলেও, অতি তুচ্ছ নয়। কারণ, যাহা তুচ্ছ, যাহা অন্ধকারময়, তাহারি মাঝে গড়ে উঠে একদিন আদর্শের নিদর্শন। হিন্দু সমাজ থাকলো কি গেল, এ নিয়ে আলোচনা করাটাও আজকাল প্রগতি-বিরুদ্ধ। আজকাল অনেককেই দেখতে পাওয়া যায়, সং ব্রাহ্মণের হোটেল রেঁস্তোরা ছেড়ে সস্তা দামের সুট পরে সাহেবী কায়দায় সিগারেট মুখে চড়িয়ে সাহেবী রেঁস্তোরায় খানা (পার্টি) না খেলে তাদের আভিজাত্য রক্ষা হয় না! তারা কি বুঝেন, আমি জানি না; তবে ইহাই আমি বলবো, যদি হিন্দু নামে পরিচয় দিতে হয়, তবে হিন্দুয়ানি পূরা মাত্রায় বজায় রাখতে হবে। কোট-প্যাণ্ট ছেড়ে ধুতি-চাদর ধরতে হবে। সিগারেট ছেড়ে ধরতে হবে বিড়ি; এবং যা যা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা করতেন, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পালন করে চলতে হবে।

অনেকে বলেন, "পুরাকালে ঋষিরা গোবৎস সংযোগে অতিথি সংকার করতেন। তাই যদি করতেন, তবে সামান্য মুরগী খেলে বা সাহেবী রেঁস্তোরায় বসলে, এতে দোষের কি আছে?" দেশাচার বা পারিবারিক সংস্পর্শে অনেক সময় সাধারণ চোখে আমরা অনেক জিনিষই ধরতে পারি না যা আমাদের পক্ষে সহনীয় নয়। রুচি যেখানে প্রবল, আদর্শের নির্দ্দেশ সেখানে অচল। তাই বলে সমাজ বলে যে নির্জ্জীব পদার্থটি এখনও বিরাজ করছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে পূর্ব্বপুরুষদের পথানুসরণই একমাত্র উপায়, নচেৎ সব

একাকার হয়ে যাবে। জাতিই যদি আমার গেল, তবে রইল কি? মুমূর্ষু রোগীকেও অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা যেমন শেষ চেষ্টা করে দেখেন, আমিও সেরূপ শেষ চেষ্টা করে দেখবো, হিন্দুত্বকে বাঁচানো যায় কিনা।

সমাজ ছাড়া কোন শক্তিশালী জাতি আজও গড়ে উঠে নাই। আমরা ম্লেচ্ছের খানা খেয়ে নিজেরা গৌরব মনে করি, কিন্তু যাদের আমরা ম্লেচ্ছ বলে অপমান করি, তারাই এককালে ছিল আমাদের বংশোদ্ভব।

আমরা ম্লেচ্ছকে সাদরে ঘরে স্থান দিতে পারি, কিন্তু আমাদের হিন্দু, নিজ দোষে নয়, অদৃষ্ট দোষে যদি সে অচ্ছুতের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে, তবে তাকে আমরা ঘৃণা করি। এই পাপে আমরা আজ জর্জ্জরিত, অন্যের দুয়ারে গেলেও সম্মান আমাদের নেই। পক্ষান্তরে তারা অন্য সমাজে গিয়ে যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবে তার জন্যে দায়ী কারা? প্রতিহিংসার মহা অস্ত্র যদি সে আমার বিরুদ্ধে ধারণ করে, তাতে দোষ তার নয়, আমাদের। আমরাই তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি অন্য সমাজে; ভাল বেসে নয়, ঘৃণার যোগ্য বলে।

পূর্ব্বে মনীষীরা নারীশিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাতেন, এই কারণে যে, তাঁরা ভেবেছিলেন, তখনকার নারীদের রুচি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা সবই বোধহয় অশিক্ষার ফলস্বরূপ। আজ তাঁরা যদি বেঁচে থাকতেন, তা'হলে তাঁরাও আমার সঙ্গে একমত হতেন যে, এইরূপ স্ত্রীশিক্ষা তাঁরা কোন দিন চান নাই। স্ত্রীশিক্ষা মানে ইহা নয় যে, পুরুষদের সঙ্গে সর্ব্ব বিষয়ে তাদের প্রতিযোগিতা করতে হবে।

দেশে যে আজ অর্থসংকট দেখা দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে আধুনিক নারীশিক্ষার কুফল। এই কথায় একপক্ষ লোক হয়ত আমার উপর ক্রোধান্বিত হবেন, কিন্তু আমি বিশেষ জোরের সঙ্গেই

বলবো, স্কুল-কলেজ ও অফিসে নারীর ভীড় বন্ধ না করলে দেশ যাবে রসাতলে। নারী আর পূর্ব্বের সম্মান পাবে না। যে মাতা সন্তানকে পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে রেখে বাহিরের হাওয়া খেতে যায়, সে সন্তানের আদর্শ মাতা নয়।

যে-দেশে পুরুষেরা রয়েছে বেকার, সে-দেশে নারীর বেকারত্ব নষ্ট করলেই কি জাতি বেঁচে যাবে? এই কারণেই রাষ্ট্রে আজ দেখা দেয় বিপ্লব। শক্তিহীনাকে প্রশ্রয় দিলে শক্তিশালী কেন তা বরদাস্ত করবে? যে শিক্ষায় গৃহ, সংসার, দেশ বাঁচতে পারে, সেই শিক্ষায় আমাদের দেশের নারীদের মন নেই। সংসারের দুটো পয়সা খরচ কমাতে পারলে সংসার যেখানে উপকৃত হয়, সেদিকে আজ কয় জন নারীর দৃষ্টি আছে? পরন্তু আমি দেখেছি, ঘরে সেলাইয়ের কল থাকা সত্ত্বেও দরজী কিম্বা বড় দোকানে যান তাঁরা নিজেদের জামা কাপড় কিনতে।

বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করে দেশের টাকা বাইরে গেল বলে আমাদের তথাকথিত রাষ্ট্র-নায়কেরা বড় আক্ষেপ করেন। কতকগুলি ছোট ছোট সংসারের সমষ্টিই যে বিশাল রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করে, সে দিকে আজও কারো দৃষ্টি পড়ে নাই। নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে কম টাকা আমাদের দিতে হয় না বাহিরের দোকানে; সেই টাকা যদি আমাদের ঘরের মেয়েরা ঘরেই রাখবার চেষ্টা করেন, তাতে কি কম উপকার? দেশের অর্থ বাহিরে যাওয়া বন্ধ করতে হলে যদি আইনের প্রয়োজন হয়, তবে সংসারের টাকা বাহিরের দোকানে কেন যাবে, এর প্রতিবিধান কি?

অনেকে হয়ত বলবেন, নারীশিক্ষাকে আমি কুসংস্কার কেন বলছি। অতীতে আমাদের রাষ্ট্র-নায়কেরা এমন অনেক কিছু করেও পরে আবার তার কুফল লক্ষ্য করে সংস্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন; তাই

আমি বলবো, কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক তোতা পাখীর মত উচ্চারণ করে প্রকৃত শিক্ষা নারীরা তাতে কোন দিনই পায় না। নারীশিক্ষা মানে, যে শিক্ষায় সংসার-লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন। গৃহকর্মে নিপুণা, সংসার-ধর্মে পারদর্শিনী, শিশুপালনে অভিজ্ঞা, গুরুজনের প্রতি স্নেহপরায়ণা ও পতিতে ভক্তিশীলা যে নারী, সেই নারীই আদর্শ-শিক্ষিতা। তাই বলে বাল্যশিক্ষা অবশ্য করণীয়।

হিসাব নিয়ে আমি দেখেছি শতকরা নব্বইটি সংসারেই আজ রয়েছে ঘোর অশান্তি, অবশ্য সহর-বন্দরে। গ্রাম্য মেয়েরা এখনও সহর-বন্দরের আলোকপ্রাপ্তা হয় নাই বলে সেখানে কতকটা শান্তি এখনও আছে। সহর-বন্দরে ধনীর সংখ্যা বেশী, তাদের মেয়েদের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে গিয়ে সামান্য কেরাণী বেচারী নাজেহাল হয়ে পড়েন তাদের মেয়েদের নির্ম্মম আবদার শুনে। এইরূপ নানা ছোট-খাটো সাংসারিক কলহে আমাদের সমাজ আজ ধ্বংসমুখী। অশিক্ষিত সমাজে এখনও এই রুচি প্রবেশ করে নাই বলে, তারা আমাদের চাইতে অনেক সুখী। ডালওয়ালা, চাউলওয়ালা (অবশ্য কুটীরশিল্পী) তাদের স্ত্রী-কন্যাদের কাছ থেকে সাহায্য পায় অনেকখানি। কিন্তু আমরা ব্যবসা করতে গেলে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিতেই লভ্যাংশ ছেড়েও মূলধনে টান পড়ে।

কিন্তু সবাই যদি স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে চাকুরী করবে, তবে ব্যবসা করবে কে? আর ব্যবসায়ী হতে হলে তাকে প্রথমে মাথায় করে মোট বইতে হবে, এ রুচিবোধ কয়জন শিক্ষিতের আছে? আমাদের চোখের সামনে অশিক্ষিতেরা দু'হাতে টাকা কুড়িয়ে শেষ করতে পারছে না, আর আমরা শিক্ষিতের দল সিগারেট-মুখে যাই অশিক্ষিতের দুয়ারে দয়ার প্রার্থী হয়ে! এ কম লজ্জার কথা? কিন্তু এ জ্ঞান বা সম্মানবোধ কয়জনের আছে? আর আমরা চাকুরী পেলাম না বলে,

কি পুরুষ কি নারী, সেই রাষ্ট্রকে গালাগাল, যেন রাষ্ট্রই আমাদের চাকুরী দেবার কর্ত্তা। মানুষ কতখানি নিম্নস্তরের হলে নিজেদের জ্ঞান সম্বন্ধে বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলে, তারি প্রমাণ পাওয়া যায় আজ সর্ব্বত্র।

নিয়ত পড়াশুনা না করে পরীক্ষায় ফেল হলে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়কে গালাগাল; চাকুরী না পেলে করে আত্মহত্যা; বিবাহ না হলে ম্লেচ্ছের সমাজে মেয়েরা যায় চলে। সবই যেন গুরুজনদের মহা অপরাধ!

আমার বক্তব্য হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে। অন্যের সমাজের বিষয় লেখা আমার অনধিকার চর্চ্চা। হিন্দু সমাজ কিরূপে বাঁচবে, ইহাই হলো প্রধান সমস্যা।

হিন্দুর কৃষ্টি হিন্দুকে সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক হিন্দু যদি নিজ নিজ অজ্ঞানতার বিষয়ে চিন্তা না করে, তবে তার উদ্ধার নেই।

যে উদ্দেশ্যে আমি এই 'সমাজ-সংস্কার' নাটক প্রকাশ করলাম, তার বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করতে গেলে নাটকের কলেবর বৃহৎ হয়ে যায় বলে সংক্ষেপে অনেক কথাই সারতে হয়েছে; সেইজন্যই প্রয়োজন হয়েছে এই ভূমিকার। ভূমিকা না হলে নাটক-সৃষ্টিই বৃথা। ভূমিকাই সমগ্র জিনিষকে ছবির মত উজ্জ্বল করে তুলে।

আজ আমি যাহা লিখলাম, বর্ত্তমান কালে তা শ্রুতিকটু হলেও আগামী কালের অপেক্ষায় রইল। প্রবাদ আছে, হোমার সাহিত্যচর্চ্চা করতে গিয়ে দেশের কোন লোকের কাছ থেকে অর্থসাহায্য ত দূরের কথা, সহানুভূতি পর্য্যন্ত পান নাই; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সাতটি বৃহৎ স্বাধীন রাষ্ট্র হোমারের জন্মস্থান বলে দাবী করেছে। সেইরূপ আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ'কেও অনেকে কটুক্তি করেছেন, এমন কি তাঁকে উন্মাদ বলে আখ্যা দিতেও লোকে ছাড়ে নাই। উপমা দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, লোকে কোন গুণী লোককে জীবদ্দশায় উপযুক্ত

সম্মান দিতে রাজী নয়। এবং মনে প্রাণে সত্য জানলেও উহাকে অস্বীকার করাটাই যেন আজকাল নৈতিক বৈশিষ্ট্য! অপ্রিয় সত্য বললে বিপদ আছে, কিন্তু সে বিপদের নানারূপ ঝুঁকি নিয়েও আমি কতকগুলি অপ্রিয় সত্যকে নাটকের বিষয়বস্তু বলে চালিয়ে দিয়েছি বলে, আমি নিজেও অস্বস্তি বোধ করছি। আরও অনেক কিছু আছে, যাহা কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে প্রকাশ করতে পারলাম না। ভিন্ন নাটকের মধ্যে তাহা ব্যক্ত করবার আশা রাখি। সনাতন ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যের দূষিত প্রগতিকে আলিঙ্গন করতে গেলে, টাইফয়েড রুগীর উপর কুইনাইন্ প্রয়োগের বিষময় ফল দেখা দিতে বাধ্য। ভগবান যেখানে অবিশ্বাস্য, নারীর সতীত্ব যে-দেশে মহা অপরাধের কারণ, সে-দেশের হাওয়া আমাদের সনাতন দেশে একেবারে অসহনীয়। আপনি হয়ত ইহাতে আনন্দ পেতে পারেন, কিন্তু চিন্তা করে দেখেছেন কি যে, আপনার আনন্দের মাঝে গড়ে উঠছে ধ্বংসের এক কণ্টকাকীর্ণ বিষবৃক্ষ? জাতিকে বাঁচাবার পক্ষে ইহা এ্যাটম বোমের মত বিনাশকারক।

ইহাই আমার আনন্দ যে, আমি কোন মৃত্যু-পথ-যাত্রীকে ঔষধ প্রয়োগে বাঁচানোর চেষ্টা করছি। সমাজের উন্নতির মূলে রয়েছে নারী-জাতির রুচিবোধ; সেই রুচিবোধকে আমি রন্ধনশালায় নিবদ্ধ করতে চলেছি বলে আজ আমার আনন্দ। বাহিরের কলুষিত আবহাওয়ার মধ্য থেকে নারীজাতিকে বাঁচাতে পারবো বলে আমি গর্ব্বিত এবং সতী সাবিত্রী সীতার আদর্শে নারীর রূপকে রূপায়িত করতে চলেছি বলে আমি আজ মহিমান্বিত। আমি যে সমাজের কল্পনা করেছি, সে সমাজ ছাড়া দেশের কোন সমাজের মুক্তি নেই।

আমার বিশ্বাস, যাঁরা আমার নাটক অভিনয় করবেন বা পাঠ করবেন, তাঁরাই এক নূতন সমাজে যাবার পথ-নির্দ্দেশ পাবেন। যে

পঙ্কিল আবর্ত্তে তাঁরা নিয়ত ডুবে মরছেন, তার হাত থেকে তাঁরা পাবেন পরিত্রাণ।

এই নাটকে নারীর রুচিহীন প্রগতির বিরুদ্ধে আমি অভিযান চালিয়েছি। 'সঙ্গ-দোষে স্বভাব নষ্ট' হয় বলে কতকগুলি আধুনিক আলোকপ্রাপ্তা নারীর জন্য সমগ্র নারীকুলকে আমি ডুবতে দিতে পারি না। সমগ্র সমাজ যদি আজ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবুও আমি জোর গলায় বলবো, জাতিকে যদি বাঁচাতে চাও, তবে নারীকে রন্ধনশালায় পাঠাও, গৃহকর্মে নিপুণা কর, ট্রাম-বাসে প্রমোদ-ভ্রমণ বন্ধ করাও, সতী সাবিত্রী সীতার আদর্শে গড়ে তোলো ; তবেই তুমি বাঁচবে, তোমার সমাজ বাঁচবে, তোমার দেশ বাঁচবে, নচেৎ তোমার বৈশিষ্ট্য, তোমার শক্তি, তোমার আদর্শ পঙ্গু হয়ে পড়বে। নারীরা হয়ত বলবেন, আমি শুধু তাদেরই দোষ দেখেছি, পুরুষদের দোষ আমি দেখেও দেখি নি কেন? এ প্রশ্নেরও জবাব আছে, "উৎসন্ন মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্খতা।" প্রবাদ আছে, মাতৃদোষে রাবণ রাক্ষস হয়েছিলেন ; সেই প্রবাদ স্বরূপ বলা চলে, ভূমিষ্ঠ সন্তান প্রথম ভাষা পায় তার মাতার কাছ থেকে। সেই মাতৃজাতি যদি পথভ্রষ্টা হয়, তা'হলে সমগ্র সমাজ কলুষিত হয়ে পড়ে ; আর পুরুষের যদি কোন দোষ থাকে সে জন্যও দায়ী নারী সমাজ ; কেন না, জন্মাবার পর তাদের আদর্শেই গড়ে ওঠে পুরুষেরা। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর পুরুষেরা যে আলোক পায়, তাও নারীদের কাছ থেকে ধার করা। পক্ষান্তরে আমি পুরুষদের এই বলে দোষারোপ করবো যে, তাদের জন্যেই আজ ঘরের মেয়েরা এতখানি উচ্ছৃঙ্খল হবার সুযোগ লাভ করেছে। বিবাহের সময় পাত্রপক্ষের নিকট কন্যার পিতার কাতর অভিব্যক্তি, তাও তাদেরই কৃতকর্মের ফল। আর কন্যারাও বিবাহ না হওয়ার জন্যে দোষারোপ করে তাদের পিতামাতাকে।

যে কারণে আজ ছেলেরা বিবাহ করতে অস্বীকার করে, তার মূলে রয়েছে বে-আইনী সহজ মেলামেশা। এরই প্রত্যুত্তরে বলা চলে, 'শুভদৃষ্টির' পূর্ব্বে কোন কন্যার পুরুষ-দর্শন নিষেধ ছিল। "শুভদৃষ্টি"র পরিবর্ত্তে যদি "সহজ দৃষ্টি" হয়, তা'হলে সেই শুভানুষ্ঠান না করাই বিধেয়; আর সেই কারণেই পুরুষেরা বিবাহে আজ অনিচ্ছা প্রকাশ করে। যদি বিনা পয়সায় ঔষধ পাওয়া যায়, তা'হলে কোন্ বুদ্ধিমান লোক এই ঘোর দুর্দ্দিনে পয়সা খরচ করতে চায়? তারি বিষময় ফলস্বরূপ পাশ্চাত্য দেশের মত পথে ঘাটে অবাঞ্ছিত সন্তানকে পড়ে থাকতে দেখা যায়; মিশনারীরা তাদের কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ করে। তারা বড় হয়ে কলঙ্কের বিষ ছড়ায় দেশে দেশে। পথের ধন কুড়িয়ে নিয়ে সমাজে রাখতে গেলে সমাজও যে পঙ্কিল হয়ে পড়ে, এদিকে কারো দৃষ্টি নাই। এটা উপকার করা নয়। এই উপকারে একজনকে রক্ষা করা চলে বটে, কিন্তু একের পাপে সমগ্র গোষ্ঠীর বিনাশ সাধিত হয়। একে যদি কেউ মহানুভবতা বলে, আমি তাকে বলবো, সমাজের শত্রু। সেই দেশের কৃষ্টি, সেই দেশের মর্য্যাদার মূলে করছে চরম কুঠারাঘাত। দেশ যদিও বা বাঁচতে পারতো, এদের দয়ার মাধ্যমে বিষের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র মানব-জাতির রক্তের শিরায় শিরায়; ধ্বংসের বীজ এরাই রোপণ করছে তাদের কর্ম্মের মধ্য দিয়ে।

আমি চাই, আধুনিক পঙ্কিল সমাজ গড়ে উঠুক নূতন রূপ নিয়ে। ঐতিহাসিক যুগের সৌন্দর্য্য-মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠুক আমাদের দেশের নারীকুল, পুরুষ-সমাজ, ছাত্রছাত্রীর দল। দেশকে ভালবাসতে শিখুক তারা অন্যের ধার করা বিদ্যার দিকে নজর না দিয়ে; আমরা যা স্বেচ্ছায় এতদিন হারিয়ে বসে আছি, তাই নিয়ে করুক গবেষণা। আমরাই যেন হই সমগ্র জাতির পথ-প্রদর্শক। যা ছিলাম তাতেই আবার ফিরে যেতে চাই।

বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পরিণতির কথা চিন্তা করলে চোখে জল আসে। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ ভাগ্যবিধাতা বাংলার মণি নবাব সিরাজদৌল্লার পতনের পর থেকে বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে। বাঙ্গালীর বেইমানীই বাঙ্গালীর ধ্বংসের মূল কারণ। নিজের ধন পরকে দিতে নির্ব্বোধ বাঙ্গালীর বেশী আনন্দ। নিজের স্বাধীনতা পরের নিকট স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দিতেও তারা পারে, তবু নিজের ভাইকে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বাঙ্গালীর দুরবস্থা দেখে অন্যেরা হাসে; তাতেও বাঙ্গালীর চোখ ফোটে না। পরশ্রীকাতরতায় যারা ব্যস্ত, নিজের উন্নতি তারা কখন করবে? আর বিপদ দেখলেই সরলা অবলা নারীদের এগিয়ে দিয়ে তারা বিজ্ঞের মত বসে হুঁকো টানে। সেই কারণে এক নূতন কিছু সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি নিরস বিষয়-বস্তু নিয়ে এই নাটকের সৃষ্টি। যারা সস্তা দরের প্রেম, নিছক অবাস্তব আখ্যান-বস্তু নিয়ে মাথা ঘামান, তাদের জন্য এ নাটক নয়। যক্ষাক্রান্ত রোগী যেমন হোটেল রেঁস্তোরায় খেয়ে আরও কিছু সংখ্যা বাড়াতে চায়, তেমন দুষ্ট লোকের সংখ্যা আমাদের সমাজে কম নেই; ভালকে খারাপ করাই তাদের উদ্দেশ্য। নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে এরা সমাজে দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগীর মত সমাজে স্থান পেতে চায়। যারা দুর্ব্বল, যারা কাপুরুষ, যারা দুর্নীতিপরায়ণ তাদের আকর্ষণে তারা তলিয়ে যায়; কিন্তু দৃঢ়চিত্ত যারা, তারা তাদের কঠিন পদাঘাতে সেই দুষ্টের বিনাশে ব্যাপৃত থাকে।

সমালোচনা করা অতি সহজ; কিন্তু নূতন কিছু গড়বার সাহস ও শক্তি কয় জনের আছে? তারি বিচারের ভার দিলাম পাঠকগণের উপর। তাঁরাই বিচার করবেন, আমার পূর্ব্বে এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কে কয়খানা নাটক রচনা করেছেন।

বিষের ধোঁয়ায় আজ আমার চোখ জ্বালা করছে। অন্ধ হবার আগে সুন্দর সমাজকে কে দেখে যেতে না চায়? অতীতের মাধুর্য্যময় ঘটনাবলী স্মরণপথে এলে ভাবি, "হায়, এ পথে যাত্রা করে লাভ কি? মরণপথে যাওয়া অনেক ভালো"; তাই একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই, বাঁচতে চাইলে বাঁচা যায় কিনা!

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভূমিকা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে,—কলিকাতার (সাউথ) ডিপুটি পুলিশ কমিশনার শ্রীচন্দ্রশেখর বর্ম্মণ মহাশয় আগ্রহপরবশ হইয়া নাটকখানির পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া মূল্যবান উপদেশ প্রদানে আমাকে বাধিত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। এবং বাংলা, তথা ভারতের উন্নতমনা সমাজসেবিগণ আন্তরিক ভাবে ইহাকে গ্রহণ করিয়া, এবং দুষ্ট, সমাজদ্রোহী ও উচ্ছৃঙ্খল কয়েক জনের ভয়ে ভীত না হইয়া, যাহাতে সর্ব্বত্র এই নাটকখানির অভিনয়ের ভিতর দিয়া আমাদের মৃত-প্রায় সমাজের উন্নতিবিধান করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিলে সর্ব্বাধিক আনন্দ লাভ করিব এবং আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীরে-কা-গো

## পুরুষ-চরিত্র

| | | | |
|---|---|---|---|
| রঘুপদ ভট্টাচার্য্য | .... | .... | জনৈক ধনী জমিদার |
| রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য্য | ... | ... | তদীয় পুত্র |
| নলিনীকান্ত | .... | ... | জনৈক উদারচেতা ভদ্রলোক |
| শ্যামচরণ | ... | .... | রঘুপদ বাবুর বন্ধু |
| রাজবল্লভ চৌধুরী | ... | .... | জনৈক দাম্ভিক জমিদার |
| কালিকান্ত চক্রবর্ত্তী | .... | .... | পূজারী |
| জগদীশ রায় | ... | .... | জনৈক দর্শক |
| শিবলোচন | ... | ... | গ্রাম্য মণ্ডল |
| রাধিকাচন্দ্র | ... | ... | ঐ |
| অন্নদাচন্দ্র | ... | .... | ঐ |
| ভজহরি | ... | ... | ঐ |
| পুলিস কমিশনার | ... | .... | পুলিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা |
| রণেন বাবু | .... | ... | জনৈক সব-ইন্স্পেক্টর |
| সুখেন্দু বাবু | .... | ... | গোয়েন্দা-কর্ত্তা |

ধনঞ্জয়, বিজয়, কমলেশ, নিখিল, বিকাশ, নগেন, জনৈক বৃদ্ধ, তিন বরকন্দাজ, চাপরাশী, ডাক্তার ও অন্ধ ফকির।

## স্ত্রী-চরিত্র*

| | | | |
|---|---|---|---|
| মালতী | ... | .... | পূজারী কন্যা |
| রাধারাণী | ... | ... | জনৈকা আলোকপ্রাপ্তা ভদ্র মহিলা ( বিধবা ) |
| কনিকা | ... | .... | রাধারাণীর নাত্নী |
| চারুবালা | .... | .... | রুদ্রনাথের মাতা |
| হেমাঙ্গিনী | .... | ... | নলিনীকান্তের স্ত্রী |
| ব্রজঙ্গিনী | .... | ... | তদীয় বিধবা ভগিনী |
| বৃদ্ধা | ... | ... | জনৈকা গ্রাম্য বিধবা |

সভানেত্রী, রমা, গায়ত্রী, রীতা, নমিতা ও সবিতা।

---

* প্রয়োজন-বোধে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সাতজন মহিলা দ্বারা চলিতে পারে।

# প্রথম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

কালী মন্দির। সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হইয়াছে। মন্দিরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইয়া পূজারী পূজা করিতে বসিয়াছেন।

পূজারী। ( কালী প্রতিমার সম্মুখে করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন। )

ওম্ মা, শক্তিরূপিনী শ্যামারূপিনী মা,
আজি বিশ্বে দুর্গতি ডাকিছে,
প্রলয় নৃত্যে বিশ্ব ভাঙ্গিছে,
রক্ষা কর, রক্ষা কর, অবোধ সন্তানেরে মা।
সুখ শান্তি দেহ কান্তি,
নম্র শীতল বিপুল ভ্রান্তি ;
ললাটে আঁকিছে গ্লানির কালিমা॥
জাগাও ধরণী, বাজাও ডঙ্কা ;
ধ্বংশ কর যত কিছু ভুল শঙ্কা ;—
তব রূপে দাও রূপ—
গড়ে তুলো মা আপন ভঙ্গিমা ;
ওগো মা, শক্তিরূপিণী শ্যামারূপিণী মা-মা-মা।

( পূজারী ভাবাবেগে স্তোত্র পাঠ সমাপনান্তে কোন রূপ শব্দে চমকিয়া উঠিলেন। রুদ্রনাথ নামে অপর গ্রামের কোন ধনী জমিদার পুত্র, ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া নৈবেদ্যের

থালা নষ্ট করিয়া দিলে, পূজারী অগ্নিসম প্রজ্জ্বলিত হইয়া আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন )

( রুদ্রনাথ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। )

রুদ্রনাথ। এ লোক দেখানো পূজা করে কি লাভ, পূজারী ঠাকুর ?

পূজারী। [ মনে ক্রোধ, মুখে হাসির ভাব করিয়া ] এ কি করলে তুমি? মায়ের পূজা অপবিত্র করলে ?

রুদ্রনাথ। [ অট্টহাস্য করিয়া ] মায়ের পূজা। কোন মায়ের পূজা, পূজারী ঠাকুর ?

পূজারী। তুমি কি জানো না, বাবা ; এ রুদ্র মূর্ত্তি ধারিণী শ্যামা মায়ের মূর্ত্তি। [ হস্ত প্রসারিত করিয়া ] চেয়ে দেখো, শান্ত করুণ আঁখি যুগলের মাঝে জগতের সমস্ত পাপ যেন প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছে। তবু মা আমার শান্ত সরল। তবু মা অন্যায়ের প্রতিবিধানে উন্মুক্ত খড়্গ প্রসারিত করে ধরেন নাই। তবুও মা আমার শত্রুর নিধনে মনোনিবেশ করেন নাই। চেয়ে দেখো, তোমার অন্যায় কত শান্ত মনে তিনি সহ্য করে আছেন। তোমার উন্মাদনা দেখে মা আমার হাসছেন।

রুদ্রনাথ। [ বিজ্ঞের মত ভাব ধারণ পূর্ব্বক ] তারপর, বলুন, থামলেন কেন ?

পূজারী। [ এবার ক্রুদ্ধ হইয়া ] তোমার বাতুলতা আমি অনেক সহ্য করেছি। আর না। কে তুমি, কে তোমার পিতা ? নিবাস কোথায় তোমার ? লেখাপড়া শিখে এমন মূর্খ ত আমি কোথাও দেখি নাই।

রুদ্রনাথ। অতি সত্য কথা বলেছেন ! মিথ্যা পূজায় যারা ধর্ম্মকে নষ্ট করছে, তারা যদি বুদ্ধিমান না হবে ত, হবে কারা ? আমি

এখন ছোট নই যে, বাবার কাছে নালিশ করে আমায় মার খাওয়াবেন। তবে বলি শুনুন; আমার পিতার নাম—শ্রীরঘুপদ ভট্টাচার্য্য; নিবাস আমার গৌরীপুরে। আমি পিতাকেই বলতে শুনেছি, হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশ করছেন আপনারা। আপনারাই দেশে অনাচার টেনে আনছেন এই মাটির মূর্ত্তির সামনে কতকগুলি অর্থ না জানা সংস্কৃত বুলি আউরিয়ে। বলুন, যে মন্ত্র আপনারা ঠাকুরের সামনে উচ্চারণ করেন, তার অর্থ বুঝেন বা সেই মত কাজ করে ঠাকুরের কাছে মাহাত্ম্য প্রচার করেন? তা আপনারা করতে পারেন না, কারণ, তা করলে এই অশিক্ষিত গ্রামবাসী আপনাদের আর দেবতার প্রতিনিধি বলে পূজা করবে না।.... সেই কথা শুনবার পর থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি; আপনাকে কোন মতে এই মন্দিরে পূজা নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করতে দিব না।........আপনি ভণ্ড। দেবতার নামে আপনি স্বেচ্ছাচারিতা করছেন।

[ রুদ্রনাথ জলদভাবে এই কথাগুলি শেষ করিলে পূজারী ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন ]

পূজারী। [ ক্রোধে ] আমি স্বেচ্ছাচারী। আমি ভণ্ড। যাও, দূর হও আমার সম্মুখ থেকে।

[ বলিয়া নিকটস্থিত পূজার ঘণ্টা রুদ্রনাথের প্রতি ক্রোধে নিক্ষেপ করিলেন। হঠাৎ কপালে ঘণ্টা লাগিয়া রুদ্রনাথ উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই স্বরে পূজারীর চৈতন্যোদয় হইলে তিনি রুদ্রনাথের ক্ষত নিজ হস্ত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া গাত্রস্থিত নামাবলি ছিন্ন করিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন। ]

পূজারী। [ ধীরভাবে ] ক্ষমা করো। আমি সত্যই খুব অন্যায় করেছি। এমন করে তোমায় আঘাত করা আমার উচিত হয়

নাই। আমায় তুমি কি শাস্তি দিতে চাও? তুমি ঠিকই বলেছ, আমি ভণ্ড, আমি স্বেচ্ছাচারী। ঠাকুরকে যেভাবে ডাকা উচিত, আমি তা করি না। ভক্তিহীন পূজায় মা আমার সাড়া দেন না।

( অনুশোচনায় পূজারীর গণ্ডদেশ বহিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল )

[ এমন সময় পূজারীর পঞ্চদশ বর্ষীয়া কন্যা মালতী ফুলের মালা হস্তে প্রবেশ করিয়াই থতমত খাইয়া গেল। কোন প্রকারে মালাটি সাজিতে রাখিয়া রুদ্রনাথের নিকট গিয়া সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিল। ]

মালতী। বাবা, কে এমন করে মারলে? যে মেরেছে সে........

পূজারী। [ বাধা দিয়া ] আমিই মেরেছি মা! ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানহারা হয়ে এমন কঠিন কাজ করা কতখানি যে অন্যায়, তা পূর্ব্বে আমি বুঝতে পারি নাই। সে বিবেক আমার হারিয়ে গেছিল।

মালতী। [ ক্রুদ্ধ হইয়া ] বাবা, তুমি কি! এমন করে কেউ কখন মারে?

পূজারী। আর বলিস নে, মা; আর বলিস নে। তুই একটুখানি এখানে থাক, আমি এর বাবার কাছে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করে আসি। ( বলিয়া প্রস্থানোদ্যত )

রুদ্রনাথ। [ উত্থান পূর্ব্বক বাধা দিয়া ] কোথায় যান্, পূজারী ঠাকুর, বাবাকে সংবাদ দিতে? ( হাস্য করিয়া ) এ সামান্য আঘাতে এত চঞ্চল হচ্ছেন কেন? বুঝেছি, বাবার কাছে নালিশ করে আমায় আরও শাস্তি দিতে চান আপনি?

পূজারী। [ ফিরিয়া ] তার মানে? তোমাকে শাস্তি দেবার জন্যে

নয়, শাস্তি পেতে চাই আমি তোমার বাবার কাছ থেকে।......
শাস্তি পেয়েই ত আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্য করতে হবে?

রুদ্রনাথ। আমি অল্প বয়স্ক যুবক হতে পারি, কিন্তু আমি ঠিক তেমন যুবক নই। ধর্ম্মশাস্ত্র পড়তে আমি জানি না; কিন্তু শুনেছি অনেক। উকীল সাক্ষীকে রাগিয়েই তার মনের কথা বেড় করে নেয়। আমি যা আপনাকে বলেছি, তা আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই বলেছি, ঠাকুর।

পূজারী। [আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া] পরীক্ষা করবার জন্যে? সেই পরীক্ষায় তুমি কি জানতে পারলে?

রুদ্রনাথ। [ধীর ভাবে] জানলাম, আমি যার সম্মুখে কথা কইছি, তিনি সামান্য পূজারী নন্। তিনি অপূর্ব্ব সুন্দর। স্বচ্ছ কাঁচের মত তাঁর মন পরিষ্কার। ফল্গু ধারার মত ভগবৎ প্রেম অবাধে চলেছে তাঁর হৃদয়-নদী বেয়ে। মাঝে মাঝে ভাবি, মাটীর পুতুলকে কেন আমরা এত সমারোহের সঙ্গে পূজা অর্চ্চনা করি? ঠাকুরের যদি কোন বৈশিষ্ট্যই থাকতো, তা'হলে মানুষ এমন করে দিনের পর দিন মৃত্যুপথযাত্রী হতো না। যারা আমাদের উপর নিয়ত উৎপীড়ন করছে, ভগবান যেন তাদেরই মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে রেখেছেন।

পূজারী। ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেব ন শিলায়াং কদাচন।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ভাবং সমাচরেৎ॥

সে ভুল ধারণা তোমার! "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর"। সৃষ্টির ঈশ্বর যিনি, তিনি কি কখন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন? তোমার পিতামাতা কি তোমাকে অন্যান্য ভাই

বোনের থেকে কম ভালবাসেন? মাঝে মাঝে অভিমান করে আমরা তাই ভাবি, কিন্তু কার্য্যতঃ তা ঠিক নয়!

রুদ্রনাথ। তা ঠিক নয়, নিশ্চয় তা ঠিক! বৃক্ষতলে শীতে জর্জ্জরিত হয়ে যারা রাত্রি যাপন করে, তারা কি ভগবানকে ডাকে না, না, তারা ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়? তবে একজন থাকে রাজ-অট্টালিকায়, আর আমি বৃক্ষতলে কোন্ অপরাধে রাত্রি যাপন করবো?

পূজারী। [ হাস্য করিয়া ] তাই যদি বলো, তবে শুনো, একই পিতা মাতার সন্তান; কেউ হয় জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্, আর কেউ বা হয় সামান্য কেরাণী, এ কেন হয়? পিতা মাতা কি তাদের সমান অপত্য-স্নেহে লালন পালন করেন নি? জেনে রেখো, কত রাজ-রাজড়ার ছেলে নিজ বুদ্ধি দোষে হয় সমাজের কলঙ্ক; আবার কত গরীবের ছেলে নিজ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের গুণে প্রাপ্ত হয় রাজ ঐশ্বর্য্য। সমাজের শাসকরূপে তারাই জাতিকে গঠন করে। তারাই আবার সুষুপ্ত রজনীর বুকে এঁকে দেয় গৌরবের জয়টীকা!............একেই বলে ভাগ্যের লেখা।

[ এমন সময় স্থানীয় ধনী জমিদার শ্রীরাজবল্লভ চৌধুরী গলায় চাদর, হস্তে ছড়ি লইয়া প্রবেশ করিলেন ]

রাজবল্লভ। ঠাকুর মশায়ের পূজার আয়োজন এখনও হয়নি কেন?

[ ফুলের ডালি ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্ষিপ্তাবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে ]

এ সব কে করলে কালীকান্ত?

( কালীকান্ত মাথা নীচু করিয়া রহিলেন )

(বজ্র গম্ভীর স্বরে) বুঝেছি (রুদ্রনাথের প্রতি চাহিয়া) তোমারি কাজ!

রুদ্রনাথ। (উচ্চস্বরে) হ্যাঁ, আমারই কাজ!

রাজবল্লভ। কেন করলে? পূজার গৃহে প্রবেশ করেছিলে কেন?

রুদ্রনাথ। কেন? পূজার গৃহে প্রবেশ করলে ঠাকুর অপবিত্র হয়ে যাবে?

রাজ বল্লভ। নিশ্চয় হবে;

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুনিনো জনাঃ।
শুষ্ক বৃক্ষাশ্চ মুর্খাশ্চ ভিদ্যন্তে ন নমন্তি চ॥

রুদ্রনাথ। কোন হেতুতে?

রাজবল্লভ। সে কথা তুমি নিজেকেই জিজ্ঞেস কর। ঠাকুরের পূজার আয়োজন যে নষ্ট করে, সমাজে তার স্থান নাই। সে ম্লেচ্ছ। ম্লেচ্ছেরও নীতি-বোধ আছে, তোমার তাও নেই।

রুদ্রনাথ। আপনি আমার পিতৃতুল্য। তাই এ অপমান এখনও সহ্য করছি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমাকে অপমান করে এ পর্য্যন্ত কেউ নিস্কৃতি পায় নি।

রাজবল্লভ। (ক্রোধাগ্নি হইয়া) কি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

[বলিয়া হাতের ছড়ি দিয়া রুদ্রনাথকে প্রহারে উদ্যত হইলে পূজারীর কন্যা মালতী রুদ্রনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছড়ির আঘাত রুদ্রনাথের গায়ে না লাগিয়া মালতীর গণ্ডদেশে লাগিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল]

রুদ্রনাথ। (ধীর স্থির ভাবে) জমিদার বাবু, এবারে আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস্ করুন ত আপনি কি? কালী মন্দিরে এক বালিকার রক্তপাত কি আপনার মঙ্গল করবে? (কালী প্রতিমার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া) ঐ শ্যামা মা যদি সত্যিকারের মা হয়, তবে

আপনার এ পাপের ক্ষমা নেই কোন দিন। আমি অল্প বয়স্ক যুবক হয়েও আপনাকে অভিশম্পাত দিচ্ছি, ঐ বালিকা-নিপীড়িত-হস্ত আপনার পঙ্গু হয়ে পড়বে।

রাজবল্লভ। (অট্ট হাস্য করিয়া) আজ কালকার ছোকরারা, পৈতের মর্য্যাদা যারা রাখতে জানে না, গায়ত্রী উচ্চারণ করা যারা অসভ্যতা মনে করে, পিতা-মাতা গুরুজনদের অসম্মান করা যারা চরম আভিজাত্য বলে স্বীকার করে; পরীক্ষা গৃহে অসদ্ উপায়ে যারা পাশ করতে চায়; তাদের মত অনাচারী ছেলে ছোকরার অভিশম্পাত। হা-হা-হা—

মালতী। (গর্জিয়া উঠিয়া) জমিদার বাবু, আপনি বড় লোক হতে পারেন, কিন্তু ওকে তিরস্কার করবার কোন অধিকার আপনার নেই।

রাজবল্লভ। (ভ্রূকুটী) বেটীর ভারী লেগেছে প্রাণে দেখছি! অধিকার নেই! তুই বুঝিস্ কি রে! ছোট্ট বালিকা, এখনও দুধের গন্ধ যার মুখ থেকে যায় নাই, তারি মুখে অধিকারের কথা! (পূজারীকে) কি হে, বেটী যে তোমার ভারী অধিকার-ওয়ালী হয়ে উঠেছে, দেখছি।·· ····আমিও বলে রাখছি, কালীকান্ত; তোমার এ মেয়ে রায় বাঘিনী না হয়েই পারে না।

মালতী। আপনার কি? বাবা না হয়, আপনার চাকুরী করেন; তাই বলে আমিও কি আপনার চাকরাণী? কখনই না।

রাজবল্লভ। (অট্ট হাস্য করিয়া) না হয়, তুই আমার রাজরাণী! এবার হলো ত?

মালতী। রাজরাণী হলে সুখী হতাম, যদি রাজা আমার যোগ্য হতো। তিন সতীনের ঘর কে করতে চায়?

রুদ্রনাথ। (হাস্য করিয়া কবিতার সুরে ব্যঙ্গ করিয়া)

এ কি কথা শুনালে দেবী?
রাজ পরিবার,—
কুলের তিলক মণি যিনি,
তারি সংসারে বিরাজিছে—
এক নয়, দুই নয়, তিন অধিশ্বরী!
স্বার্থক জনম তাঁর
জন্মে এই দুর্ভাগা দেশে।
কেবা তুমি, কেবা আমি,
মোরা অভাগা সর্ব্বজন।
বীর দর্পে যি'নি হুঙ্কারে—
জয় তাহারি সুনিশ্চয়।
কিন্তু তবু এই রুদ্রনাথ
যাতেক না যাইবে যমালয়ে,
সাধ্য না রহিবে কাহার—
একের অধিক স্ত্রী
রাখিতে কোন ধনী পরিবারে!

রাজবল্লভ। (গর্জ্জিয়া উঠিয়া) কালীকান্ত, এ ছোকরার বাবার নামটি বলো ত? এর বাপকে বলে একে একটু শায়েস্তা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে!

মালতী। (বাধা দিয়া) ওর বাপের নাম আমি জানি। শ্রীরঘুপদ ভট্টাচার্য্যি।

রাজবল্লভ। (ব্যগ্রভাবে) নিবাস কি গৌরীপুরে? (বলিয়া চিন্তান্বিত হইলেন)

মালতী। (রসিকতা করিয়া) এ কি জমিদার বাবু, মুখ শুকিয়ে গেল কেন?

রাজবল্লভ। (সংযত হইয়া রুদ্রনাথের নিকট আসিয়া মাথায় হাত দিয়া) তুমি রঘুপদের ছেলে? তা এতক্ষণ বলো নাই কেন? তোমার বাবা আমার পরম বন্ধু! আপদে বিপদে তিনি আমার কত সহায়। তা বেশ—তা বেশ!

রুদ্রনাথ। শুধু বন্ধু নন্। শুনেছি, আপনার পাওনাদারও বটেন।

কালীকান্ত। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) তাই নাকি!

রাজবল্লভ। অনেক দেনাই ছিল, আস্তে আস্তে অনেক শোধ করে এনেছি। রঘুপদ না থাকলে আমার জমিদারী অনেক দিন পূর্ব্বেই অন্য জমিদারের অধীন হয়ে যেতো। (কিছুক্ষণ থামিয়া) তবুও আমি জমিদার শ্রীরাজবল্লভ চৌধুরী! এ গাঁয়ে আমার আদেশ লঙ্ঘন করার ক্ষমতা কারো নেই। হা হা-হা—,

(উচ্চস্বরে হাস্য করিতে করিতে প্রস্থান)

কালীকান্ত। আচ্ছা বৎস, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি আসছি। দেখিস্ মালতী, ও যেন পালিয়ে না যায়।

(হাস্য সহকারে প্রস্থান করিলেন)

রুদ্রনাথ। পালিয়ে যাবার হলে অনেক আগেই পথ দেখতাম্। কিন্তু… [মালতীর দিকে চাহিয়া] পালানোর মত ভীতু আমি নই।….. … মাথার ক্ষতটি একটু বাঁধবো. ছেঁড়া ন্যাক্ড়া একটু দিতে পারো, মালতী?

মালতী। কেন পারবো না? [বলিয়া নিজের পরিধেয় শাড়ী খানি ছিন্ন করিতে লাগিলে রুদ্রনাথ তাহার হস্ত ধারণ করিয়া ফেলিল]

রুদ্রনাথ। এ—কি করছো? নূতন শাড়ী খানিকে আমার সামান্য

ক্ষতের জন্য ছিঁড়তে হবে? বাড়ীতে কি তোমাদের কোন ছেঁড়া কাপড় নেই?

মালতী। থাকলেও সে কাপড় আমি আপনাকে দিতে পারবো না। আপনি বড়লোকের ছেলে। পুরানো কাপড়ে আপনার মান রক্ষা হবে না।

রুদ্রনাথ। বড়লোক আমি নই, বড়লোক আমার বাবা। বাবার অর্থে আমার কোন লোভ নেই। আমিও যে সকলের মত বাঁচতে জানি. তাই দেখিয়ে দিব বালির বাঁধ ভেঙ্গে। আচ্ছা, আজ তবে চলি? ( বলিয়া মালতীর পানে চাহিয়া প্রস্থান করিল। মালতী ধীর স্থির ভাবে তাহার প্রস্থান পথের দিকে চাহিয়া রহিল। )

[ পট পরিবর্ত্তন ]

## প্রথম অঙ্ক

### দ্বিতীয় দৃশ্য

রঘুপদ ভট্টাচায্যি মহাশয় ধনী জমিদার হইলেও সমাজ সংস্কার বিষয়ে তিনি খুব অগ্রণী। বাহির হইতে তাঁহাকে চিনা মুস্কিল। যাহারা তাঁহার মনের খবর রাখে না, তাহারা প্রথমে রঘুপদবাবুর মেজাজ সহ্য করিতে পারিবে না; ভাবিবে, হয় জমিদারবাবু উগ্র মস্তিস্ক, না হয় দাম্ভিক। বিপদে পড়িয়া তাঁহার নিকট গেলে তিনি যথাশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে বিপদোদ্ধার করেন। এইরূপেই তিনি আজ দয়াময় জমিদারবাবু রূপেই সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া আসিতেছেন।

সামান্য তামাক পান করিবারও সময় তিনি পান না। সবে গড়গড়ায় টান দিতে যাইবেন, এমন সময় তদীয় বন্ধু শ্যামাচরণ হন্তদন্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

শ্যামাচরণ। [ দ্রুত প্রবেশ করিয়া ] এই যে রঘুপদ, তুমি আছ দেখছি। আমার বাড়ীর সংবাদ শুনেছ?

রঘুপদ। [ নল নামাইয়া ] কি হয়েছে ভায়া। হাঁপাচ্ছ কেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ ত তোমার মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা। বরযাত্রী কি এখনও আসে নাই? তখনই বলেছিলাম ভায়া ওঘরে মেয়ে দিও না। শুধূ অর্থ ই দেখলে। যার সঙ্গে এত টাকা ব্যয় করে মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে বিয়ে দিচ্ছ, তার গুণের পরিচয় একবার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন মনে করলে না? ভাবিয়া করিবে কাজ, করিয়া ভাবিবে না, ভায়া?

শ্যামাচরণ। ওসব কিছু নয়। পাত্রপক্ষ যথা সময়েই এসেছিল। তবে পণের কিছু গহনা আমি দিয়ে উঠতে পারি নাই। কত করে বল্লাম বিয়ের পরেই দিব। তা তারা শুনলে না। পাত্রের বাবা পাত্রকে নিয়ে চলে গেলেন।

রঘুপদ। [ ক্রোধান্বিত হইয়া ] কোথায় গেছে? নিজ গ্রামে, না শ্মশানে? এখন তারা জীবিত আছে কিনা তাই আমায় বল। [ শ্যামাচরণ বাবু মাথা নত করিয়া রহিলেন। ]

রঘুপদ। ওরে, লছমন সিং, রাধাপদ, জীবন রাম, কোথায় গেলি তোরা? [ দণ্ডায়মান হইয়া বিচলিত ভাবে ]

( সকলেই দৌড়াইয়া প্রবেশ করিল )

রঘুপদ। শ্যামাচরণের মেয়ের আজ বিয়ের দিন ছিল। পাত্র পক্ষেরা বিয়ে না দিয়েই চোরের মত পালিয়েছে। যেখানি পাবি, যে অবস্থায় পাবি, যে কোন প্রকারে তাদের ধরে আনবি।.... হ্যাঁ শোন্, বরের গায়ে যেন হাত দিস্ নে। যা, শীগগীর যা। [ সকলের দ্রুত প্রস্থান ] ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখে নাই। তাই ব্যাটাদের আমি ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়বো। শ্যামাচরণ, তোমার মেয়ের বিয়ের ভার

আমিই নিলাম। উপদেশ যখন শুনো নাই, তখন উপযাচক হয়েই আমি স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। শোভা মায়ের বিয়ে আমিই দিব।

শ্যামাচরণ। এত ঝঞ্ঝাট করে বিয়ে দিলে মেয়ে কি আমার তাতে সুখী হবে?

রঘুপদ। [ হাস্য করিয়া ] তুমি পাগল হয়েছ, ভায়া। তুমি কি ভেবেছ, আমি ওদের ফিরিয়ে আনতে বলেছি তোমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে? ওরে, না না; ওদের আমি পণ গ্রহণের শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো। এ লগ্নে বিয়ে না হলেও তোমার মেয়ের জাত যাবে না।

শ্যামাচরণ। আমাদের সমাজে এ কেমন করে চলবে? আর এই অলক্ষুণে মেয়েকে কেই বা গ্রহণ করবে? ভাবতেও আমার গা ঝিম্ ঝিম্ করছে?

রঘুপদ। রেখে দাও তোমার সমাজ। যে সমাজে হিন্দু নারীর বিবাহে পণ প্রথা চলে, সে সমাজ জাহান্নমে যাক্। পণ আমি কেন দিব? মেয়ে যারা গ্রহণ করে তাদেরই দক্ষিণা দেওয়া উচিত।

শ্যামাচরণ। আমার মেয়ে ত সুন্দরী নয়। তাই যথাসাধ্য দিবার চেষ্টা করেও আমি তাদের মন পেলাম না। ভগবান, কেন যে গরীবের ঘরে মেয়ে দেন, তা তিনিই জানেন। আমিত ভেবেই পাইনা, বিনা পণে কেমন করে আমাদের মত লোকের মেয়েদের বিয়ে হবে। পণপ্রথা থাকবেই, তুমি দেখে নিও।

রঘুপদ। না, এ থাকতে পারে না। এ পণ প্রথা আমাদের তুলতেই হবে, নইলে হিন্দুত্ব বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতির পরিবর্ত্তন চাই। যেকি জিনিষ কোনস্থানেই

আদরণীয় নয়, সর্ব্বদাই বর্জ্জনীয়। দুষ্ট রোগের যেমন কঠিন চিকিৎসার প্রয়োজন, আমাদের সমাজের এই দুষ্ট ব্যাধির আশু চিকিৎসাও প্রয়োজন, নইলে কাল সাপের বিষের জ্বালায় আমরা সবাই অ'চিরে বিনাশ প্রাপ্ত হবো। হিন্দুত্ব বিনাশ হবে; তারি স্থানে ম্লেচ্ছ-সমাজ গড়ে উঠবে।

শ্যামাচরণ। আমরা সবাই তোমার পিছনে আছি। তুমি যে সাহায্য চাও, দ্বিধাহীন চিত্তে তোমার ডাকে আমরা সাড়া দিব। যদি প্রাণ দিতে বল, তাও দিব, যদি এই অসাধ্য সাধন করে ভঙ্গুর হিন্দু সমাজকে বাঁচাতে পারো, বন্ধু!

রঘুপদ। বাঁচাতে পারো কি, বাঁচাতেই হবে! নইলে আমাদের এই হিন্দুত্বের বড়াই আর বেশী দিন চলবে না।

( বন্ধুবর নলিনীকান্তের প্রবেশ )

নলিনীকান্ত। [ ছড়ি হস্তে প্রবেশ করিতে করিতে ] কারো বড়াই বেশী-দিন চলবে না, ভায়া ?

রঘুপদ। [ হাস্য করিয়া ] আমাদের এই হিন্দুয়ানীর।

শ্যামাচরণ। [ গাত্রোত্থান করিয়া ] আচ্ছা, আমি চলি।

রঘুপদ। তবে এস ভাই। তোমার ব্যবস্থা আমি করবো।

( শ্যামাচরণের প্রস্থান )

রঘুপদ। কি নিষ্ঠুর এই হিন্দু সমাজের পাত্রের পিতারা। সামান্য কয়েক ভরি সোনা বিয়ের আগে দিতে পারে নাই বলে প্রতিশোধ নেবার জন্যে বরকে নিয়ে পালিয়ে গেল বিয়ে না দিয়ে? ( ক্রোধে ) ইচ্ছে করে, এদের তাজা মাংস আমি চিবিয়ে খাই। আচ্ছা ভাই, টাকাই কি দুনিয়ায় সব? যার সঙ্গে চিরদিনের জন্য আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছ, তার মূল্য কি শুধু টাকা?

নলিনীকান্ত। টাকাই তোমার ব্যক্তিত্বের পরিচয়। টাকা ছাড়া তোমার মূল্য ফুটা পাত্রের মত। যতদিন প্রয়োজন, ততদিনই তার আদর, তার পরই নিক্ষিপ্ত হয় রাস্তার আবর্জ্জনায়।

রঘুপদ। এ ভুল ধারণা তোমার। এ চিরাচরিত ভুলকে আর আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। তুমি কি চাও, এই ভুলের জন্যই আমি তোমাকে চিরকাল ঠকিয়ে যাবো? সেই ঠকানোর বিরুদ্ধে তুমি কি দাঁড়াবে না?

নলিনীকান্ত। দাঁড়ানোর শক্তি কোথায় আমার? যদি দাঁড়াতে যাই, আমার ঘরেই পাবো সব চাইতে বেশী বাধা। ধর, যেমন পণ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আমার মেয়ের হবে না বিয়ে, গিন্নী আমার সঙ্গে করবেন বাক্‌যুদ্ধ। হয় তিনি হবেন বনবাসী, না হয় আমাকে চোখ বাঁধা বলদের মত তার কথায় সায় দিয়ে চলতে হবে। ভাই; ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর— এই নিয়েই আমাদের সমাজে বাস। একটু নড়েচ কি, আর তোমায় খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

রঘুপদ। তাও, আমাদের বুক বেঁধে দাঁড়াতে হবে। শত বাধা বিপত্তিকে আমরা হেলায় দূরীভূত করবো। আসুক তুফান, তবুও আমরা এ অন্যায় আর সহ্য করবো না। মরতে হয়, মরার মত মরবো। কাপুরুষের মত তিলে তিলে আর আমরা মরতে প্রস্তুত নই।

নলিনীকান্ত। অতি উত্তম কল্পনা। তবে তুমি কি পারবে সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে? সমাজের কুলতিলকমণিরা তোমার বিরুদ্ধে জেহাদ্ ঘোষণা করবে। বলবে, তুমি তোমার মেয়ের বিয়েতে পণ ফাঁকি দেবার জন্যে এত হৈচৈ করছো।

রঘুপদ। [ অট্টহাসি ] ওরে, আমার যে মেয়েই নাই।

নলিনীকান্ত। তাও তারা বলবে। স্বার্থবাদী লোকেরা তোমার স্বার্থের কথা প্রচার না করলে তাদের স্বার্থ যে রক্ষিত হবে না।

রঘুপদ। তা বলুক, সমাজের সকল লোক সমান নয়। কোন শুভ কাজ করতে গেলে তার অন্তরায় অনেক। তাই বলে পিছিয়ে থাকলে জঞ্জাল বাড়বে বই কমবে না। অতীতে যারাই কোন শুভ কাজ করতে গেছেন, তাদেরই সমূহ বিপদের সম্মুখে দাঁড়াতে হয়েছে। যারা ভীতু, তাঁরা সরে দাঁড়িয়েছেন; আর যারা বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে সাহস পেয়েছিলেন, তাঁরাই আজ আমাদের পূজনীয়রূপে বিরাজ করছেন।

নলিনীকান্ত। [ হাস্য করিয়া ] তুমিও কি তাদের মত পূজনীয় হবার লোভে এত তোড়জোর করছো ?

রঘুপদ। আমার স্বভাব ত তুমি জানো, ভাই! আমি কোনদিনই অন্যায় সহ্য করতে পারি না। তুমি দেখে নিও, আমার ছেলের বিয়ে দিব আমি এক দীনদরিদ্রের মেয়ের সঙ্গে। পূজনীয় হবার লোভ আমার নেই। তবে আমি বলে কেউ ছিলাম, তা যেন লোকে মনে রাখে। পণ যখন দাবী করবে, তখনই যেন বায়স্কোপের ছবির মত আমার নাম তাদের মনে উদয় হয়, তারি ব্যবস্থা আমি করে যাবো। আজ আমাদের এই হিন্দু সমাজের স্থান জগতের সকল ধর্ম্মের চাইতে কত নীচুতে নেমে গেছে, তা কি কেউ একবার চিন্তা করেছে ? সবাই নিজের নিয়েই ব্যস্ত। সবার মধ্যেই 'আমি পেলাম না' এই নিয়ে দ্বন্দ্ব। বাইরে তাকাবার সময় তাদের কোথায় ?

নলিনীকান্ত। একে দরিদ্র, তার উপর কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাদের মন দারিদ্র্য যাতনায় সব সময় ছট্‌পট্‌ করছে। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে

সমাজপণ্ডিতদের মৃদু তিরস্কার, তার উপর আছে গোপন কলঙ্ক। প্রকৃতির আহ্বান মিটানো জীব মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু তারও কোন মূল্য নেই আমাদের সমাজে। অর্থের সঙ্গে প্রকৃতির কি সম্বন্ধ আছে, তা আমি বুঝতে পারি না।

রঘুপদ। কিছু মাত্র নেই। তবে সংযম রক্ষা যতদূর করা যায়, ততই মঙ্গল। অতীতে ঋষিরা সংযমী ছিলেন বলেই এই হিন্দু সমাজকে তাঁরা কতকগুলি স্বার্থবাদী লোকের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে ছিলেন না। দুষ্ট সমাজদ্রোহীদের অভিশম্পাতে ধ্বংস করে-ছিলেন। আজ আমরা সেই ঋষিদের সৃষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করে যত সামাজিক আচার নিষ্ঠা প্রতিপালন করি; কিন্তু তাঁরা যা করতেন, তা আমরা করি না। করতে পারি না।

(এমন সময় রুদ্রনাথ আনমনা অবস্থায় কি যেন চিন্তা করিতে করিতে প্রবেশ করিল)

রুদ্রনাথ। নিশ্চয় পারবো। সে শক্তি আমার আছে।

রঘুপদ। [হাস্য করিয়া) কি বলছো রুদ্র! কিসের শক্তি তোমার আছে?

রুদ্রনাথ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। দেখ বাবা, তোমার বন্ধু আমায় অপমান করেছে। আমিও তাকে অভিশম্পাত দিয়েছি।

রঘুপদ। কার কথা বলছো? তার নাম কি?

রুদ্রনাথ। নাম, শ্রীরাজবল্লভ চৌধুরী।

রঘুপদ। [হাস্য] ও, তোমার সেই রাজু কাকা?

রুদ্রনাথ। কাকা, কাকা বলার আর লোক পেলাম না। ঐ অত্যাচারী জমিদারকে আমার কাকা না বল্লেই নয়?

রঘুপদ। [ক্রুদ্ধ হইয়া] দেখ রুদ্র, গুরুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

থাকলেও অসম্মান তাকে কোনদিন করবে না। হাজার হলেও সে আমার বন্ধু। তোমারও পিতৃতুল্য।

রুদ্রনাথ। গুরুজন! গুরুজন হবার যোগ্যতা তার নেই। [ক্রুদ্ধ হইয়া] যে আমায় অপমান করে, যে আমায় মারতে গিয়ে এক ক্ষুদ্র নিরপরাধিনী বালিকার গায়ে চাবুক মারে, সেও কি আমার গুরুজন?

রঘুপদ। [গম্ভীর স্বরে] হ্যাঁ, সেও তোমার গুরুজন। অন্যায় করেছিলে বলেই সে তোমায় প্রহার করতে চেয়েছিল। নইলে সে তোমায় প্রহার করতে চাইবে কেন, বল? সত্য কথা বল, তুমি কি করেছিলে?

রুদ্রনাথ। [কিছুক্ষণ মাথা নত করিয়া থাকিয়া] হ্যাঁ, আমি কালী-মন্দিরে প্রবেশ করে পূজার আয়োজন নষ্ট করে দিয়েছিলাম। আপনিই একদিন বলেছিলেন, বাবা, মাটীর পুতুলের সামনে মন্ত্রোচ্চারণে দেশের অমঙ্গল ছাড়া কোন মঙ্গল হয় না। তাই আমি কালীপূজার আয়োজন নষ্ট করে ফেলেছিলাম।

রঘুপদ। তাই বল। তোমার বিশ্বাস না থাকতে পাবে বা তুমি নিজে পূজা না করতে পারো; তাই বলে অন্যের মন্দিরে অনধিকার প্রবেশ করে তার পূজার ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারো না।

রুদ্রনাথ। সেটি তাঁর নিজস্ব মন্দির নয়। জনসাধারণের মন্দির। তিনি পূজারীর বেতন দেন, এই মাত্র।

রঘুপদ। যে পূজারীর বেতন দেয়, সেই মন্দিরের মালিক।

নলিনীকান্ত। যে দেবতাকে সবাই পূজা করে, তাকে কি এখনও অশ্রদ্ধা করে? মাটীর পুতুলই ত তোমার মনের প্রতিচ্ছবি? যে ভাবে ইচ্ছা, সেই ভাবেই তুমি প্রতিমা গড়তে পারো। যে

ভাবে বাসনা, সেইভাবে তুমি তাঁর পূজা করতে পারো। যদি গৃহের ছাদে উঠবার ইচ্ছা থাকে, তা'হলে ইটের সিঁড়ি বেয়েও উঠতে পারো, বাঁশের মই বেয়েও উঠতে পারো, কোন ক্ষতি নেই তাতে। তবে উঠা চাই। উঠবো বলে আকাশের পানে চেয়ে থাকলে তোমার কাজ সিদ্ধ হবে না, রুদ্রনাথ!

রুদ্রনাথ। [ মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ]

রঘুপদ। মন্দিরে বালিকা এলো কোত্থেকে?

রুদ্রনাথ। পূজারীর কন্যা মালতী। বুঝলে বাবা, ( মস্তক দেখাইয়া ) পূজারী যখন ঘণ্টা নিক্ষেপ ক'রে আমার মাথা ফাটিয়ে দিলে, তখন পূজারীর যা মনের অবস্থা হয়েছিল, মনে হলো, তিনিই যেন আমার চেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছেন। আর তাঁর কন্যা মালতীর অবস্থা দেখে মনে হলো, দেবী মন্দিরে আমি যেন কোন দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কি তার সেবা, কি তার মমতা!

রঘুপদ। [ কিছুক্ষণ পুত্রের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ] আচ্ছা, তুমি এখন ভিতরে যাও, স্নান আহার শেষ করে নাও গে?

( রুদ্রনাথের প্রস্থান )

নলিনীকান্ত। তুমি যাই বল, ভায়া; রাজুরই দোষ। অন্যায় সংশোধনের রীতি জানা চাই। তারও একটা মাত্রা আছে। অতিরিক্ত শাসনের ফলেই ছেলে মেয়েরা পিতামাতা গুরুজনদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে। শেষকালে এর প্রতিহিংসা তারা গ্রহণ করে।

রঘুপদ। রাজুকে আমি অপমানের হাত থেকে বহুবার বাঁচিয়েছি; নইলে ঐ রাজবল্লভকে আমার কারখানায় চাকরীর উমেদারী করতে হতো! যাক্, আমিও দেখে নিব সে কত বড় ধনী

জমিদার। আমারও নাম রঘুপদ ভট্টাচার্য্য। আচ্ছা, অনেক বেলা হয়ে গেল, উঠা যাক্। (সকলের প্রস্থান)

( পট পরিবর্ত্তন )

## প্রথম অঙ্ক

### তৃতীয় দৃশ্য

নৃত্যশালা। নৃত্য গীতে আসর মস্গুল। কয়েকজন বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও মধ্যবয়সী কুমারী আসরে উপবিষ্টা। অগণিত দর্শকবৃন্দের মাঝখানে রুদ্রনাথ গালে হাত দিয়া কি যেন ভাবিতেছে। এক অষ্টাদশ বর্ষীয়া বালিকা কনিকা নৃত্য করিতেছে। হঠাৎ ছন্দপতন ঘটিল। রুদ্রনাথ আসরে নৃত্যরতা কনিকার উদ্দেশ্যে জুতা নিক্ষেপ করিয়া ক্রমে আসরের দিকে আগাইয়া গেল। দর্শকমণ্ডলী অবাক্ দৃষ্টিতে রুদ্রনাথের দিকে চাহিয়া আছে। নৃত্যরতা কনিকা থমকিয়া দাঁড়াইল।

[ আসরের নিকট যাইতে যাইতে ]

রুদ্রনাথ। বন্ধ কর, বন্ধ কর,
এই নৃত্য আয়োজন ?
গরীব নির্ব্বোধ জনে
ভুলাইয়া খুলিছ অর্থের ভাণ্ডার ?
ক্ষুধার্থ নিপীড়িত ধূলায় লুটায় ;
অর্থলোভি পৈশাচিক মনোবৃত্তি
মাথা নোয়াইছে অধর্ম্মের কাছে।
তবু এ নৃত্য, তবু এ ধ্বংস আবাহন,—
যতেক না হইবে বন্ধ,
জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষার সর্ব্বাধার,

অকালে নিধন সত্য—
বুঝিয়া বুঝিবে নাকো আর।

জগদীশ রায়। [ জনৈক দর্শক আসরের উপর গিয়া ] তুমি কে গা ছোক্‌রা, ইতরামী করবার আর জায়গা পেলে না। যেখানেই একটু আনন্দ, সেখানেই এরা এসে যত সব……

রুদ্রনাথ। আমি আপনাদের মতই একজন হস্তপদবিশিষ্ট মানুষ। আপনারা যাকে চান ধ্বংস করতে, আমি তাকে সংস্কার করে নূতন করে গড়ে তুলবো।

রাধারাণী। [ জনৈকা বৃদ্ধা আসরে উপবিষ্টা ] বাবা, সংস্কার করতে হয়, বাহিরে গিয়ে কর গে। দোহাই তোমার, আমাদের আসরটি নষ্ট করো না। লোকসানে তবে আমরা মরে যাবো।

রুদ্রনাথ। [ হাস্য করিয়া ] আপনারা ত মরেই আছেন। আমি এসেছি আপনাদের মৃতদেহে একটু প্রাণ সঞ্চার করতে। পারবো কিনা তা বলতে পারি না, তবে শেষ চেষ্টা করে দেখবো।

জগদীশ রায়। বাচালতার সীমা আছে, বুঝলে হে ছোক্‌রা? যদি না যাও ত মেরে তাড়াবো। দেখেছো হাতে এটা কি? [ হাতের বেতের ছড়ি দেখাইলেন ]। যত সব ইতর ছোক্‌রার দল।

রুদ্রনাথ। চোরের ধন চুরি গেলে, সেও থানায় গিয়ে ডাইরী দেয়। আপনাদের অবস্থাও ঠিক তাই। আপনারা চিরকাল অন্যায় করে আসছেন, তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে না গিয়ে আপনাদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই আমায় বৃথা গালাগাল দিচ্ছেন। কিন্তু তাতে ভীত হবার পাত্র আমি নই। (দৃঢ়ভাবে) বলুন, এই আসর ছেড়ে আপনারা চলে যাবেন কি না?

রাধারাণী। ( করজোড়ে ) দোহাই তোমার, আমাদের প্রাণে মারো ক্ষতি নেই, টাকার শোক আমরা সইতে পারবো না।

জগদীশ রায়। ব্যস্ত হবেন না। ছোক্‌রার ইতরামী আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি। ( বলিয়া ছড়ি দ্বারা রুদ্রনাথকে সজোরে প্রহার )

কনিকা। ( দ্রুত আসিয়া মাঝখানে পড়িয়া ) কেন মারলেন আপনি? ( ভ্রূকুটি করিয়া ) প্রাণে বড় লেগেছে, না? আপনিই বলুন দিদিমা, এক অপরিচিত ভদ্র সন্তানকে বেত্রাঘাত করবার কি অধিকার আছে কোন এক অর্বাচীন দর্শকের? আমি আগে এর বিচার চাই। তারপর—

রাধারাণী। ( বিচলিত হইয়া ) ওরে বাবা, বিচার কিরে কনু? কে কার বিচার করবে? আমরাই যে দর্শককে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ডেকে এনেছি। পয়সা ফেরৎ চাইলেই, তবে গেছি রে।

জগদীশ রায়। ( অট্টহাসি ) হা-হা-হা, বিচার আমার, হা-হা-হা; অর্থ দিয়ে উপকৃত করতে এসে আসামীরূপে আমার বিচার প্রার্থী! কে বিচার করবে কনিকা আমার?

কনিকা। ( দৃঢ়ভাবে ) আর কেউ না করে আমিই করবো? ইনি কোন অন্যায় বলেন নি। যা বলেছেন সবই সত্যি। অর্থ দিয়ে উপকৃত করেন নাই; বরং অপকারই করেছেন। যে ব্লাক্‌ মার্কেট করে, তার চাইতে বেশী দোষী, যে ব্লাক মার্কেটকে প্রশ্রয় দেয়। আপনারা কিনেন বলেই ত তারা বেশী দাম নেয়। আপনারা যদি এখানে না আসেন, তবে কি এই আসর চলতো?

রাধারাণী। বলিস্‌ কিরে কনিকা? তোর মাথা খারাপ হলো নাকি?

কনিকা। মাথা আমার ঠিকই আছে। তবে পাগলের মধ্যে প'ড়ে আমিও যেন দিন দিন পাগল হয়ে যাচ্ছি। আর আমার এই

নাচ দেখিয়ে তোমরা লোক ঠকিয়ে বেড়াচ্ছো। আমি আর নাচবো না, দিদিমা!

রাধারাণী। (বিচলিত হইয়া) তবে খাবো কি করে রে! এত করে পয়সা খরচ করে তোকে নাচ শিখিয়ে এই কি তার পুরস্কার রে! তুই সরে দাঁড়ালে, এবার প্রাণে নয়, একেবারে পেটে মরে যাবো রে! একটু ভেবে দেখ, ভাল করে ভেবে দেখ; যা বলছিস, তা কি তোর মনের কথা—না……।

কনিকা। আমি সোজা বুঝি। আমি যা বলবো, তাই করবো।

জগদীশ রায়। রেখে দাও, তোমাব মনেব কথা। এত-টুক্-টুক্ সব ছেলে মেয়েবা বড বেশী বুঝতে শিখেই আজ ঘরে ঘরে অশান্তি। শান্তির লেশমাত্র কোথাও নেই। ইচ্ছে করে. চাবকে লাল করে দিই।

রুদ্রনাথ। চাবুক কি আপনার একচেটিয়া? আপনার চাবুকের চাইতেও শক্ত চাবুক আমাদের ঘরে আছে। সে চাবুক পিষ্ট-দেশে আঘাত করে না, করে মনে। হৃদয়েব প্রত্যেক তন্ত্রী ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। সাধ্য কি আছে আপনার সেই চাবুকের বিরুদ্ধে কঠিনতর চাবুক এগিয়ে ধরতে? আপনার মেয়ে আছে, তাকে কি চান আপনি, চিরদিন সে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাক্? পরের ঘরে গিয়ে চিরদিন সে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর অপ্রিয় হয়ে থাক্, চোখের জলে গণ্ডদেশ বইয়ে ফেলুক; সমাজে কলঙ্কিনী রূপে বিরাজ করুক?

জগদীশ রায়। চুপ করো ছোক্‌রা। এতটুকু যার বয়স নয়, বড় বড় সব কথা। বয়সের সামঞ্জস্য রেখে কথা বলতে শিখো।

রুদ্রনাথ। শিক্ষার্থীরূপে আপনাকে জিজ্ঞেস্ করছি, শিক্ষকরূপে নয়। সত্য কি জানবার অধিকার আমার নেই?

জগদীশ রায়। আমার ঘরের কথা তুমি বলবার কে? আমার মেয়ে যাই হোক, তা তোমার কি?

রুদ্রনাথ। আপনার একার মেয়ে নিয়ে আমার সমস্যা নয়। আমি ভাবছি মেয়েদের ভবিষ্যৎ। কি ছিল তারা আজ কি হয়েছে; আবার তারা কাল কি হবে?

রাধারাণী। দোহাই তোমার, তুমি ছেলে আছ, তাই থাকো; আমাদের মেয়েলী সমস্যায় মাথা ঘামিও না।

রুদ্রনাথ। আমার বোনের ভবিষ্যৎ ভাববার অধিকার আমার আছে।

জগদীশ রায়। তবে তার সমস্যা নিয়েই থাকো? পরের ঘরে আগুন জ্বালাতে হবে না তোমার।

রুদ্রনাথ। পরের ঘরে কি বলছেন? যাকে পর ভাবা যায়, সেই হয় পর। নইলে পিতামাতা ভাই ভগিনী কেউ কারো আপনার নয়। সমাজে বাস করতে হলে, প্রত্যেকের সুখ-দুখের ভাগী না হতে পারলে, আমরা কেউ সুখী নই। আপনি গত হ'লে, আপনার জন্য কি আমি কাঁদবো না? নিশ্চয় কাঁদবো, বলবো, হায় হায়, অমুক বাবুর স্ত্রীর মৎস্যভক্ষণ সমাপ্ত হলো! সাদা সাড়ী পড়তে হলো।

জগদীশ রায়। সে কি ছোক্‌রা, আমি মারা গেলে তুমি কাঁদবে? কেন কাঁদবে? আমি তোমার কে?

রুদ্রনাথ। আপনি যেই হোন্, আপনি আমার সমাজের লোক। সেই দাবীতেই আমি আপনি এক। আপনার বিপদ—আমারও বিপদ। আপনার কন্যা অসুখী হ'লে আমার সুখ তাতে বাড়বে না। নিষ্ঠুর

পাষাণের মত আমারও কঠিন হৃদয় বেদনায় আর্ত্তনাদ করে উঠবে। আপনার মেয়েও আমার বোন।

রাধারাণী। দোহাই তোমার, বাইরে গিয়ে জগতের সবাইকে বোন বলে বেড়াও গে, কোন আপত্তি নেই। দয়া করে আজকের মত আসরটি চলতে দাও। ওরে বাপরে বাপ, এরা সব পারে, এদের ক্ষুরে নমস্কার।

রুদ্রনাথ। আমাদের ভাল করে নমস্কার দিন, যাতে অতিশীঘ্র এই লোক-ঠকান ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। নাচ গান শুনিয়ে আপনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে পারেন, কিন্তু এই ভঙ্গুর হিন্দু সমাজের কতখানি ক্ষতি করছেন, তা একবার ভেবে দেখেছেন? এই নাচিয়ে মেয়েকে কে বিয়ে করবে বলুন ত? আপনি কি আপনার ছেলের সঙ্গে কোন নর্ত্তকীর বিয়ে দিতে পারেন? ঠাকুরের নামে শপথ করে বলুন, আপনার পুত্রবধূ কি কোন নর্ত্তকীকেই করবেন?

রাধারাণী। ওরে বাবা, এ বলে কি করে? আমার উপর আবার দয়া কেন, বাছাধন? আমার ছেলে এখন ছোট, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই ভেবে দেখবো, যদি তত্তদিন বেঁচে থাকি!

রুদ্রনাথ। আপনি যত তাড়াতাড়ি সংসারের ভার কমাতে পারেন, ততই মঙ্গল। নইলে আপনার ছেলে নিশ্চয় এক নর্ত্তকীকে বিয়ে করবে; আর তার দুই দিন বাদেই স্ত্রীকে বাপের বাড়ী তাড়িয়ে দিবে। তাই বলি, আপনি বিদায় হোন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যাতে তিনি অতি সত্বর আপনাকে চরণে স্থান দেন। তবে আপনাদের মত লোকেরা দীর্ঘায়ুই হয়, সেই খানেই ত বিপদ। তাড়াতাড়ি আপনারা কেন মরেন না?

রাধারাণী। দোহাই তোমার। আমার মৃত্যু কামনা করো না!

আমার ছেলের বাপ নেই, অতি শীঘ্র মৃত্যু ঘটলে ছেলেকে আমার অনাহারে থাকতে হবে। তখন কেউ তাকে ভুলেও দেখবে না।

রুদ্রনাথ। কেন, আমি দেখবো? আমার বাপের অগাধ টাকা, আমি একা সারা জীবন উড়িয়ে গেলেও শেষ করতে পারবো না। না হয়, আমার আর একজন ভাগীদার জুটবে, ক্ষতি কি?

জগদীশ রায়। সত্যিই তুমি মহৎ! ক্ষমা করো আমায়। তোমার ন্যায়ের তর্ক আমাকে ক্রোধান্বিত করলেও পরাস্ত করেছে। আমি আজ তোমার নিকট পরাজিত। তুমি দীর্ঘায়ু হও। তোমার মত সন্তান প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে জন্ম গ্রহণ করুক। তোমার মত বুদ্ধি নিয়ে তারা তোমারি মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক বেঁধে লেগে যাক্। আশীর্ব্বাদ করি তোমায়, তোমার যাত্রাপথ সুগম হোক্।

( জগদীশ রায়ের প্রস্থান )

রাধারাণী। ও, মশায়, শুনুন, শুনুন. রাগ করেই আশীর্ব্বাদ করে গেলেন যে।

কনিকা। রাগ করে কি কেউ কখন কাউকে আশীর্ব্বাদ করে? তুমিও আশীর্ব্বাদ কর দিদিমণি!

রাধারাণী। আমি বাপু তা পারবো না। আমার মৃত্যু কামনা যে করে, হাত তুলে তাকে আশীর্ব্বাদ করতে পারবো না। তবে মনে মনে হয় ত করতে পারি।

কনিকা। তাই কর দিদিমণি; তুমি কি বুঝেছ জানি না; কিন্তু আমি বালিকা হ'লেও এঁর কথা আমাকে চমৎকৃত করেছে। ( রুদ্রনাথকে ) আশীর্ব্বাদ ত আপনাকে আমি করতে পারবো না;

প্রণাম করি আপনাকে ( প্রণাম )। আপনিই আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি সত্যিকারের নারীরূপে গড়ে উঠতে পারি।

রাধারাণী। ওরে বাপরে বাপ, এরা মানুষ নয় ডাকাত! এরা জোর করেই আশীর্ব্বাদ কেড়ে নেয়, পালাই পালাই।

[ দ্রুত প্রস্থান )

রুদ্রনাথ। ( হাস্য করিয়া ) সত্যিই আমি ডাকাত। অনধিকার প্রবেশ করে একদিন মার খেয়েছি এক পুরোহিতের কাছে, প্রতিদান স্বরূপ তারও মেয়েকে পেয়েছিলাম তোমারই মত অতি নিকটে। জানি না, আজকের মত অতি নিকটে তুমি থাকবে কি না! জানি ন', তোমার অদৃষ্টে কি লিখন আছে! তবুও আমি জানি, তুমি আর মেকীর পিছনে ছুটবে না। যা সত্য, তাই নিয়ে কাজ করে যাবে সারা জীবন।

কনিকা। এত উপদেশ শুনেও মেকীর পিছনে আর কেন ছুটবো? আমরা নারী, নিজ নিজ কার্য্যের দ্বারা আবার আমরা অতীতের গণ্ডিতে ফিরে যেতে চাই—সেটাই হবে আমাদের বাঁচার পথ।

[ পট পরিবর্ত্তন ]

## প্রথম অঙ্ক

### চতুর্থ দৃশ্য

নলিনীকান্ত বাবু সাদাসিদে ধরণের লোক। কোন ঝামেলায় মাথা গলাইতে তিনি চান না। তবে সত্যের সন্ধানী বলিয়া তাঁহার নাম আছে। উচ্ছৃঙ্খলতা তিনি পছন্দ করেন না। বয়সে রঘুপদ বাবুর সমবয়সী। ছুৎমার্গতা ও কোন কিছুতে বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করেন না।

সারাদিন নিজ বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যস্ত থাকেন; সকাল বেলা চা পানের সময়ই একটু যা সময়, তাও মাঝে মাঝে নানা ঝঞ্ঝাটে নষ্ট হইয়া যায়। সবে মাত্র সংবাদ-পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে যাইবেন, এমন সময় তাঁহার বাল-বিধবা ভগিনী ব্রজঙ্গিনী আসিয়া প্রবেশ করিল।

বোন বলিতে ঐ একটি বোন, আদরের সন্দেহ নাই। তিনি ছোটবেলা হইতেই বোনের নানা আবদার, অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়া আসিযাছেন; এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ব্রজঙ্গিনী। (দ্রুত আসিয়া) ও দাদা, শুন্‌ছো, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, এমন করে ম্লেচ্ছাচার আমি সহ্য করতে পারবো না। বৌদিও কিনা আমায় অপমান করে! (বিষণ্ণবদনা)

[ বৌদি হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ ]

হেমাঙ্গিনী। (বাধা দিয়া) কি তোমায় অপমান করেছি, ঠাকুরঝি? ভোর সকালে এসেছ আমার নামে নালিশ জানাতে! হা কপাল, যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর!

ব্রজঙ্গিনী। করো নি তুমি আমায় অপমান? আমায় কি তুমি বলোনি মাছের উননে রান্না করতে? এতকাল কয়লা জুটলো, আজ কেন জুটবে না? বেশী কয়লা খরচ হয়, সে আমার দাদার হয়। তুমি পরের বাড়ীর মেয়ে; আমায় তুমি কথা শুনাও কেন? এতকাল যদি ভিন্ন উননে খেয়ে থাকি, আমরণ তাই খেয়ে যাবো। তোমাদের এই ম্লেচ্ছাচার আমি সহ্য করবো না।

হেমাঙ্গিনী। এ কথাও তোমার দাদাকে বলে যাও, কয়লা খরচের জন্য তিনি যেন পরে আমায় দোষারোপ না করেন। আমি কি কয়লা বাপের বাড়ী নিয়ে যাই, না আমি খাই? খরচ করবে অন্যে, কথা শুনবো আমি? [ দ্রুত প্রস্থান ],

নলিনীকান্ত। [ নম্রস্বরে ] ব্রজো, এক উনুনে খেলে কি হয়, বাসন ত আর এক নয়।

ব্রজঙ্গিনী। সে হোক দাদা, আমার ঠাকুরমারা যা করে গেছেন, আমি তাই করে যাবো। না খেয়ে থাকবো, তবুও ম্লেচ্ছাচার সহ্য করবো না। বেশ, আমি আর তোমার খাবো না, দাদা!

( বলিয়া প্রস্থানোদ্যতা )

নলিনীকান্ত। [ বাধা দিয়া ] শোন্ ব্রজো। এ রাগের কথা নয়। আর্থিক দুরবস্থার জন্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তোর বৌদির কোন দোষ নেই, আমিই তাকে তোকে বলতে বলেছিলাম। আমার একটু খরচ কমলে তাতে কি তুই দুঃখিতা?

ব্রজঙ্গিনী। তুমিও দেখি বৌদির দিকে। ভেবেছিলাম, বৌদি পরের মেয়ে, তাই বোধ হয় হিংসা তার; কিন্তু পেটের ভাইও চায় না আমি তার সংসারে থাকি। মৃত্যুর শেষ দিনটা পর্য্যন্ত আচার নিষ্ঠা পালন করে যাই, তা বুঝি আর হলো না।

নলিনীকান্ত। ছুৎমার্গ করলেই কি আচার নিষ্ঠা পালন করা হলো? দশের সংসারে তা চলে না, ব্রজো। আমি চাই, তুই আমার বোনের মত হয়ে থাক্। তবে আমিও এ কথা বলবো ব্রজো, যদি বাঁচতে চাস্, তা'হলে তোদের এই ছুৎমার্গ কমাতে হবে। ছুৎমার্গ করে বারে বারে স্নান করে অসুখ কার হচ্ছে? মাসে মাসে এত টাকা ডাক্তারের জলের দাম দিয়ে আমার প্রতি কি হৃদ্যতা দেখাচ্ছিস্? এ না করলে কি হয়?

ব্রজঙ্গিনী। [ ক্রুদ্ধ হইয়া ] কি হয় তা জানি না। তবে আমি করবো। ডাক্তার ডাকতে কি আমি বলি? বিনা ওষুধে যত তাড়াতাড়ি তোমাদের দায় কাটাতে পারি, ততই আমার মঙ্গল।

নলিনীকান্ত। আমি ত মানুষ। বিনা চিকিৎসায় তুই মরে যাবি, এ কল্পনাও আমি করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, জ্যেষ্ঠের দাবীতে আমি তোকে শাসন করতে পারি। ন্যায় অন্যায় বুঝিয়ে দিতে পারি।

ব্রজঙ্গিনী। কত কথা শুনাবে এখন। কপাল খেলে ভাগ্যে এই থাকে। আজ যদি আমার শ্বশুর-বাড়ীর কেউ বেঁচে থাকতো! (ক্রন্দনরত)

নলিনীকান্ত। [ পাঁয়চারী করিয়া ] সে অদৃষ্টের লিখন ব্রজো! এত মেয়ের স্বামী থাকে, তোর রৈল না কেন? সেও কি আমাদের অপরাধ! তবে হ্যাঁ, বাল্যকালেই তোর আবার বিয়ে দেওয়া উচিৎ ছিল।

ব্রজঙ্গিনা। তোমরা সব পারো দাদা। বিধবার বিয়ে না দিলে হিন্দুর গৌরব আর কিসে বাড়বে? বিধবাকে মাছ খাওয়ানোর এত সখ কেন দাদা? আমরা কি তোমাদের মত মাছ খাওয়ার জন্য পাগল। ও সব কথা শুনাও পাপ।

নলিনীকান্ত। পাপ নয় রে পাগলী, পাপ নয়; এই ধর্ম্মের কথা। বিধবার বিয়ে দিয়ে তোদের মাছ খাওয়ানোর লোভ কারো নেই; তবে হিন্দুত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে এর নিতান্ত প্রয়োজন। তোরা ঠাকুরমা দিদিমার যা দেখেছিস, সেইটাই ভাবিস ধর্ম্ম। কিন্তু সে ঠিক আদত ধর্ম্ম নয়। তাঁরা ধার্ম্মিক ছিলেন না, তাঁরাই ছিলেন চরম স্লেচ্ছাচারী। অনেক

সধবা আছে, যারা মৎস্যভোজী নয় ; তাই বলে কি তারা বিধবা ?

ব্রজঙ্গিনী। তারা বাহিরে না হোক মনে তারা বিধবা। স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতার জন্য অনেক সতী স্ত্রী মনে মনে বিধবার জীবন যাপন করে ; দুশ্চরিত্র স্বামীর হাত থেকে তারা পেতে চায় পরিত্রাণ।

নলিনীকান্ত। সে ভুল ধারণা তোর। নারীর মন নিয়ে পুরুষের বিচার করিস নি। কলঙ্কিনী স্ত্রীর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার লোভে পুরুষেরা অন্য নারীর প্রতি ক্রমেই আসক্ত হয়ে পড়ে। স্ত্রীর যদি ধর্ম্মই থাকবে, তা'হলে কষ্টি পাথরের মত স্বামীকে যাচাই করে নেওয়া দরকার। যে নারী স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী নয়, তারা নিজেরাও অসুখী, স্বামী বেচারীর ত কথাই নাই। একেই তুই বলিস্ সতীত্ব ?

ব্রজঙ্গিনী। তোমরা পুরুষেরা বড় একচোখো। পুরুষের দোষ তোমরা দেখতে চাও না ; কেবল মেয়েদের দোষ খুঁজে বেড়াও। মেয়েদের কোন চলার স্বাধীনতা তোমরা দিতে চাও না।

নলিনীকান্ত। [ হাস্য করিয়া ] সে কি কথা ব্রজো, শুনি আজি তোর মুখে ? তুই না ঠাকুরমা দিদিমার পথানুসরণকারিণী ! তাঁরা যা করতেন, তাই তুই সারা জীবন করে যেতে চাস্। ঠাকুর মা দিদিমার যুগে বিবাহিতা হিন্দুনারীর সিঁথি কখন সিন্দুর না দেওয়া দেখেছিস্ ? শুনেছিস্ কখনও, ভেঙে যাওয়ার ভয়ে বিবাহিতা নারীরা হাতের শাঁখা বাক্সে তুলে রাখে ? যার যেটুকু সুবিধা অন্যের দোহাই দিয়ে শাস্ত্র মত করলেই কি সেটা শাস্ত্র শুদ্ধ হয়, না, তাতে কোন মঙ্গল হয় ?

চলার পথে এঁকে বেঁকে চললেই ঠোক্কর খাওয়ার ভয় থাকে।

ব্রজঙ্গিনী। সেও তোমাদের দোষ। তোমরা পুরুষেরা মেয়েদের শাঁখা সিন্দুর কিনে দাও না বলেই অগত্যা তারা এমন করে। নইলে বিয়েই যদি করতে পারলো আচার নিষ্ঠা তারা মানবে না কেন? তারা মনে মনে অমঙ্গলের কল্পনা করলেও স্বামী দেবতার মনস্তুষ্টির জন্যই তারা নীরব থাকে। যেমন তুমি খরচ বাঁচানোর জন্যে আমায় এক উননে খেতে বলছো। এ কার অপরাধ, আমার না তোমার?

নলিনীকান্ত। এ অপরাধ নয় আমার; এ করলে আমার কয়েকটি পয়সা বাঁচে। শাঁখা সিন্দুরকে কয়লার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কয়লা খরচ কমালে জাতি যাবে না; কিন্তু হিন্দুনারী শাঁখা সিন্দুর না পড়লে জাতি যায়। শাস্ত্রকারেরা নারীর রূপ তিন ভাবে কল্পনা করে গেছেন। অবিবাহিতাবস্থায় রঙ্গিন শাড়ীপরিহিতা, বিবাহান্তে সিঁথায় সিন্দুর, হস্তে শাঁখা; বৈধব্যে শ্বেতবসনা। এইভাবেই হিন্দুনারীর রূপান্তর নির্ণয় হয়। নইলে তোরা যাদের ম্লেচ্ছ বলে ভ্রূকুটি করিস্, তাদের পর্য্যায়েই তোরা পড়ে যাস্।

[ এমন সময় রাধারাণীর প্রবেশ ]

রাধারাণী। [ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ] এই যে ঠাকুরপো, যাক্ বাঁচা গেল!

নলিনীকান্ত। কি বৌঠান্, অত হাঁপাচ্ছ কেন? কি ব্যাপার কি বলো ত?

রাধারাণী। ব্যাপার বড় গুরুতর, ঠাকুরপো, ব্যাপার বড় গুরুতর। জলের কুমীর এবার ডাঙ্গায় উঠেছে। এবার ধনে প্রাণে বিনষ্টি।

রক্ষা কর, ঠাকুরপো, রক্ষা কর। তুমি না রক্ষা করলে এবার যমের দুয়ারে যেতে হবে ( ক্রন্দনরত )।

নলিনীকান্ত। কি, হয়েছে কি? ও রকম করছো কেন?

রাধারাণী। [ ক্রন্দনরত ] সাধে কি করছি ঠাকুরপো, পেটের জ্বালায় করছি। কনিকাকে নাচ গান শিখিয়ে তার দ্বারা কিছু উপায় করে অন্নের সংস্থান করতাম, তাও ছোঁড়াটার জ্বালায় করবার উপায় নেই। বলে কিনা, আপনাদের মত লোক যত তাড়াতাড়ি বিদায় নেন, ততই মঙ্গল। বল তো, ঠাকুরপো, আমি কি অপরাধ করেছি? কারো ঘরে চুরিও করতে যাইনি, বাট্‌পারিও করতে যাইনি। তা ও আমায় মরতে বলে কেন?

নলিনীকান্ত। এমন কথা একটী মাত্র ছেলে বলতে পারে, সেই রঘুপদের ছেলে রুদ্রনাথ। সেই কি তোমায় বলেছে?

রাধারাণী। [ উল্লসিত হইয়া ] ঠিকই ধরেছ। তোমার বুদ্ধি আছে, ঠাকুরপো। নইলে এই বিপদের মাঝে তোমার কাছে দৌড়ে আসি?

নলিনীকান্ত। বড় ভুল স্থানে এসেছ, বৌঠান। এ পথে না এসে রঘুপদের বাড়ী তোমার যাওয়া উচিৎ ছিল।

রাধারাণী। সে কি কথা, ঠাকুরপো! তুমি যে আমার ঘোর আপন। আপনের কাছে না এসে পরের কাছে যাবো কি গো? লোকেই বা আমায় কি বলবে? সে কি হয়?

নলিনীকান্ত। আমার কাছে এলে তোমার উপকারের চাইতে অপকারই হবে বেশী। তুমি জানো না, বৌঠান্, রুদ্রনাথ কত মহৎ! এক সামান্য বালক, জ্ঞানে বুদ্ধিতে আমাদের চাইতে কত বড় সে! বালক বলে যারা তাকে অবহেলা করে; আমি তাদের বলি, হয়

তারা নির্ব্বোধ, নয় তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দেশের পরিবর্ত্তন এমনি করেই একদিন আসে। এমনি করেই আমরা সাধু ঋষির দর্শন পাই।

রাধারাণী। সে কি কথা গো? তুমিও দেখি ঐ ছোঁড়াটার ভক্ত। এবার যাই কোথায়? জলের কুমির ডাঙ্গায়; ডাঙ্গার বাঘ এবার জলে নামলো যে! হায়, হায়, কি করি?

ব্রজঙ্গিনী। কি আর করবেন? বিষের বড়ি সঙ্গেই রাখবেন।

রাধারাণী। অঁ্যা, বলো কি গো, আত্মহত্যা করতে হবে? কোন্ দুঃখে?

ব্রজঙ্গিনী। আমাদের মত অসহায়া মেয়েদের আত্মহত্যাই একমাত্র পরিত্রাণের পথ। আমরা যা করতে চাই, সেটাই হয় অশাস্ত্রীয়; কেন না, আমাদের পক্ষে বলবার কেউ নাই বলে। এ অসহনীয়।

নলিনীকান্ত। স্বেচ্ছাচারিতা কি নারী কি পুরুষ কারো সইবে না, ব্রজো। তোরা নিজেকে অসহায়া মনে করিস্ বলেই তোরা অসহায়া, নইলে তোরা অসহায়া নস্। তোদের ভিতর যে শক্তি আছে, পুরুষের মধ্যে তা নেই। কিন্তু সেই শক্তিকে তোরা রূপ দিতে জানিস্ না বলেই দিনরাত চোখের জলে বুক ভাসাস্। সতী, সাবিত্রী, অহল্যাবাই, তাঁরাও নারী ছিলেন রে, তবে তাঁরা কাঁদতে জানতো না। সত্য যত কঠিনই হোক না কেন, সেই সত্যকেই তাঁরা জোঁকের মত আঁকড়িয়ে বসে থাকতেন।

ব্রজঙ্গিনী। আমরা বাইরে বেড়ুলে তোমাদের সম্মানহানী হয়। তোমরাই ত চিরকাল পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত আগলিয়ে রেখেছ বলেই আমাদের ডানা থাকা সত্ত্বেও আমরা উড়তে পারি না। এ দোষ কাদের? পাছে তোমরা ভাবো, আমরা বাইরে গেলে অন্ত

পুরুষকে ভালবেসে ফেলি; আর যদি ঘরে ফিরে না আসি; আর যদি স্বামী দেবতাকে ভক্তি না করি! গোড়া কেটে আগায় জল দিলে তাতে কোন কাজ হয় না, দাদা। আমাদের সকল শক্তি তোমরাই হরণ করে নিয়েছ।

রাধারাণী। তা যা বলেছ, ব্রজো। নইলে আমরা শক্তিহীনা নই। [ হাত পা নাড়িয়া ] এই পুরুষ জাত যতদিন না ধ্বংস হচ্ছে, ততদিন আমাদের পথ পরিষ্কার হবে না। যা করতে চাইব, তাতেই দিবে বাধা। পয়সা দিয়ে বাঁচানোর মুরোদ নেই, পয়সা কেড়ে নেওয়ার ঈশ্বর। দেখ তো, এত পরিশ্রম করে একটী নাচের দল গড়ে তুলেছি, তাতেও দেয় বাধা। নাচলে বলে নারীরা কলঙ্কিনী হয়! শুনো কথা! কে নাচে না শুনি? নাচই যদি না থাকবে, তবে দেশের ঐশ্বর্য্য বাড়বে কিসে? মানুষের মন নাচে বলেই মানুষেরা আসে প্রকৃতির নাচ দেখতে। এই নাচতে নাচতেই প্রকৃতি একদিন সীতাকে সৃষ্টি করেছিলেন। এই নাচতে জানতো বলেই অতীতে মেয়েরা পুরুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে সাহসী হয়েছিল। বুঝলে ব্রজো, সেইটাই হয়েছে পুরুষের হিংসে, পাছে নারীরা তাদের উপর রাজত্ব করে!

নলিনীকান্ত। [ অট্টহাসি করিয়া ] সাবাস্ বুদ্ধি বৌঠান, সাবাস্ তোমার বুদ্ধি! বৌঠান, তুমি এই নাচের মজলিস্ ত্যাগ করে এবার লেখা-পড়া শিখো। জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ হওয়া কে তোমার আট্‌কায়? আমার ভয় হয়, নাচতে গিয়ে আবার পা ভেঙ্গে না পড়। এত কথাই যখন বললে বৌঠান, তখন আমার কথাও শুনে যাও, এতই যদি শক্তি তোমাদের, তবে সামান্য এক বালকের ভয়ে এখানে দৌড়ে এসেছ কেন? শুনেছি, কনিকাও তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

[ হাস্য ] চাবির কল বিগ্‌ড়ে গেলে যত কঠিনই তালা হোক না কেন, সে আর খুলবে না।

রাধারাণী। তবে তালা কি খুলবে না, ঠাকুরপো? [ ব্যাকুলিত হইয়া ]

নলিনীকান্ত। [ হাস্য ] নিশ্চয় খুলবে। সংস্কার করো। যা অন্যায়, চিরকালই তা অন্যায়। কনিকাকে নাচ না শিখিয়ে হাতের কাজ শিখাও না কেন? কাশ্মিরী মেয়েরা হাতের কাজে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয়া। ভদ্রভাবে সমাজের কারো মাথা হেঁট না করে নারীদের বাঁচা ছাড়া গতি নেই। কিছু লেখাপড়া শিখেই চল্লেন তারা অফিসের দুয়ারে ধন্না দিতে, চাকুরী করবেন বলে। ছিঃ ছিঃ, এ ভাবতেও আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় যে, ঘরের মেয়ে আজ কিনা অর্থান্বেষণে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে! দেখাতে পারো, বৌঠান, পাশ্চাত্যের কুপ্রথা ছাড়া কোন্‌টি তাদের গ্রহণ করেছ? তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাও, কিন্তু কোমর তোমাদের আপনিই নুইয়ে পড়ে।

ব্রজঙ্গিনী। চলুন বৌঠান্, দাদার সঙ্গে তর্কে পারা যাবে না।

রাধারাণী। তা যা বলেছ ব্রজো, ঐ ছোঁড়ার চাইতেও নলিন্ আরো খারাপ। চল যাই, তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করিগে।

( উভয়ের প্রস্থান )

নলিনীকান্ত। [ অট্টহাস্য করিয়া ] ওরে সোণা, তুই সোণা, তুই কারে করিস্ আপন!

আপন যে সে তোর নয়;
সে যে তোরি মরণ।

( বলিতে বলিতে প্রস্থান )

( পট পরিবর্ত্তন )

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

বৃদ্ধ রঘুপদ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। নিকটে ডাক্তার ও আরও কয়েক জন উপবিষ্ট। স্ত্রী চারুবালা মস্তকে পাখা দিয়া বাতাসে ব্যস্ত।

চারুবালা। [ বাতাস করিতে করিতে ] কেমন দেখছেন ডাক্তার বাবু ?

রঘুপদ। [ হাস্য করিয়া ] ডুবন্ত তরিকে আর ডাঙ্গায় তুলে কি লাভ রুদ্রের মা ! রুদ্র রইল তাকে দেখো। রুদ্রকে বাঁচাতে হবে। [ কাশিতে লাগিলেন ] এত কষ্ট আর সহ্য হয় না ডাক্তার !

ডাক্তার। আপনি শুধু শুধু Nervous হচ্ছেন।

রঘুপদ। [ ম্লান হাসি ] Nervous আমি হচ্ছি না, ডাক্তার। তোমরাই আমাকে নিয়ে যাদু খেলা সুরু করে দিয়েছ। যমরাজ যার রথ নিয়ে হাজির, তার কি আর রক্ষে আছে ?

চারুবালা। [ ব্যাকুলিত হইয়া ] ওগো, ওগো, যমরাজকে ফিরে যেতে বল ? ( এমন সময় শ্যামচরণের দ্রুত প্রবেশ )

শ্যামচরণ। ভাই, তুমি চলে গেলে আমাদের বাঁচাবে কে ? তোমার জন্যই আজ আমার মেয়ের বিনা পণে কত সুন্দর ঘরে বিয়ে হয়েছে। আজ সে কত সুখী।

রঘুপদ। [ আকাশের দিকে ] আমি কে, বন্ধু ! তিনিই সব করেছেন।

( এমন সময় রুদ্রনাথ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া পিতার নিকট গিয়া )

রুদ্রনাথ। [ এখন বড় হইয়াছে ] বাবা, বাবা, আমি এসেছি।

রঘুপদ। [ হাত তুলিয়া ম্লান হাসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ] বেঁচে থাকো, সুখী হও।

শ্যামচরণ। এবার রুদ্র ঘরে এলো। বিয়ে দিয়ে এবার ঘরে লক্ষ্মী নিয়ে এস। বৌমার আদর যত্ন না পেয়েই মরতে চাও কি হে?

রঘুপদ। তোমরাই ত রৈলে। বিয়ের আনন্দ তোমরাই করো।

চারুবালা। তুমি অতখানি বিচলিত হয়ো না। ওরে রুদ্র, পাখা দিয়ে বাতাস কর। আমি পথ্যের ব্যবস্থা করি।

( রুদ্রনাথের পাখা ধারণ ও চারু বালার প্রস্থান )

রঘুপদ। রুদ্র, একটু কাছে আয় বাবা। মরার আগে কয়েকটি কথা তোকে না বলে গেলে মরেও আমি শান্তি পাবো না রে! দেশের কুপ্রথাগুলি দূর করার চেষ্টা করবিরে। আমি জানি, আমি যা করেছি, তুই তার চাইতে অনেক বেশী করতে পারবি। দেশের দারিদ্র্য দূরীভূত করতে গিয়ে নিজে যদি পথের ভিখারী হোস, তাও হবি রে। যা কিছু তোর আছে, শুধু অকাতরে বিলিয়ে যাবি। লাভ লোকসান খতিয়ে কোন দিন দেখবি না। আশ্রয়হীনার আশ্রয় দিবি। মাতৃজাতী নিরাশ্রয়া হলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। যে পুরুষ কি নারী পথভ্রষ্ট বা পথভ্রষ্টা হবে, তাকে কোন দিন ক্ষমা করবি না। প্রয়োজন হলে হত্যা করবি। এক ফোঁটা গোমূত্রে সমগ্র সমাজ বিনষ্ট যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা করবি। যে পিতা পুত্রের বিবাহে পণ দাবী করবে, তাকে একঘরে করবি। যে পুরুষ এক স্ত্রীর বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করবে, তাকে কোন দিন ক্ষমা করবি না। যে বৃদ্ধ কন্যাসম নারীকে বিবাহ করবে, তাকে বধ করবি। পারবি ত রুদ্র? ( কাশীতে লাগিলেন )

রুদ্রনাথ। ( মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছে )

রঘুপদ। কি রে, চুপ করে রৈলি যে? তবে পারবি না। ( কাশিতে লাগিলেন ) তবে তুই আমার পুত্র নস্। তুই জারজ সন্তান।

রুদ্রনাথ। ( চমকিয়া উঠিয়া ) অ্যাঁ, পারবো, নিশ্চয় পারবো, বাবা! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য বাবা; আপনার আশীর্ব্বাদ পেলে কি না আমি করতে পারি? আপনিই আমার গুরু।

রঘুপদ। ডাক্তার, আর আমার দুঃখ নেই। এবার আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারবো ( বলিয়া ক্রমেই শ্বাসশূন্য হইতে লাগিলেন )।

রুদ্রনাথ। ( উঠিয়া দরজার নিকট আগাইয়া গিয়া ) মা শীগগীর এস। বাবা কেমন করছেন। ( ডাক্তারের ধীরে ধীরে নত মস্তকে প্রস্থান )

[ চারুবালার দ্রুত প্রবেশ ]

( চারুবালার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, রঘুপদ প্রাণত্যাগ করিলেন। চারুবালা সক্রন্দনে মৃতদেহের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া গেলেন। )

রুদ্রনাথ। ( সক্রন্দনে ) মা, কেঁদো না, মা! এ নরকধামে বাবা কি কখনও থাকতে পারেন? তাঁর পবিত্র স্থানে তিনি চলে গেলেন।

( এমন সময় এক মধ্যম-বয়স্কা বালবিধবা ( মালতী ) গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। )

( মালতীর গান )

সাধ করে তুই কাঁদিস্ কি রে;
সাধ যে তোর নাই,
উন্মাদ করে দিলি ওরে—
আঁধার ঘরের ঠাঁই॥

ব্যাকুল প্রাণে করতে গিয়ে সমাজ সংস্কার,
বাধা পেলি, প্রাণও দিলি,
এই কি তোর পুরস্কার ?
ঘরকে যারা পরকে করে—
মানুষ নয় রে তারা,
ওরে, তারাই পথহারা,—
ভাঙ্গা তরি বইতে গিয়ে,
ন্যায়ের সমর করতে গিয়ে,—
গড়লি প্রেমের ঠাঁই।
ওরে, তুই কোথায়, তুই যে আর নাই ॥

রুদ্রনাথ। ( পিছন ফিরিয়া ) কে তুমি, শুভ্রবসনা শ্যামল কান্তি ?

মালতী। আমায় চিনতে পারলেন না, রুদ্রনাথ বাবু? মনে পড়ে, সেই দিনের কথা, যে দিন আমার আঁচল ছিঁড়ে আপনার ক্ষত বেঁধে দিতে চেয়েছিলাম ; এত তাড়াতাড়ি সব ভুলে গেলেন ?

রুদ্রনাথ। [ ব্যাকুলিত হইয়া আগাইয়া আসিয়া ] না, না, আমি ভুলিনি; ভুলতে আমি পারি না, মালতী ! তুমিও কপাল খেয়েছ !!

মালতী। [ ম্লান হাসিয়া ] কপাল আমি খাই নাই। অর্থাভাবে বাবা আমায় এক বৃদ্ধ দোজ বরে বিয়ে দিয়েছিলেন। বাবাও গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের শাঁখাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে ছিট্‌কে পড়ে গেল !

রুদ্রনাথ। চেয়ে দেখ, সম্মুখে রয়েছে আমারও ভাঙ্গা কপাল। [ মৃত পিতাকে দেখাইয়া ] তিনিই ছিলেন আমার সব। স্বামী হারা হয়ে তুমি যেরূপ সহায়হীনা, আমিও ততোধিক হয়েছি, মালতী ! অর্থ

সম্পদ যা কিছু আছে, সবই যেন আজ আমাকে বিদ্রূপ করতে সুরু করে দিয়েছে। আমার অর্থের ভাগ তুমি কিছু নিবে মালতী ?

মালতী। [ হাস্য করিয়া ] কি করবো আমি নিয়ে ?

রুদ্রনাথ। তোমার অর্থের প্রয়োজন নেই ? তুমি বাঁচবে কেমন করে ? শ্বশুর কি তোমার বড় লোক ?

মালতী। [ ম্লান হাস্য ] বড় লোক বলেই ত তিনি গরীবের মেয়েকে উদ্ধার করেছেন। বড় লোক না হলে কি কেউ কখনও এত সহৃদয় হয় ?

রুদ্রনাথ। [ উচ্চস্বরে ] নিষ্ঠুর সে! তাই সে এক নিরপরাধিনী বালিকার সর্ব্বনাশ করেছে! ততোধিক পাষাণ তোমার বাবা! অর্থ লোভে নিজের মেয়েকে গলায় কলসী বেঁধে জলে দিয়েছেন!

মালতী। ( ম্লান হাসিয়া ) বৃথা দোষারোপ করছেন তাদের। যাক্ ভাগ্যের লিখন কে খণ্ডাতে পারে ? চলি, নমস্কার!

( মালতীর দ্রুত প্রস্থান )

রুদ্রনাথ। ( পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া ) মালতী—মালতী........

শ্যামচরণ। শান্ত হও, রুদ্রনাথ! এই মালতীর মত শত শত মালতী আমাদের সমাজে অশ্রু বিসর্জ্জন করছে। তোমার পিতার সংকারের ব্যবস্থা করো। সময় যে বয়ে যায়।

রুদ্রনাথ। [ দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া পিতার মৃত দেহের নিকট করজোড়ে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ] শক্তি দাও, বাবা! দৃঢ়চিত্তে সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেন দাঁড়াতে পারি। (সক্রন্দন) অত্যাচার-নিপীড়িত সমাজে মানুষের মত বাঁচবার অধিকার যেন সবাই পায়। শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেন চিরজয়ী হই।

শ্যামচরণ। পিতার আদর্শই তোমার আদর্শ হোক, রুদ্রনাথ! আদর্শের

মাঝে গড়ে তুলো এক নূতন সমাজ, যেখানে শোষণ থাকবে না, দারিদ্র্য থাকবে না, অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে কোন নারী করবে না হাহাকার; নইলে এ হিন্দু সমাজ অচিরে বিলোপ প্রাপ্ত হবে। মৃত্যুপণ করে এগিয়ে যেতে পারবে না তুমি?

রুদ্রনাথ। [ চিৎকার করিয়া উঠিল ] নিশ্চয় পারবো, নিশ্চয় পারবো; কুলের কলঙ্ক আমি বিনাশ করবো, শক্তি দাও হে ভগবান্!

( পট পরিবর্ত্তন )

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## দ্বিতীয় দৃশ্য

আজকাল গ্রামে যান নাই এমন লোক বিরল। গ্রামের উন্মুক্ত হাওয়ার সঙ্গে বিষাক্ত আবহাওয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়াই গ্রাম এখনও গ্রাম আছে; নইলে নন্দনকাননে পরিণত হইত। সেখানে রাজনীতি নাই, বড় বড় গরম গরম আশার বাণী শুনাইবার লোক নাই। সকলেই নিজ নিজ পারিবারিক সমস্যা লইয়াই মাথা ঘামান; শুধু সময়াবকাশে বয়োজ্যেষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহাদের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মজীবনকে চালু রাখিবার জন্য কলের চাকার মত কিছুটা পরনিন্দা না করিলে পেটের ভাত হজম হওয়া মুস্কিল।

ইহা অতীতের কাহিনী নয়। এখনও গ্রামের মাতব্বরেরা বহু বিবাহে মসগুল। বৃদ্ধ বয়সে তরুণী রূপবতী ভার্য্যার রূপসুধা পান করিতে তাঁহারা বেশ আগ্রহপরায়ণ, তবে মাঝে মাঝে পরের রূপবতী স্ত্রীর দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেওয়াও তাঁহাদের পেশা না বলিলেও অভ্যাস বলা চলে।

হঠাৎ বজ্রাঘাত। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত রুদ্রনাথ-নামীয় কোন যুবক যে তাঁহাদের সুখের সাধনাকে ধ্বংশ করিতে উদ্‌গ্রীব হইবে, ইহাও তাঁহাদের কল্পনাতীত ছিল। রুদ্রনাথ

তাঁহাদের শান্তিময় পারিবারিক জীবন-যাত্রাকে নদীর অতল জলে নিমজ্জিত করিতে যে চেষ্টা করিতেছে, তাহা বরদাস্ত করা তাহাদের মত গ্রাম্য প্রধান মহামানবদের পক্ষে অসহনীয়।

এই রুদ্রনাথকে জব্দ করিতেই হইবে, নহিলে গ্রামের সনাতনী প্রথা যে বিলোপপ্রাপ্ত হয়; তারি আয়োজনে কয়েকজন গ্রাম্য-প্রধান সভা বসাইয়াছে এবং মাঝে মাঝে হুঁকা টানিতেছে।

শিবলোচন। [হুঁকা টানিতে টানিতে] দেখ ভায়া, রাধিকাচন্দ্র; রঘুপদের বওয়াটে ছোঁড়াটাকে একটু শায়েস্তা না করলে আর চলছে না দেখছি। বড় বাড়াবাড়ি করছে, বুঝলে? পণপ্রথা থাকুক, বা না থাকুক, আমরা যদি বিধবা মেয়েকে পুনরায় বিবাহ না দেই, তোর এত মাথাব্যথা কেন রে? কথায় বলে না, চ্যাং চলে, ব্যাং চলে, খল্‌সা বলে আমিও চলি। তোমরাই বলো, এ অলক্ষুণে কাজ তোমরা সমর্থন করবে? (সভাস্থ সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিল—নিশ্চয় না, নিশ্চয় না; আমরা কোন মতেই এ সহ্য করবো না।) ......(তৎপর পুনরায় হুঁকায় জোরে টান দিয়া) তাই বল; আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যা করে আসছেন, তা কি কখনও আমরা অমান্য করতে পারি? ছোকরা দু'কলম ইংরেজি পড়ে ভারী বোদ্ধা হয়ে গেছে। আমরা যে মানুষ, তা সে গ্রাহ্যির মধ্যেই আনে না।

রাধিকাচন্দ্র। এসব তোমরা বুঝলে না? (হাত আগাইয়া) হুঁকাটা একবার এদিকে দয়া করো। সব তুমিই যে শেষ করলে ভায়া! (হুঁকায় টান দিয়া) বোধ হয় ছোকরার কোন বিধবা বোনটোন আছে; আর সে ছুঁড়ির বোধ হয় বুঝলে কি না! (বিজ্ঞের মত হাস্য)

অন্নদাচন্দ্র। [হাস্য সহকারে] তা যা বলেছ, ভায়া। কোন স্বার্থ না

থাকলে কেউ কি কখন এত দরদ দিয়ে কাজ করে? শুধু কি তাই, আমি শুনেছি, আমাদের কালীকান্ত পুরুতের বিধবা কন্যার সঙ্গে সে প্রেমাসক্ত। সমাজের ভয়ে সে তাকে বিবাহ করতে পারছে না। তোমরা রাস্ একটু আলগা দিয়েছ কি, ঐ ছোঁড়া ওকে বিবাহ করে বসবে!

শিবলোচন। কখনও না; প্রাণ থাকতে এ অনাচার আমরা সহ্য করবো না। বিবাহ করলেই হলো? ওরে, চন্দ্রসূর্য্য এখনও ঠিক-মতই উঠছে; এসব অনাচার সহ্য হবে না হে, সহ্য হবে না। ধর্ম্মের ভয় কে না করে? যেমন ধর আমি, কুলিন হয়ে সাতটা বিবাহ করেছি। মেয়ের বাপ যদি এসে আমার পায়ে পড়ে, আমি কি তখন না করতে পারি? আর টাকাও যখন পাওয়া যায়! কি বল?

রাধিকাচন্দ্র। সে কি ভায়া, তোমার সাত বিবাহ? সামলাও কেমন করে? দুটো নিয়েই আমি অস্থির; দিনরাত চুলোচুলি করবে, ফলে হয় কি, আমাকে অনেক দিন উপোস্ করেই থাকতে হয়। ভাবছি, আর একটী বিবাহ না করলে এদের জব্দ করা যাবে না। মেয়ে-টেয়ে খোঁজে আছে না কি?

ভজহরি। হিন্দুর ঘরে আবার মেয়ের অভাব? কয় গোণ্ডা চাই তোমার? কি হে, অন্নদা, তোমারও ত একটী বয়স্থা মেয়ে আছে, লাগিয়ে দাও না! বিনা খরচায় হয়ে যাবে?

অন্নদাচন্দ্র। [ হাস্য করিয়া ] বন্ধু হবে জামাই, সে কি হে? আর, আমার মেয়ে ত জলে পড়ে নাই! রাধিকাচন্দ্রের চাইতে অনেক ভাল ভাল পাত্র আমার খোঁজে আছে।

রাধিকাচন্দ্র। [ ক্রুদ্ধ হইয়া ] আমি বুঝি খারাপ পাত্র? একটু

বয়সই যা হয়েছে, তাছাড়া রূপে গুণে একেবারে স্বয়ং কার্ত্তিক। আমার আর দুই শ্বশুর তোমার চাইতে ঢের বড় লোক। তাঁরা যদি মেয়ে দিতে পারেন, তুমি পারবে না কেন? তোমার মেয়ের বুঝি রূপ বেশী। হেঃ, ঢের ঢের রূপবতী মেয়ে দেখেছি হে; যত সব!

ভজহরি। [উল্লাস করিয়া] ঠিক বলেছ, ভায়া, ঠিক বলেছ; ধরণী চাটুয্যের মেয়ে শেষে কি না এক হাড়ির সঙ্গে বেড়িয়ে গেল। বামুনের বড় দেমাক হয়েছিল। মেয়েকে ইস্কুলে পাঠিয়েছিল! এখন বুঝো ঠ্যালা, ইস্কুলে পাঠানোর মজা কি! ওয়ে ভায়া, ইস্কুলে কি মেয়েরা যায় লেখাপড়া শিখতে? আরে ছ্যাঃ! এদিকে রুদ্রনাথের বিধবা বিবাহ ও পণপ্রথা উচ্ছেদ, অপরদিকে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা; সবই যেন আমাদের সমাজকে গ্রাস করতে চাইছে।

শিবলোচন। [হুঁকা টানিয়া] বয়স্থা মেয়েরা যাতে কুপথে না যায়, সেই জন্যই সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন নিতান্ত প্রয়োজন। অর্থাভাবে অনেক পুরুষ বিবাহ করতে চায় না, আবার অর্থশালী লোকেরা যদি বহু বিবাহ করতে চায়, তাতে আপত্তি কেন? দেবার ক্ষমতা নেই, গোল পাকাবার ঈশ্বর।

ভজহরি। তুমি দেখে নিও ভায়া, মেয়েরাই আমাদের পক্ষে আসবে। বাপের নেই টাকা, দোজ বরে তেজ বরে বিয়ে না করে করবে কি?

রাধিকাচন্দ্র। না করে বেশ পারবে; ঘর বাঁধতে তারা বেশ পারবে? তাতে জাতী যাওয়ার ভয় থাকলেও পেটে মরবার ভয় নেই।

শিবলোচন। না, ভায়া, মেয়েদের অত ছোট ভেবো না। আর কিছু না পারুক, সতীত্ব রক্ষা করতে তারা বেশ পারে।

রাধিকাচন্দ্র। রেখে দাও তোমার সতীত্ব। মেয়েদের অর্থান্বেষণে

বাহিরে আসাই সমাজের কলঙ্ক। কেউ করে ঘর বেঁধে, আর কেউ করে অন্যের ঘরে গিয়ে। কথায় বলে না, যে নারী যায় ঘরের বার, সংসার তার হয় ছারখার।

অন্নদাচন্দ্র। নির্ব্বোধের মত কথা বলো কেন? যাদের কোন সংস্থান নেই, তারা কি করবে? স্বাধীন ভাবে অর্থোপায়ে আমি কোন খারাপ দেখি না। কিন্তু সেই স্বাধীনতা মেয়েরা রাখতে জানে না, অল্পেতেই গলে পড়ে। এই যা দুঃখ।

রাধিকাচন্দ্র। আমিও ত তাই বলি হে! যারা স্বাধীনতা রাখতে জানে না, তাদের আবার স্বাধীনতা কি? সেই জন্যই ত আজকাল ছেলেরা বিয়ে করতে চায় না। বিপথগামিনী নারী কুলের কণ্টক-স্বরূপ। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে ঘরে এনে ঘরটিকে নষ্ট করতে তারা চায় না।

ভজহরি। অতি সত্য বলেছ হে! বেঁচে থাক্ আমাদের বহু বিবাহ! ছেলেরা বিয়ে না করলেই ত আমাদের পথ পরিষ্কার। মজার সুখে আমরা আসর জমিয়ে রাখতে পারবো।

(এমন সময় এক বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। [প্রবেশ করিতে করিতে] হ্যাঁরে, তোরা বলে মেয়েদের পিণ্ডিশ্রাদ্ধ করতে সুরু করে দিয়েছিস্। কাজ নেই, তার কাঁথা সেলাই। মেয়েরা মরুক, বাঁচুক, তোদের কি?

রাধিকাচন্দ্র। [হাস্য করিয়া] মেয়েদের যাতে গতি হয়, তারি ব্যবস্থা করছি, দিদি!

বৃদ্ধা। ছাই করছিস্। আ মলো যা। মেয়ের ব্যাপারে তোরা আসিস্ কেন রে। একেক জনা ত গণ্ডায় গণ্ডায় বৌ নিয়ে বসে আছিস্। পোড়া কপাল।

রাধিকাচন্দ্র। কেন আছি, তা তুমিও জানো দিদি ; গণ্ডায় গণ্ডায় আমরা বিয়ে না করলে কুলের মেয়েরা কলঙ্কিনী যদি হতো, তাতে কি তোমার আনন্দ বেশী হতো ?

বৃদ্ধা। [ ভ্রূকুটি করিয়া ] তোরা মেয়েদের ডালির মাছ ভাবিস্ ; তাই তোরা কুলের পতি। তোদের মত নচ্ছার গুলোই মেয়েদের দাঁড়ানোর পথ আগলে বসে আছিস্।

রাধিকাচন্দ্র। দিদি, আর যাই বলো, নচ্ছার বলো না। আমরা তোমার ঘরের বৌকে বের করতে যাইনি ; বরং তুমিই একদিন এসেছিলে তোমার নাতনীটির কোন দোজ বরে বিয়ে দিয়ে দিতে।

বৃদ্ধা। [ মৃদু ক্রন্দন করিয়া ] সাধে কি এসেছিলাম রে। ভাল পাত্র পাবো কোথায় ? মেয়েকে আমি ইস্কুলে পাঠিয়েছিলাম বলে কেউ মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাইলে না। আগে না হয়, মেয়েদের লেখাপড়া কেউ পছন্দ করতো না। আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি। আজও সেই পুরাতন রীতি চলতে থাকবে ?

শিবলোচন। উপদেশ আমি তোমায় দিতে পারি, কিন্তু আমি কারো উপদেশ শুনি না। মেয়েদের স্বাবলম্বী হবার জন্যে আমি হয়ত বলবো, মেয়েরা ইস্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখুক ; কিন্তু আমি ছেলের বিয়ে দিব না তাদের সঙ্গে। ইস্কুলে নানা শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে তাদের বাস। গরীবের মেয়েও শেষ পর্য্যন্ত রাজপুত্রকে কামনা করে বসে। অবস্থা গতিকে হয়ত তার বিয়ে হয় তারি মত অবস্থার পাত্রের সঙ্গে ; কিন্তু মনের গোপন কল্পনা তখন বাস্তব রূপ নিয়ে ফুটে উঠে, সংসার তার হয়ে যায় ছারখার।

বৃদ্ধা। তবে যে এত মেয়ে লেখাপড়া শিখছে, তাদের কি ভাল পাত্রে বিয়ে হবে না ? তারা কি চিরকাল বাপের সংসারেই থাকবে ?

শিবলোচন। বাপ যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন হয় ত তারা কল্পনা রাজ্যেই সুখের ঘর বাঁধবে; কিন্তু বাপের মৃত্যুর পর ভাই যখন তাঁকে আর ঠাঁই দিবে না, তখনই তারা হবে বিপথগামিনী।

বৃদ্ধা। অতসত বুঝি না। ভেবেছিলাম, লেখাপড়া শিখলে জ্ঞানট্যান বাড়বে। চুলোয় যাক্, অমন জ্ঞানের। যে শিক্ষায় মেয়েদের কোন উন্নতি নেই, সেই শিক্ষায় আর কাজ নেই, ভাই।

রাধিকাচন্দ্র। [ উল্লসিত হইয়া ] তাই বলো, দিদি। তবে আমরাই ঠিক ?

বৃদ্ধা। একবার নয়রে, হাজার বার, লক্ষ বার, কোটী কোটী বার তোরাই ঠিক। তোদের সমাজই বেঁচে থাক্, রাধিকা।

শিবলোচন। সমাজ আর বাঁচছে কোথায় ? শুনেছ, এক মাতাল পুত্র দেশে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও পণপ্রথা উচ্ছেদে মাজায় কাপড় বেঁধে বসে আছে। দিদি, তোমাকেও বলে তারা আবার বিয়ে দিবে, শুন্‌ছি ! [ মৃদু হাস্য ]

বৃদ্ধা। [ দুই কানে আঙ্গুল দিয়া ] ছিঃ ছিঃ, এমন কথা লোকে শুনে। বিধবার আবার বিয়ে। যে সমাজে কুমারীর পাত্র জুটে না, সে সমাজে বিধবার বিয়ে ? কে সেই ছোঁড়াটা রে ? আচ্ছা করে, দু'চার ঘা চাবুক মেরে আসি। যত সব অলক্ষুণে কাজ। এত সব ধাড়ি ধাড়ি মেয়ে পড়ে আছে, তাদের বিয়ের চিন্তে নেই; বিধবার বিয়ে ? মরণ আর কি !

রাধিকাচন্দ্র। ও সব নাম কেনার ফন্দি। আমাদের মত অদ্ভুত দেশে অদ্ভুত নিয়ম না করলে হিন্দুত্ব বাঁচবে কেমন করে ? আমরা হিন্দুরা কত উদার, নিজের মেয়েকে ম্লেচ্ছের হাতে বিলিয়ে দিতে পারলে আমরা ধন্য মনে করি। সেই দুর্ব্বলতার সুযোগে ম্লেচ্ছেরা আমাদের

মেয়েদের অপমান করতে সাহসী হয়। ভাবে, একবার হিন্দু মেয়েকে ঘরের বার করতে পারলেই হলো, হিন্দু সমাজ তাকে আর ঠাঁই দিবে না।

শিবলোচন। এর জন্য দায়ী বিদ্যাসাগর। কৈ বাবা, তিনি ত আর বিধবা বিবাহ করেন নাই! নিজের ঘর ঠিক রেখে পরের ঘর ভাঙ্গতে সবাই পারেন। কাজ দেখিয়ে তবেই যুদ্ধে নামতে হয়; নইলে সব ভেস্তে যায়।

( এমন সময় রুদ্রনাথের প্রবেশ )

রুদ্রনাথ। [ প্রবেশ করিতে করিতে ]

হে বন্ধু,
বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর বলি
কি কারণ করো অভিযোগ?
চন্দ্র-সূর্য্য যারে ভালবাসে,
কোন্ অধিকারে লহ তাঁর নাম?

ভজহরি। [ শিবলোচনের কানে কানে ] কে এই ভদ্রলোকটি, হঠাৎ এমন স্থানে এসে হাজির! নামটি জিজ্ঞেস কর না, ভায়া!

শিবলোচন। আপনাকে ত চিনতে পারলাম না!

রুদ্রনাথ। সে আমার দুর্ভাগ্য। আলোর কাছে গেলেই ত আলোর গুণ বুঝা যায়। যারা সারাজীবন তৈল-প্রদীপ জ্বালায়, তারা ইলেকট্রিকের গুণ বুঝবে কেমন করে। আমি এসেছিলাম আপনাদের গ্রামের জমিদারের বাড়ী। সেখানে শুনতে পেলাম, আপনারা এখানে সভা বসিয়েছেন। ভাবলাম, ভালই হলো, জনমত সংগ্রহের পক্ষে ইহাই উত্তম স্থান। আমার নাম শ্রীরুদ্রনাথ ভট্টাচার্য্যি।

( উপস্থিত সকলেই একসঙ্গে—অ্যাঁ, তুমিই সেই অপদেবতা? )

রুদ্রনাথ। [ হাস্য করিয়া ] হ্যাঁ, আমিই সেই অপদেবতা।

শিবলোচন। কি প্রয়োজন তোমার এই গ্রামে ?

রুদ্রনাথ। গ্রামেই আমার সব। গ্রামই আমার প্রেরণা।

শিবলোচন। আমরাই এই গ্রামের মণ্ডল। এখানকার ভালমন্দ আমরাই দেখে আসি। তোমার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মাথা গলিয়ে।

রুদ্রনাথ। [ হাস্য করিয়া ] আপনি যদি গ্রামকে আপনার পারিবারিক সমস্যা ভাবেন, তবে আমি সমগ্র ভারতকে আমার পারিবারিক সমস্যা মনে করি। আমি ভারতবাসী। ভারতের সমস্যাই আমার সমস্যা।

বৃদ্ধা। বাবা, তুমি নাকি বিধবাদের আবার বিয়ে দিচ্ছ ?

রুদ্রনাথ। হ্যাঁ মা, হিন্দুত্বকে রক্ষা করতে হলে বিধবা-বিবাহের নিতান্ত প্রয়োজন। তবে অবশ্য বাল-বিধবাদের। যারা স্বামীকে চিনবার অবসর পেলে না, তাদের নিয়েই আমার কারবার।

বৃদ্ধা। [ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ] আঃ, বাঁচলাম। কি জানি বাপু, শুনছিলাম, তুমি নাকি আমাদেরও আবার বিয়ে দিবে।

রুদ্রনাথ। আচ্ছা মা, সে কি কখনও হয় ? মাতৃজাতি নিরাশ্রয়া হলে জাতির মেরুদণ্ড পঙ্গু হয়ে পড়বে। আপনারা যদি অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে না দাঁড়ান, তবে একদল স্বার্থান্বেষী লোক আপনাদের বাঁচতে দিবে না।

বৃদ্ধা। ঠিক বলেছ, বাবা। [ উপস্থিত সকলকে দেখাইয়া ] এরাই যতসব নচ্ছার জুটেছে আমাদের গ্রামে। নিজেরা কেউ গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করছেন, আর অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে বড় বড় উপদেশ দিচ্ছেন।

রুদ্রনাথ। একি কথা শুনি, ওগো গ্রাম্য-প্রধান ?
শুনিয়াছ কি কোন দিন,
মৃত্যুকালে পিতা মোরে
করিয়াছে শপথ বন্ধন ?
একের অধিক স্ত্রী যে জন রাখিবে ঘরে,
বিনা পণে যে যুবা না করিবে বিবাহ,
হত্যা, হত্যা হেন পাপ,
অসঙ্কোচে করিতে যেন পারি।
( রিভলবার বাহির করিয়া )
মৃত্যুর চির সখা যিনি,
বন্ধু, এথা রহিয়াছেন তিনি,
চাহি দেখ বার বার
অতৃপ্ত নয়ন ভরি।

[ সকলেই এক সঙ্গে ] পুলিস, পুলিস।
( বৃদ্ধা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল )

রুদ্রনাথ। [ উচ্চ স্বরে ] তুলো হাত, বন্ধ কর আঁখি !
পিপীলিকা সম বধিব এবারে—
যে জন একাধিক পত্নী সহ করে বাস।
( সকলেই হাত তুলিল )

রাধিকাচন্দ্র। [ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ] এই কান মলছি, আর বিয়ে করবো না।

রুদ্রনাথ। [ হাস্য করিয়া ] আরও সখ আছে নাকি ?

শিবলোচন। যাই পুলিসে সংবাদ দিয়ে আসি। গ্রামে ডাকাত পড়েছে।
( একটু ফাঁক পাইয়া শিবলোচনের দ্রুত প্রস্থান )

রুদ্রনাথ। [ প্রথমে হাস্য করিয়া পরে গম্ভীর ভাবে ] শুনুন সকলে, পিতার আদেশে আমি চলেছি এই ভঙ্গুর হিন্দু সমাজকে বাঁচিয়ে তুলতে। পারবো কিনা, তা জানি না; তবে শেষ চেষ্টা করে দেখবো। বিষের বড়ি যারা খায়, তাদের বাঁচানোর ইচ্ছে আমার নেই, তবে আর সকলে যাতে আত্মহত্যা না করে, তারি ব্যবস্থা করবো। যে নারী হবে কলঙ্কিনী, তাকে সমাজে আদর করে ঠাঁই দিতে হবে। পতিতা নারীকে বাঁচানোই প্রধান সমস্যা। আপনারা যদি আমার পিছনে দাঁড়ান, আমি হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারি।

ভজহরি। নিশ্চয় দাঁড়াবো। দেশের উন্নতি কে না চায়?

রুদ্রনাথ। আমি ধনিপুত্র। আমার সর্ব্বস্ব আমি দান করে দিয়েছি। পাছে ভাবে আমি স্বার্থবাদী, সেই জন্যই আমার সর্ব্বস্ব দান।

বৃদ্ধা। তুমি দীর্ঘায়ু হও, বৎস! তোমার যাত্রাপথ সুগম হোক্। নচ্ছার শিবলোচনটাকে এই গ্রাম থেকে তাড়াতে পারো?

রুদ্রনাথ। আপনাদের গ্রাম, আপনারাই ব্যবস্থা করুন। আচ্ছা, নমস্কার। আবার আসবো।

( প্রথমে রুদ্রনাথ, পরে সকলের প্রস্থান )

( পট পরিবর্ত্তন )

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## তৃতীয় দৃশ্য

পুলিস কমিশনারের অফিস। পুলিস কমিশনার অফিসে বসিয়া ফাইল নাড়াচাড়া করিতেছেন। ঘরখানি কাগজপত্রে বেশ সাজানো। এক সব্-ইন্স্পেক্টর স্যালুট দিয়া দাঁড়াইল।

পুঃ কমিশনার। [ মাথা তুলিয়া ] রণেন বাবু, রুদ্রনাথের কোন সংবাদ পেলেন? ( রণেন বাবু মাথা নত করিয়া রহিলেন )

পুঃ কমিশনার। বুঝেছি; কিছুই করতে পারেননি! এক কালে ত আপনারা যথেষ্ট কাজ করেছেন এবং গ্রেপ্তার করে এ রকম লোকদের সায়েস্তা করেছেন। কিন্তু আজ কি সব কর্ত্তব্যজ্ঞান ভুলে গেলেন?

রণেন বাবু। বৃথাই দোষারোপ করছেন, সার্। কিন্তু জনগণের সহানুভূতি পেলে, তাকে খুঁজে বের করা মুস্কিল।

পুঃ কমিশনার। জনগণের সহানুভূতি মানে? তারাই ত তার নামে দিনরাত অভিযোগ পাঠাচ্ছে।

রণেন বাবু। আমার মতে যারা অভিযোগ পাঠাচ্ছে, তাদেরই গ্রেপ্তার করে হাজতে রাখা উচিত। ( দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, স্বগত ) এক সর্ব্ব-ত্যাগী মহাপুরুষের পিছনে কর্ত্তব্য-খাতিরে ছুটাছুটি করে মরি। ত্যাগের বিনিময়ে যে গড়তে চায় প্রেমের সৌধ, লোক তাকে চিনলো না। হায় রে পেট, এই পেটের জন্য আমরাও ভুলে যাই মহত্ত্বের নিঃস্বার্থ অবদান। ( মাথা নত করিল )

পুঃ কমিশনার। তবে কি আপনি বলতে চান, সব লোক মিথ্যাবাদী?

রণেন বাবু। যদি অভয় দেন, তবে বলি; মিথ্যাবাদী কিনা তা জানি

না ; তবে তারা যে স্বার্থবাদী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তারা এমন অভিযোগ না করলে তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে না যে। মিথ্যার জাল বিস্তার করে তারাই হতে চায় পরম ধার্ম্মিক। কালের প্রভাবে সত্যও আজ অসত্যের কাছে মাথা নোয়াচ্ছে। এমনি হয়েছে আজ আমাদের সমাজ।

পুঃ কমিশনার। প্রাণী হত্যা মহাপাপ। ধর্ম্মের খাতিরে স্বয়ং ভগবানও যদি প্রাণী হত্যা করেন, তবুও তাঁর বিচার হবে ধর্ম্মের আদালতে। শাস্তি তাঁকেও পেতে হবে।

রণেন বাবু। কাল্পনিক ঘটনার পিছনে আর মিছে ছুটাছুটি না করে অভিযোগকারীদের কয়েক জনকে ডেকে আনলে হয় না? তা'হলেই বুঝা যাবে প্রকৃত ঘটনা কি।

পুঃ কমিশনার। তাতে যদি প্রমাণিত হয়, রুদ্রনাথই দোষী, তখন?

রণেন বাবু। তার পরিবর্ত্তে সমস্ত শাস্তি তখন আমায় দিবেন, সাব্! মাথা পেতে গ্রহণ করবো।

পুঃ কমিশনার। বেশ, তবে তাই হবে ( বলিয়া কলিং বেল টিপিলে এক চাপরাসী আসিয়া সালাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল )।

পুঃ কমিশনার। I. B. সাহেব কো বোলাও।

চাপরাসী। জো হুকুম। [ পুনরায় সালাম দিয়া প্রস্থান ]

পুঃ কমিশনার। [ চিন্তান্বিত হইয়া ] সকলেই মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছে। সর্ব্বস্বত্যাগী শিক্ষিত যুবক কোন্ অভিপ্রায়ে নরহত্যা করতে যাবে? ( গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন )

[ এমন সময় এক বাল-বিধবার ( মালতীর ) প্রবেশ ]

পুঃ কমিশনার। [ মালতীকে দেখিয়া চেয়ার দেখাইয়া ] বলুন, কি চাই আপনার?

মালতী। [ গম্ভীর স্বরে ] বসতে আমি আসি নাই, এসেছি আপনাকে এক সংবাদ দিতে। শুনলাম, আপনারা রুদ্রনাথ বাবুকে গ্রেপ্তার করবার বিশাল জাল বিস্তার করেছেন। আর প্রয়োজন নেই তার। যদি অসুবিধে না হয়, আমার বাড়ীতে গিয়ে তাকে ধরে আনতে পারেন। চলুন, বিলম্ব করবেন না।

পুঃ কমিশনার। [ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ] কি বলছেন আপনি ? আপনার কথা ত আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না ! আমরা যে তাকে খুঁজছি এ সংবাদ আপনি কেমন করে পেলেন ?

মালতী। [ হাস্য করিয়া ] শুধু কি আপনাদেরই গোয়েন্দা আছে, আমাদের নেই ? যাকে খুঁজছেন, তিনিই আমায় পাঠিয়েছেন। এবার চলুন। তাঁকে ধরে এনে হাজতে পুরে রাখুন।

পুঃ কমিশনার। [ দৃঢ় ভাবে ] থাক্, আর ব্যঙ্গ করে কাজ নেই। আমরা কখনও কারো কথায় চলি না। ধরা না ধরা, সে আমাদের ইচ্ছে। তবে আপনি তার কে ?

মালতী। [ দৃঢ় ভাবে ] সে তথ্য নিষ্প্রয়োজন। সংবাদ চেয়েছিলেন, পেয়ে গেছেন, এখন আমার দায়িত্ব শেষ। ( হাস্য করিয়া ) আপনাদের বেতনভোগী পুলিস যা করতে পারে নি, আমি তাই বিনা পারিশ্রমিকে করে গেলাম, সে জন্য আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া প্রয়োজন। ( হাস্য ) তা আপনারা দিতে পারেন না ; কেন না, আমার মত এক ক্ষুদ্র নারীর কাছে আপনারা পরাজিত।

পুঃ কমিশনার। নারীর নিকট পরাজয়ে গৌরব আছে, যদি সেই নারী মহীয়সী হয়। আপনি কে, তাই যখন জানতে পারলাম না, তখন ধন্যবাদ দিব কাকে ? বলুন আপনি কে ?

মালতী। [ প্রথমে মাথা নত করিয়া থাকিয়া, তার পর ] তবে বলি,

শুনুন, আমি এক ধনিকের বাল-বিধবা পুত্রবধূ। নাম আমার মালতী। পিতার নাম ৺কালিকান্ত চক্রবর্ত্তী।

পুঃ কমিশনার। [ চমকিয়া উঠিলেন ] তুমিই কালিকান্তের মেয়ে? সে যে আমারও কুলপুরোহিত ছিল; মালতী! হায়, অদৃষ্ট! ভগবান তোমার ও সুখ সইলেন না! ( দাঁড়াইয়া ) মালতী, এবার সব বুঝতে পেরেছি। চল, আমিই যাবো তোমাদের বাড়ী।

( এমন সময় I. B. সাহেবের প্রবেশ )

পুঃ কমিশনার। সুখেন্দু বাবু, আমি চল্লাম এই মেয়ের সঙ্গে; সেই সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি। চল মালতী, দেরী করো না। ( মালতী সহ পুঃ কমিশনারের প্রস্থান )

সুখেন্দু বাবু। কিছুই ত বুঝতে পারলাম না। ব্যাপার কি, রণেন বাবু?

রণেন বাবু। যে মহাপুরুষের পিছনে আপনাদের সমস্ত গোয়েন্দা কঠিন ভাবে নিয়োজিত রয়েছে, তারি নিকট আপনারা আজ মাথা নোয়ালেন, সে কি কম লজ্জার কথা? ছিঃ, এ হেন পরাজয় আমি কোন মতেই সহ্য করতে পারছি না। ( কৃত্রিম হাস্য )

সুখেন্দু বাবু। সে কথা আমি ভাবছি না। কমিশনার সাহেব হঠাৎ আজ এতখানি যে বদলে যাবেন, এ আমি কল্পনাও করতে পারছি না। রুদ্রনাথ শুধু ডাকাত নয়, সে সমাজদ্রোহী। সমাজের কলঙ্ক সে। বিধবা বালিকাদের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে অতি ঘৃণ্য ব্যবসায়ে সে লিপ্ত। মেয়েদের অদৃষ্ট নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলা সুরু করে দিয়েছে।

রণেন বাবু। Bravo! সেই জন্যই সার্, আপনাকে সরকার বাহাদুর গোয়েন্দা-কর্ত্তা করে দিয়েছেন। এতখানি নিম্নগামী চিন্তা আপনার মাথায় এসেছে বলেই আপনার পায়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে, সার্।

সুখেন্দু বাবু। [ উচ্চ রবে ] রণেন বাবু, কার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি কথা কইছেন, তা জানেন ?

রণেন বাবু। ( বিনীত ভাবে ) জানি সার্, আমি যার সম্মুখে কথা কইছি, হয় সে নির্ব্বোধ, না হয় উন্মাদ। এই জন্যেই আজ আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ এতখানি জঘন্য হয়ে গেছে। মোসায়েবীর জোরে যেখানে পদোন্নতি, সেখানে বিচক্ষণ লোক স্থান পাবে কেন ?

সুখেন্দু বাবু। ( টেবিলে ঘুষি মারিয়া ) স্পর্দ্ধার মাত্রা পেরিয়ে যাচ্ছেন, আমি আপনাকে ডিস্‌মিস্ করবো।

রণেন বাবু। ( হাস্য করিয়া ) আমরা গ্রাজুয়েট্ ; ম্যাট্রিক পাশ করে মোসায়েবী করে উন্নতির আশা আমরা রাখি না।

সুখেন্দু বাবু। আপনি আমাকে অপমান করলেন ?

রণেন বাবু। ছিঃ ছিঃ, সে কি কথা, সার্ ! আপনি আমার superior officer ; আপনাকে কি অপমান করতে পারি ?

সুখেন্দু বাবু। ( ভ্রূকুটী করিয়া ) না, অপমান করেন নাই, প্রশংসাই করেছেন ! আপনাদের মত কয়েকটি anti-Govt. element চাকুরীতে ঢুকেই ডিপার্টমেণ্টটাকে জাহান্নমে দিলেন। যে ব্যাপার most confidential, সেইটিই leak out হয়ে যাচ্ছে। তারি জন্য আজ আমরা আসামীর সংবাদ পেয়েও ধরতে গিয়ে ফিরে আসি।

রণেন বাবু। Excuse me sir, ভেবে দেখবেন আপনিই কিন্তু আমাকে অপমান করেছেন। With due apology sir, আপনাদের মত কয়েকজন unqualified officer Departmental Head হয়েই পুলিস আজ discredited হচ্ছে।

[ এমন সময় ছড়ি-হস্তে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রবেশ ]

বৃদ্ধ। ( হাঁপাইতে হাঁপাইতে ) রক্ষা করুন আমাকে। ধনে প্রাণে এবার বিনশুতি।

সুখেন্দু বাবু। কি হয়েছে, বলুন না? ও রকম হাঁপাচ্ছেন কেন?

বৃদ্ধ। ( সক্রন্দনে ) আজ রাত্রে আমার মেয়ের বিয়ে এক বড় লোকের সঙ্গে। পাড়ার বওয়াটে ছেলেরা পিকেটিং সুরু করে দিয়েছে; বল্‌ছে—বরকে বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

রণেন বাবু। অপরাধ আপনার?

বৃদ্ধ। ( সক্রন্দনে ) বরের একটু বয়স বেশী!

রণেন বাবু। কত বয়স?

বৃদ্ধ। শুনেছি, প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি।

রণেন বাবু। ( চমকিয়া ) মেয়ের বয়স? মেয়ে কি বিধবা?

বৃদ্ধ। ( সক্রন্দনে ) ষাট্‌ ষাট্‌, সে কি কথা বলেন! মেয়ে আমার বিধবা হতে যাবে কেন! বরের কেউ নেই মশায়, আমার মেয়েই হবে রাজরাণী।

রণেন বাবু। সধবায় না বিধবায়?

বৃদ্ধ। সে মেয়ের অদৃষ্ট। কি করি, আমি ত কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

রণেন বাবু। ওদের একটু পেট ভরে মিষ্টি খাইয়ে দিন। সব গণ্ডগোল মিটে যাবে। পাড়ার ছেলে, তাদের চটালে কি চলে? আপদে বিপদে তারাই আপনার বল।

বৃদ্ধ। মাথায় থাক এমন বল, মশায়। একটু পুলিস হেল্‌প্‌ পেতে পারি না কি?

সুখেন্দু বাবু। পুলিস কি আপনার বাড়ীর চাকর? যখন বিয়ে ঠিক করে ছিলেন, তখন কি পুলিসের মত নিয়েছিলেন? যাদের

পরামর্শে এই শুভ কর্ম্মটি করতে যাচ্ছেন, তাদেরই বলুন।.........না, না, আপনি যেতে পারেন। যমরাজ কি আপনাকে চোখে দেখেন না? এত লোক মরে, আপনারা মরেন না কেন? তবে ত আজ এই হিন্দু সমাজের এই দুর্গতি হয় না। পয়সার লোভে নিজের মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে চলেছেন, আপনারা ডাকাত। (উচ্চ স্বরে) আপনারা দস্যু; আপনারা সমাজের কলঙ্ক। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান, দূর হয়ে যান এখান থেকে।

বৃদ্ধ। (পায়ের উপর পড়িয়া) আমাকে খুন করুন, ক্ষতি নেই; কিন্তু আমার নিরপরাধিনী মেয়েটার অকল্যাণ করবেন না।
[পরে উত্থান]

সুখেন্দু বাবু। বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দিলে কালই যে সাদা শাড়ী পরে আপনার ঘরে ফিরে আসবে; সেইটি বুঝি আপনার বিচারে মঙ্গল? মেয়ের বিধবা রূপ দেখবার এতই সখ? জন্মাবার পরে নুন খাইয়ে মারেন নি কেন? তবে ত এত জ্বালা সইতে হতো না? স্নেহ, মায়া-মমতা, ভক্তি, প্রেমের চাইতেও কি অর্থের মর্য্যাদা বেশী?

রণেন বাবু। আপনার কথাগুলো শুনে আমার ধারণা বদলাতে বাধ্য হলাম, সার্। অবস্থার সন্নিবেশ না ঘটলে রত্নের মর্য্যাদা বুঝা যায় না। আপনিই সেই secret treasure।

সুখেন্দু বাবু। দেখুন ত মশায়, যারা এক বালিকাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে যাচ্ছে, তাদের নামেই জানাতে এসেছে অভিযোগ। (বৃদ্ধকে) মশায়, যাদের আপনি বওয়াটে বলে অপমান করছেন, ইচ্ছে করছে, তাদের মাথায় করে নাচি। (কিছুক্ষণ পরে) আমিই আপনার মেয়েকে নিব। দিবেন আমার পুত্রের সঙ্গে বিয়ে?

আমি গরীব, অর্থ আমার নেই, সামান্য চাকুরী করি, এই মাত্র। আমার ছেলেও এই পুলিসেই চাকুরী করে।

বৃদ্ধ। ( আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ) অঁ্যা, বলেন কি ? আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের হবে বিয়ে ! দেবতার হাতে অসুরের কন্যা-সম্প্রদান ! এ যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না !

রণেন বাবু। সত্য কি অতি সহজে বিশ্বাস হয় ? মেকী নিয়ে এত বেশী আপনারা মেতে আছেন, সোনাকেও আপনারা পেতল বলে মনে করেন।

বৃদ্ধ। যাই, এবারে ছেলেদের মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করি গে। ব্যাটা বুড়ো বরকে কোন্ ব্যাটা মেয়ে দেয়, তাই দেখি। এঃ, টাকার জোরেই আমার মেয়েকে নিয়ে যাবে ? আজ আমি অফিসারের বিয়াই ; এ সুখ কে ধরে !

[ বলিয়া আনন্দ করিতে করিতে প্রস্থান ]

রণেন বাবু। আপনি যে আদর্শ দেখালেন সার্, এ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এক অসহায়া দারিদ্র-নিপীড়িতা বালিকার মুখের হাসি আপনার সংসারকে চিরদিন আলোকিত করে রাখবে। আমাদের রুদ্রনাথ এই কাজেই আত্মনিয়োগ করে আজ সে নির্য্যাতিত অপমানিত; ধনীর পুত্র হয়েও আজ সে চির ভিখারী।

সুখেন্দু বাবু। তাই যদি সত্যি হয়, রণেন বাবু, তবে আমিই দোষী। না জেনে এক মহৎ ব্যক্তিকে আমি অপমান করেছি ; এর জন্যে আমি অনুতপ্ত, রণেন বাবু !

রণেন বাবু। ( পায়চারি করিয়া ) অনুতপ্ত আমরাও কম নই, সার্। কর্ত্তব্য-খাতিরে মহাপুরুষদের পিছনেও আমরা সন্দেহের জাল বিস্তার করি, এর জন্যে আমরা ধর্ম্মের নিকট দোষী। যারা আজ অর্থের

জোরে দেশে অনাচার সৃষ্টি করছে, যারা ঘরের কোণে অন্নে কাতরা ক্ষুদ্র বাল-বিধবাকে অর্গলবদ্ধ করে মিষ্টান্নের আস্বাদনে লিপ্ত, যারা দুস্থ পিতার নিকট থেকে কসাইয়ের মত গলায় মোচড় দিয়ে পণ দাবী করছে, তাদের কোন ক্ষমা নেই, সার্! তাদের আমরা ক্ষমা করতে পারি না। খুনী, হত্যা করে এ'ক জনকে, এরা সমগ্র সমাজকে গ্রাস করতে চলেছে। চাকুরী করি বলে কি আমাদের সমাজ নেই? এ আমরা সহ্য করতে পারি না, সার্!

সুখেন্দু বাবু। (হাস্য করিয়া) ক্ষমা আপনাদের করতে বলছে কে? যাই, গিন্নীকে এ সংবাদটি দিয়ে আসি।

[ প্রথমে সুখেন্দু বাবু, পরে রণেন বাবুর প্রস্থান ]

( পট পরিবর্ত্তন )

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### চতুর্থ দৃশ্য

যমুনা নদীর তীরে মালতী ও রুদ্রনাথ বসিয়া আছে। নদীর জলে ইটের টুকরা নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহাদের সময় যেন অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। মালতী দ্বিধাহীন ভাবে রুদ্রনাথের পার্শ্বে বসিয়া আছে।

রুদ্রনাথ। [ হাস্য করিয়া ] আচ্ছা মালতী, তুমি আমার জন্য এত চিন্তা কর কেন? আমি চলে গেলে তোমার সময় কাটবে কেমন করে?

মালতী। কেন চিন্তা করি, রুদ্রদা, তুমি তা বুঝবে না। মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মালে বুঝতে, মেয়ের প্রাণ কত কঠিন হলে তবে তার চোখে আসে জল।

রুদ্রনাথ। কঠিন প্রাণ ব্যথা সহ্য করে, কিন্তু কোমল-হৃদয়া যারা, তাদের চোখেই জল আসে। ( ব্যাকুল ভাবে ) মালতী, আর কেন বৃথা মায়ার ডোর গেঁথে চলেছ ? তোমার সংসার আছে। আমার সঙ্গে মেলামেশা হয়ত তাঁরা পছন্দ করেন না।

মালতী। তাদের পছন্দে আমার কি এসে যায়। আমি আর কাউকে ভয় করি না, এমন কি তোমাকেও না।

রুদ্রনাথ। সত্যি মালতী, তোমাকে দেখে ভগবানকে আমার অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করছে।

মালতী। কেন, রুদ্রদা ! ও বেচারী আবার কি দোষ করলে ?

রুদ্রনাথ। [ গম্ভীরভাবে ] এত লোকের স্বামী থাকে, তোমার রইল না কেন ?

মালতী। [ ম্লান হাস্য করিয়া ] কলঙ্কের ভয়ে বাবা আমায় স্বামিহীনা করেই বিবাহ দিয়েছিলেন। যাক্, যা হবার তা হয়েছে ; আমার তাতে দুঃখ নেই, রুদ্রদা ! কিন্তু দুঃখ হয় তোমার অবস্থা দেখে। মা এখন কোথায় আছেন ?

রুদ্রনাথ। মাকে কাশীতে বাসা করে দিয়েছি। সেখানে মা ভালই আছেন।

মালতী। মিথ্যা কথা। তুমি বিবাগীর মত যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে, তাতে কি মায়ের প্রাণ সুখে কাটতে পারে ?

রুদ্রনাথ। তবে আমায় কি করতে বলো ?

মালতী। যা বলি শুনবে ? বল লক্ষ্মী, আমার রুদ্রদা !

রুদ্রনাথ। [ হাস্য করিয়া ] পাগলি কোথাকার ! তোমার কথা কোন-দিন ফেলেছি ? কি করতে হবে বলো ?

মালতী। তুমি কনিকাকে বিয়ে কর। ওর মত মেয়ে হয় না, রুদ্রদা।

তোমায় বিয়ে করবার জন্যে সে পাগল। ও বড় সরল মেয়ে। মনের সমস্ত কথা সে আমায় বলে। তোমার প্রতি ভক্তি দেখাবার জন্যেই সে নাচ গান সব ছেড়ে দিয়েছে। আমি কোন দিন গান গাইতে বললে, বলে তুমি রাগ করবে।

রুদ্রনাথ। আমি বিয়ে করলে, আমার শপথ পূর্ণ হবে না। তোমাদের মত বালবিধবার চোখের জল ও গরীব পিতার উপর পণের চাপ, এ যেন আমাকে নিয়ত ব্যথা দেয়, মালতী!

মালতী। বিদ্যাসাগরও ত বিয়ে করেছিলেন।

রুদ্রনাথ। সবাই যদি সবাইকে অনুকরণ করবে, তবে নতুনের মাধুর্য্য রইল কোথায়! কে কি করেছিল, তার সঙ্গে আমার তুলনা করো না। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ করেন নাই বলে অনেকে তাঁর কার্য্যে গুরুত্ব দেয় না; কিন্তু আমি তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করি। ত্যাগের ভিতর দিয়েই তিনি ত্যাগের আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন। তবুও আমাদের হিন্দু সমাজ বিধবা-বিবাহে মনোযোগী হলো না।

মালতী। মরুক গে তোমার হিন্দু সমাজ। তুমি আমার কথা রাখছো কি না তাই বলো। কনিকাকে তোমার বিয়ে করতেই হবে।

রুদ্রনাথ। না মালতী, সে আমি পারবো না। যদি কোন দিন বিয়ে করি, তবে কোন সমাজ-নিপীড়িতা বাল-বিধবাকেই বিয়ে করে পথ প্রদর্শন করবো; কিন্তু তার সুযোগ পাবো বলে মনে হয় না। আজকাল বাল-বিধবার চাইতে কুমারীর সংখ্যাই বেশী দেখি।

মালতী। যেখানে একটা বিয়ে দিতে পারো না, সেখানে ডবল বিয়ের জন্য ব্যস্ত কেন? যাতে কুমারীর সংখ্যা কমাতে পার, সেদিকে মন দেও না কেন?

রুদ্রনাথ। কুমারীরা আমাকে দেখতে পারে না (হাস্য)। তারা আমার

উপর ভারী চটা। বলে, "আমরা স্বেচ্ছাচারিণী হই, তাতে তার মাথা ব্যথা কেন? তার খাই, না তার পরি!" (হাস্য)

মালতী। ঠিকই বলেছে তারা, তারা এখন স্বাধীন হয়েছে। লেখাপড়া শিখছে; অফিসে অফিসে চাকুরীর জন্য লাইন দিচ্ছে; তারা ত আর পুরুষের অধীন নয়। একই মাতৃগর্ভ থেকে উভয়েরই উৎপত্তি, তাই তারা প্রমাণ করতে চায়। তুমি বাধা দিলে তারা শুনবে কেন?

রুদ্রনাথ। [গম্ভীর ভাবে] হ্যাঁ, শুনতে হবে। সহজে না শুনলে, কঠিন ব্যবস্থায় তাদের সমঝিয়ে দিতে হবে। তারা চিরকাল পুরুষের অধীন, এ-কথা তাদের মনে রাখতে হবে।

মালতী। রাষ্ট্র যেখানে তাদের পক্ষে, তুমি একা কি করতে পারো?

রুদ্রনাথ। রাষ্ট্র বলতে তুমি কি বুঝো, মালতী? যে রাষ্ট্র নারীর সম্মান কেড়ে নেয়, সেই রাষ্ট্রের পতন অবশ্যম্ভাবী। তুমি না বললে, যেখানে কুমারীর বিয়ে দিতে পারছি না, সেখানে বিধবাদের বিয়ে নিয়ে আমি মাথা ঘামাই কেন? তুমি যা বলেছ, তা এক দিকে ঠিক, কিন্তু পার্থক্যও আছে অনেক। যেখানে হাজারে হাজারে শিক্ষিত যুবক বেকার, তাদের সমস্যা না মিটিয়ে যে-রাষ্ট্র নারীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়, তাকে আমি রাষ্ট্র বলি না। মাঝি যত বড় নিপুণই হোক না কেন, হালই যদি ঠিক না থাকে, তবে নৌকা ডুবতে বাধ্য।

মালতী। কি মন্ত্রেই যে তুমি দীক্ষিত হয়েছ, তা জানি না, দাদা! তোমার জীবন কি তুমি এই ভাবেই নষ্ট করবে?

রুদ্রনাথ। (হাস্য) আমার আবার জীবন কিরে? তোমরা বেঁচে থাকলেই আমার আনন্দ, যেমন উদ্যানে পুষ্প প্রস্ফুটিত হলেই মালীর আনন্দ বাড়ে।

মালতী। [ ক্রুদ্ধ হইয়া ] ওসব কথায় আমার গা জ্বালা করে। এই ভাবে পাগলের মত সারাজীবন পথে পথে ঘুরে বেড়াবে ?

রুদ্রনাথ। [ হাস্য ] পথই যার শয়ন-ঘর, রাজপ্রাসাদের চিন্তা সে করবে কেমন করে ?

[ এমন সময় শিবলোচন ছাতা-বগলে আসিয়া দুই তিন বার কাশিয়া ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া ]

শিবলোচন। [ হাত কচলাইয়া ] মাপ করবেন, রুদ্রনাথ বাবু! আমি এই দিকেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পথে সাক্ষাৎ ঘটে গেল। কেমন আছেন তা'হলে ? ( মালতীকে দেখাইয়া ) ইনি বোধ হয় আপনার স্ত্রী ? তা বেশ, তা বেশ।

রুদ্রনাথ। দেখছেন না, ও বিধবা, শ্বেত-বস্ত্র-পরিহিতা ?

শিবলোচন। মাপ করবেন, আপনি বালবিধবার বিবাহ নিয়ে ব্যস্ত কিনা, তাই ভেবেছিলাম। যাক্, কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা চলি।

( বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে )

রুদ্রনাথ। [ বাধা দিয়া হস্ত ধারণ করিয়া ] বলুন সত্য করে, কেন এদিকে এসেছিলেন ? মনে আছে সেই দিনের কথা ?

শিবলোচন। [ থতমত খাইয়া ] সে কি গো, পথ চলাও নিষেধ নাকি ?

মালতী। সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে এলেই সন্দেহের উদ্রেক হয়।

রুদ্রনাথ। যারা যত বেশী বোকা, তারা নিজেদের তত বেশী চালাক মনে করে বলেই আজ সংসারে যত অশান্তি। আপনি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিলেন কিনা; সত্যি করে বলুন ত ? যদি সত্য কথা বলেন, তা'হলে রেহাই পাবেন। নচেৎ এই

যমুনার জলে আপনাকে কেটে ভাসিয়ে দিলেও কেউ জানতে পাবে না, বুঝলেম নির্ব্বোধ ?

( এমন সময় একটু হাত ছাড়া পাইয়া শিবলোচনের পলায়ন। )

মালতী। [ উচ্চরবে হাসিয়া ] লোকটা বড় বোকা, দাদা! আমি তোমার সঙ্গে এত মেলামেশা করি বলে তার প্রাণে আর সইছে না।

রুদ্রনাথ। লোকটি বোকা কিনা, তা জানি না ; তবে আমি যে বোকা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই রৈল না। আচ্ছা মালতী, আমার একটী কথা রাখবে ?

মালতী। কি কথা, দাদা ?

রুদ্রনাথ। আমার জন্যে তুমি আর চিন্তা করো না। আমি তোমার কেউ নই, মালতী! আমার সঙ্গে অবৈধ মেলামেশা তোমার পাপ। এ তোমার কলঙ্ক।

মালতী। কলঙ্কের আমার আছে কি, দাদা ?

রুদ্রনাথ। আছে। অনেক কিছু আছে। লজ্জাবতী স্পর্শ পেলেই নুইয়ে পড়ে।

মালতী। আমি লজ্জাবতী নই, আমি বিদ্রোহিণী। টাকার জোরেই সমাজপতি যা ইচ্ছে তাই করে যাবে, যা ইচ্ছে তাই বলে বেড়াবে, আমরা শৃগাল কুকুরের মত মুখ বুঁজে তাই সহ্য করবো ? আমরা যে মানুষ, তা পর্য্যন্ত প্রকাশ করবার অধিকার আমাদের নেই ? ( সক্রন্দনে ) আমি সব পারবো। মরতে যদি বলো, তাও পারবো। শুধু তোমার চিন্তা করতে নিষেধ করো না। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, রুদ্রদা!

রুদ্রনাথ। তোমার ছেলেরা তোমায় কত ভালবাসে। তোমায় তারা মাতৃরূপে পূজা করে। আমি তোমার কেউ নই, মালতী!

মালতী। ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। যার দুনিয়ায় সুখ আহ্লাদ বলে কিছু নেই, তার কোন কিছুতেই ভালো লাগে না। যারা আমার পতি হবার যোগ্য ছিল, তাদের কেমন করে পুত্র ভেবে স্নেহ করতে পারি? নভেলের আখ্যান ও পারিবারিক ঘটনা এক জিনিষ নয়, রুদ্রদা! তারা আমায় মাতৃজ্ঞানে পূজা করে না, রুদ্রদা!

( বলিয়া মালতী মুখ ফিরাইলে )

রুদ্রনাথ। [ গর্জ্জিয়া ] সে কি কথা, মালতী! এতদিন তা আমায় বলো নি কেন? হাজার হলেও তুমি তাদের মা। ছিঃ ছিঃ, মালতী, আমাকে নিকটে রাখবার জন্যে সাধু চরিত্রের লোকদের পর্য্যন্ত তুমি সন্দেহ করতে সুরু করে দিয়েছ? কথাবার্ত্তায় বুঝেছি, তারা তোমাকে কত ভক্তি করে! মাতৃজ্ঞানে পূজা করে!

মালতী। ( মাথা নত করিয়া রহিল।)

রুদ্রনাথ। [ মালতীর মাথায় হাত দিয়া ] তুমি নারী, তাদের সঙ্গেই তোমাকে থাকতে হবে। ভবিতব্যের বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না।

মালতী। [ মাথা তুলিয়া ] যত কিছু বলো ক্ষতি নেই। কিন্তু তুমি আমার কে, তা জানবে পরে। আমি বিধবা নই; আমি বিধবা নই। তুমি আমার প্রেম কেড়ে নিও না, রুদ্রদা! তোমার পায়ে পড়ি।

রুদ্রনাথ। [ পায়চারি করিয়া গম্ভীর ভাবে ]

মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা,
প্রেম, ভালবাসা সকলি সংশয়,

নিদারুণ আঘাতে তারি
পরিচয় বিশ্বলিপি মাঝে।
নহ তুমি বালিকা অবুঝ তেমন,
নহ তুমি অবুঝ পাষাণী মতন,
নহ তুমি হীন মৃত্যুহীনা যেমন।
বিধাতার অদৃষ্ট-লিপি
খণ্ডাতে নারে কভু।
মালতী—মালতী,
যাও ফিরে, ফিরে যাও,
কর সৃজন স্নেহ-সিংহাসন
আত্মীয় স্বজন সনে।

মালতী। রে নিষ্ঠুর হৃদয়,
এত বুঝো, এত জানো,
জানো নাকি নারীর
অন্তর বেদনা শুধু ?
পলাতক আসামী সম
দিকে দিকে গুপ্ত বারতা বহি
সনাতনে করিছ বিনাশ।
নিষ্ঠুর, ততোধিক নিষ্ঠুর তুমি ;
কামনায় নিভৃত অন্তরালে
সংহারিলে হৃদয় আমার।
হায় প্রেম, হায় সংসার,—
ধ্বংস হয়ে যাক্ নিমিশের তরে,
তবু আমি বিজয়িনী,

তবু আমি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

হা—হা—হা—!

(উচ্চরবে হাস্য করিতে করিতে হঠাৎ যমুনাবক্ষে মালতী ঝাঁপাইয়া পড়িল।)

রুদ্রনাথ। উন্মাদিনী, একি করিলি হায়, মালতী, মালতী!

(রুদ্রনাথও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল।)

[তাহারা উভয়ে ভাসিয়া দূরে চলিয়া গেলে কোন অন্ধ ফকির নদীর তীর দিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।]

ফকিরের গান:—চক্ষু যাহার নাইরে পথিক,
দুনিয়া আঁধার তারি কাছে।
মরণই তাহার ভাল রে ভাই,
বাঁচতে চায় সে কোন্ লাজে॥

[অন্ধ ফকির ছেলের কাঁধ ধরিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।]

(পট পরিবর্ত্তন)

## তৃতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

গ্রাম্য সভা। পুনরায় শিবলোচন আসর জমাইয়াছে। এবারও সেই পুরাতন বন্ধুর দল আসিয়া জুটিয়াছে। শিবলোচন হুঁকার মুখ-টান দিয়া রাধিকাচন্দ্রের হাতে দিয়া সহাস্যে বলিতে লাগিল।

শিবলোচন। [মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞের মত] কি হে ভায়ারা, সাধুদের কথা কখনও বিফলে যায়? বলি নাই, মালতী ছুঁড়িটা ও ব্যাটার প্রেমে পড়েছে? এবার সত্যি হলো ত? আঃ, বাঁচা

গেছে, ছুঁড়িটা মরেছে না গায়ের জ্বালা কমেছে। বেঁচে থাকলে পাড়ার সব বিধবাকেই ঘর থেকে টেনে বের করতো।

রাধিকাচন্দ্র। আগুন আর ঘি, ভায়া; আগুন আর ঘি। এক-সঙ্গে থাকলে গলতে বাধ্য। সেই জন্যেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সদ্য বিধবাকে একাদশীর দিন তালা-চাবি বন্ধ করে রাখতেন। তখন কি বিধবার বিপথগামিনী হওয়ার কথা কোন দিন শুনেছ? কিন্তু আজ অন্য রূপ দেখো কেন?

ভজহরি। এর জন্য দায়ী কারা?

রাধিকাচন্দ্র। তুমিও দেখি আবার ঐ ব্যাটার মত কথাবার্ত্তা বলা সুরু করলে! দায়ী আবার কে।

ভজহরি। কাদের কঠিন শাসনের চাপে আজ বিধবারা অন্য পথে যাচ্ছে? বিধবা কি সে সখ করে হয়েছে?

শিবলোচন। ভাগ্যে না থাকিলে, কেবা করিবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা! ভাগ্যের লেখা কে খণ্ডাতে পারে!

ভজহরি। রাখো তোমার ভাগ্য। বিধাতা যারে বিধবা করে সৃষ্টি করেন নাই, সে বিধবা নয়। তুমি তাকে বিধবা বানাবার কে? নিজের কন্যা যদি এক মাস পরে বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে, তখন তোমার মনের কি কোনই পরিবর্ত্তন হবে না?

শিবলোচন। শাস্ত্রের বিধান মেনে চলতেই হবে।

ভজহরি। শাস্ত্র মানে ত তোমার মতই হস্ত-পদ-বিশিষ্ট মানুষের মনগড়া কয়েকটি আইনের শাসন? সে শাসন যদি আমি না মানি? সে অত্যাচার যদি আমি সহ্য না করি?

শিবলোচন। তবে তুমি পতিত হবে। তোমার জাতি যাবে।

ভজহরি। [ উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া ] আমার জাতি মারে কে?

শিবলোচন। হিন্দু সমাজ। সমাজে বাস করতে হলে সমাজের রীতিনীতি মেনে চলতেই হবে।

ভজহরি। তোমার কি একার সমাজ? পৃথিবীতে আরও কত বড় বড় সমাজ আছে; সেখানে তারা যদি সসম্মানে আদরের সঙ্গে বাস করবার সুযোগ পায়, তবে তোমার সমাজে তারা থাকবে কেন?

শিবলোচন। দুষ্ট গরুর চাইতে শূন্য গোয়াল ঢের ভাল। সমাজ-দ্রোহীরা যত না থাকে, ততই সমাজের মঙ্গল।

ভজহরি। আমার হাতে যদি শাসনভার থাকতো, তা'হলে তোমাদের মত সমাজপতিদের রাস্তায় দড়ি দিয়ে বেঁধে চাবুক মারতাম।

রাধিকাচন্দ্র। বেহায়া লম্পট রুদ্রনাথই তোমার মাথাটি খেয়েছে। বলি ভায়া, তোমারও ভাগ্যে কোন বালবিধবা জুটেছে নাকি?

ভজহরি। [গর্জ্জিয়া উঠিয়া] চুপ করো, লক্ষ্মীছাড়ার দল। এতদিন তোমাদের সঙ্গে থেকে অনেক অন্যায় অন্ধের মত সহ্য করেছি। বন্ধুত্বের খাতিরে রুদ্রনাথকে দিয়েছি তোমাদের জন্যে অনেক গালাগাল। এখন ভাবছি তোমরা নরপিশাচ। পশুর চাইতেও অধম।

শিবলোচন। [অট্টহাসি করিয়া] মায়ের চাইতে মাসির দরদ বেশী দেখছি। আমাদের গ্রামেও তা'হলে রুদ্রনাথের গুপ্তচর আছে। বলি, যাদের মেয়ে, তাদের যদি কোন মাথা ব্যথা না থাকে, তবে তোমার এত দরদ কেন, বাবা? এ যেন মিষ্টির নাম শুনলেই জিহ্বায় জল আসা ভাব দেখছি। ব্যাপার কি ভায়া? (ব্যঙ্গের হাসি)

ভজহরি। যারা অসহায়া নারীর সম্মান কেড়ে নেয়, তাদের মঙ্গল নেই কোন দিন। ঘড়া ঘড়া মদ গিলেই ত কাটালে সারাজীবন,

সাধুসংসর্গ না পেলে মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে না বলে আমি ছিলাম এতদিন তোমাদের মতই নির্ব্বোধ। আজ আমি দিব্যচক্ষু লাভ করেছি। তোমাদের পৈশাচিক মনোবৃত্তি আজ আমার নিকট ধরা পড়ে গে

রাধিকাচন্দ্র। বড় দেরীতে ধরতে পেরেছ, ভায়া। আগে ধরলে না হয়, এতগুলো বিবাহ করতাম না। মেয়ের বাপেরা এমনই বেহায়া, বিয়ে করতে না চাইলেও পায়ে এসে পড়ে।

ভজহরি। সাপের মত তোমরা ছোবল মারো যে? জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে পেরে উঠে না বলেই কুমীরের পেটে তারা যায়; কিন্তু আজ কুমীরকেও খেতে পারে এমন জলজন্তুও জন্মিয়েছে।

শিবলোচন। তবে তুমি কি বলতে চাও, মালতী রুদ্রনাথের জন্যে আত্মহত্যা করে নাই? তবে কি তুমি বলতে চাও, সে কলঙ্কিনী নয়?

(এমন সময় রুদ্রনাথের প্রবেশ)

রুদ্রনাথ। [প্রবেশ করিতে করিতে] না, না, সে কলঙ্কিনী নয়। সে মরে নাই, সে অমর।

শিবলোচন। অ্যাঃ, সে মরে নাই! (বলিয়া শিবলোচনের দ্রুত পলায়ন)।

ভজহরি। আপনি এসেছেন? অনেক দিন পরে আপনাকে দেখে পরম প্রীতি লাভ করলাম, রুদ্রনাথ বাবু! বাড়ীর সব মঙ্গল ত?

রুদ্রনাথ। [হাসিয়া] যার বাড়ীই নাই, তার আবার ভাল মন্দ কি, মশায়? এক মা, তাঁকে কাশীতে বাসা করে দিয়েছি; আর আমি পথে পথে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করে মরছি।

ভজহরি। পিতৃ-আজ্ঞা পালন করে মরছেন, সে কি কথা, রুদ্রনাথবাবু?

রুদ্রনাথ। একবার বলেছি, আবার বলি, মৃত্যুকালে পিতা আমায়

দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন, যারা বহু বিবাহ করবে বা গরীব কন্যার বিবাহে পণ দাবী করবে, তাদের যেন কোন দিন ক্ষমা না করি; প্রয়োজন-বোধে হত্যাও যেন তাদের করতে পারি।

রাধিকাচন্দ্র। [ভীত হইয়া] হত্যা! নরহত্যা মহাপাপ। আপনি সেই নরহত্যা করবেন?

রুদ্রনাথ। [ভ্রূকুটি করিয়া] নরহত্যা মহাপাপ? আপনারা দুস্থ পিতার অভাবের সুযোগে নিরপরাধিনী বালিকার পাণিগ্রহণ করে মহা পুণ্যের কাজ করছেন? নিজের ধর্ম্মপত্নীকে পতিতালয়ে বিক্রী করে অর্থবান হচ্ছেন, এও মহাপুণ্যের কাজ? গ্রামের সুন্দরী বধূদের ভুলিয়ে নিয়ে এসে সমাজচ্যুত করছেন, একেই আপনারা বলেন কর্ম্মফল? কুল-বধূরা যদি ম্লেচ্ছের কবলে প'ড়ে নির্য্যাতিতা হয়, ঘরে ফিরে আসতে চাইলেও বলেন কলঙ্কিনী। নিজের দোষে নয়, পিশাচের বাহুবলের কাছে পরাস্ত হয়েও যদি সে অস্পৃশ্যা থাকে, তবুও সে পাতকিনী। সমাজে তার ঠাঁই হলো না বলে যদি সে ম্লেচ্ছের সমাজে যায়, তখন তার পিতামাতাকে করবেন সমাজচ্যুত। সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবার আর কোন পথ বাকী রাখলেন আপনারা?

রাধিকাচন্দ্র। [জোড়হস্তে] আমরা ত কোন অপরাধ করিনি, রুদ্রনাথবাবু!

রুদ্রনাথ। [অট্টহাস্য করিয়া] আপনারা অপরাধ করবেন কেন? কুলীনের মর্য্যাদা রক্ষা করে চলেছেন, এই মাত্র। মেয়ের বাপকে দিনে দশবার আপনাদের শ্রীচরণে মাথা না নোয়ালে তার পরিত্রাণ নেই। বাদশাদের মত গণ্ডায় গণ্ডায় বেগম না রাখলে আপনারা সমাজপতি কিসের?

(এমন সময় সেই বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। [ প্রবেশ করিতে করিতে ] এই যে বাবা, কখন আসা হলো? বহুদিন থেকে ভাবছি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবো। যাক্, গোবিন্দের কৃপায় এইখানেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেল। দেখ তো বাবা, আমি এক অসহায়া বিধবা, আমি টাকা পাবো কোথায়? টাকা নেই বলে কি আমার মেয়ের বিয়ে হবে না? ( রাধিকাচন্দ্রকে দেখাইয়া ) এরা তো চামার। এর ছেলে আমার মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায়। টাকা দিতে পারবো না বলে, ও ছেলের বিয়ে দিবে না আমার মেয়ের সঙ্গে। ও পাড়ার শ্যাম চক্কত্তির ছেলের সঙ্গে কিছু দিয়ে থুয়ে বিয়েটা ঠিক করলাম, তাও এরা ভেঙ্গে দিলে মেয়ের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়ে।

রাধিকাচন্দ্র। সে কি দিদি? তোমার মেয়ে যে আমারও মেয়ে। তার নামে কলঙ্ক রটাতে আমি কি পারি? তা ছাড়া, অমন গৃহলক্ষ্মী মেয়ে এ পাড়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই।

রুদ্রনাথ। [হাস্য করিয়া] এমন সুন্দর মেয়েকে আপনি ছাড়ছেন কেন?

রাধিকাচন্দ্র। মেয়ের একটু বয়স বেশী। আমার ছেলের প্রায় সমান বয়সী। তা ছাড়া, আমি কি ছাড়ি এমন মেয়েকে? সত্যি একেবারে যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা!

বৃদ্ধা। মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা, বাবা! তোমাকে শুনানোর জন্যে এসব কথা বলছে। তুমি চলে গেলেই আমার লক্ষ্মী-প্রতিমার বিরুদ্ধে কুৎসা গাইতে সুরু করে দিবে। তোমার পায়ে পড়ি, বাবা, আমার মেয়েটার একটা গতি করে যাও। আমি জানি, তুমি গরীবের মা-বাপ। তুমি না রক্ষে করলে এরা আমাকে গাঁ ছাড়া করাবে।

রুদ্রনাথ। আপনি গাঁ না ছাড়লে, কার সাধ্য এ গাঁ আপনাকে ছাড়ায়। মেয়ের বিয়ে আপনার হবেই।

বৃদ্ধা। [ সক্রন্দনে ] কেমন করে হবে, বাবা ? মেয়ে আমার গর্ভবতী।

রাধিকাচন্দ্র। [ উৎফুল্ল হইয়া ] কেমন, বলি নাই ; এবার হলো ত !

ভজহরি। থামো, আমি সব জানি ; মেয়ের কোন দোষ নেই। সহজভাবে মেলামেশার সুযোগ নিয়ে বিবাহের আশ্বাস দিয়ে তোমার গুণধর পুত্রই এর সর্ব্বনাশের কারণ। আচ্ছা দিদি, তুমি না সেকেলে ? তুমি কি জানো না, আগুনের তাপ ঘিয়ের সহ্য হয় না ?

বৃদ্ধা। [ সক্রন্দনে ] আমি কি জানি ছাই, রাধিকা এ বিয়েতে আপত্তি তুলবে ! শুনেছি, সাহেবের দেশের বিয়েই বেশ সুখের হয়, তারা আগে ঘনিষ্ঠতা করেই বিয়ে করে।

ভজহরি। থাকো বাঘ-ভাল্লুকের দেশে, সাহেবদের সঙ্গে তুলনা কর কেন ? তাদের দেশে যেটা সহজলভ্য, আমাদের দেশে তা সয় না ; আবার আমরা যা সনাতন ভাবি, তাকে তারা বলে অসামাজিক। তোমার বিয়ের সময় শুভদৃষ্টি-প্রথা ছিল না ? এক অচেনা-হৃদয়ের গ্রন্থির সঙ্গে আর এক অজানিত গ্রন্থির মিলন, এ কত মধুর, তা সাহেব বেটারা বুঝবে কি ? কথায় কথায় তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ লেগেই আছে ; স্বামী বেচারা ভয়ে জোরে কথাটি পর্য্যন্ত কইতে পারে না। আর আমাদের আঁচলার গিট এতই শক্ত যে, মরণেও তা শিথিল হয় না।

রুদ্রনাথ। [ রাধিকাচন্দ্রকে ] এ বিষয়ে কি আপনার কিছু করণীয় নাই ?

রাধিকাচন্দ্র। [ পায়চারি করিয়া ] আমার কুলবধূ হবে কলঙ্কিনী ; এ আমি সইলেও আমার সংসার তা বরদাস্ত করবে না।

রুদ্রনাথ। হালি যেদিকে হাল ঘুরায়, নৌকার মুখ সেদিকেই ঘুরে,

রাধিকাবাবু। এক সরলা বালিকা, নিজের দোষে নয়, পর দোষে আজ দুষ্টা, তাকে কি আপনি ফেলতে পারেন? আপনার কন্যার যদি আজ এমন অবস্থা হতো, তা'হলে আপনি কি করতেন, রাধিকা-বাবু? ধর্ম্মের বড় বড়াই করেন। দেবতার নামে শপথ করে বলতে পারেন যে, আপনি আপনার কলঙ্কিনী কন্যার মৃত্যুই কামনা করতেন? বলুন, চুপ করে থাকবেন না। এ পথে কেউ স্বেচ্ছায় পা বাড়ায় না। কেউ বা অভাবের তাড়নায় নিজদেহ করে বিক্রয়; আর কেউ বা করে অবৈধ সংসর্গে; আর কতক করে প্রকৃতির টানে।

রাধিকাচন্দ্র। আমায় মাপ করবেন, রুদ্রনাথ বাবু! এ অনাচার-সমাজ আমার সইবে না। সে মেয়ে বালিকা নয়। ভালমন্দ বিচার-শক্তি তার আছে। সে কি জানে না, অবৈধ প্রেম আমাদের সমাজে চলে না? যে-সমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পিচ্ছিল পথে পা দিয়েছিল, তাকে সেই পথেই যেতে বলুন। তারা তাকে মাথায় করে নাচবে। আপনিও তো বিবাহ করেন নাই, এ শুভ কর্ম্মটি করে দিদির মেয়ের কুল রক্ষা করুন না কেন?

ভজহরি। চুপ করো নির্ব্বোধ, তোমার পাপ সে কেন বহন করবে?

রাধিকাচন্দ্র। [অট্টহাসি করিয়া] আমার পাপ? কি মধুর কথা শুনালে ভায়া! আমার পাপ? (পুনরায় অট্টহাসি করিতে লাগিল।)

বৃদ্ধা। তবে কার পাপ রে হতভাগা? তোমার নামে আমি নালিশ করবো আদালতে গিয়ে। সবার সম্মুখে তোমাদের গুণের কথা প্রকাশ করে বলবো; তখন দেখবো সমাজ কার দিকে যায়।

রাধিকাচন্দ্র। [ অট্টহাসি করিতে করিতে ] তাই করো দিদি; সেটাই তোমার উপযুক্ত পথ। (বলিয়া হাস্য সহকারে রাধিকাচন্দ্রের প্রস্থান।)

( অন্য দ্বার দিয়া নগেনের প্রবেশ )

ভজহরি। [ নগেনকে দেখিয়া ] এই যে নগেন, তোমারি নাম করছিলাম। গাঁয়ে যদি কেউ থাকে, তবে আমাদের নগেনই আছে।

নগেন। আমায় উপহাস করছেন কেন?

ভজহরি। এই যে দিদি, নগেনের সঙ্গে তোমার মেয়ের নাকি বিয়ে হচ্ছে? তা বেশ, বেশ! শুভস্য শীঘ্রম, অশুভস্য কালহরণম্। বিয়ে কি তা'হলে এই গাঁ থেকেই হচ্ছে নাকি?

( রুদ্রনাথ মুখে হাত দিয়া নগেনের দিকে তাকাইয়া আছে। )

নগেন। বাবাই ত যত গণ্ডগোল পাকাচ্ছেন। বিয়ে করলে নাকি তিনি আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন। তখন কি উপায় হবে, ভজহরি কাকা?

বৃদ্ধা। আমি তোমায় সারাজীবন ঘরজামাই করে রাখবো, নগেন।

নগেন। ঘরজামাই, লোকে নিন্দে করবে যে?

ভজহরি। তুমি এক শুভ কর্ম করতে চলেছ। অদৃষ্টদোষে কোন এক নিপীড়িতা কন্যাকে কলঙ্কের হাত থেকে উদ্ধার করছো, এতো তোমার মহত্ত্ব।

রুদ্রনাথ। [ নগেনের পিঠে হাত দিয়া ] ভাই, এমন কাজ সংসারে কয়জন করতে পারে? যে কারণেই হোক, যখন মেয়েটি বিপদে পড়েছে, তখন তোমার মত উন্নতমনা ছেলেরা পশ্চাতে থাকলে কি কখন চলে? আমি চাই এমন ভাবেই দেশের যুবকেরা মাতৃজাতির কলঙ্ক ঢেকে রাখবার চেষ্টা করুক। যারা নিজ দোষে নয়,

পারিবারিক অবস্থার চাপে পড়ে বিপথে যায়, তাদের মুক্তি আমাদের করতেই হবে। যারা স্বেচ্ছায় সে পথে পা বাড়াবে, প্রয়োজন-বোধে তাদের করবে হত্যা। সে হত্যায় পাপ নেই; আছে কলঙ্কের মধ্যে নিষ্পাপের মুক্তি। আচ্ছা, ভাই, বিয়ের আসরে আবার দেখা হবে। নমস্কার।

[ প্রথমে রুদ্রনাথ প্রস্থান করিলে তাহারা রুদ্রনাথের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া পরে অন্য দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল। ]

( পট পরিবর্ত্তন )

## তৃতীয় অঙ্ক

### দ্বিতীয় দৃশ্য

আধুনিকাদের সভা। কয়েক জন আধুনিকার হস্তে ভ্যানিটী ব্যাগ, বগলে ছোট রৌদ্রনিবারণী ছাতা, চরণযুগলে হাই-হিল জুতা। যিনি সভানেত্রী, তিনিও প্রায় আধুনিকাদের মতই সজ্জিতা; তদুপরি তাঁহার নাসাগ্রে চশমা রহিয়াছে। সভানেত্রীর আদেশানুসারে রমা-নাম্নী কোন আধুনিকা গান গাহিতে লাগিল।

রমার গান :—

আমরা এবার রাজার রাণী,
ভয় কি আবার মোদের রে।
বাধা কিসের, জয়ী মোরা,
জয়ের নেশায় মত্ত রে॥
সেকেলে চাল মানি না আর,
স্বাধীন মোরা হয়েছি এবার;

নারী জাতির মুক্তি তরে,
তুফানে এবার ভাঙ্গলো পাহাড়।
রান্না-বাড়ি করতে জানা—
নারী জাতির হয়েছে মানা,—
ঘরের কাজে মন দিয়ে কি আর,
এগিয়ে চলা ঘটে কাহার,—
এই সোনার সংসারে॥
তাইত, এবার চলেছি মোরা
মুক্তির পাথার ধরে॥

[ গান-শেষে সভাস্থ সকলে অট্টহাসি করিয়া উঠিল। এ ওর গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলে সভানেত্রী বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন— ]

সভানেত্রী। আচ্ছা, তোমরা রুদ্রনাথের আন্দোলন সমর্থন করো?

গায়ত্রী। [ উচ্চস্বরে ] কখনই না। এই আন্দোলনের পশ্চাতে রয়েছে নারীজাতির আত্মসমর্পণ। আমরা কিছুতেই পুরুষদের নিকট আত্মসমর্পণ করবো না। চিরকাল ঘরের কোণে পর্দ্দার আড়ালে রেখে আমাদের আভিজাত্যকে তারা বিনাশ করেছে। আমাদের বাঁচার পথ পর্য্যন্ত তারা কেড়ে নিয়েছে।

রমা। তারা আমাদের চিরকাল ঘরকন্নার কাজ করিয়ে নিতে চায়। আমরা যেন চাকরাণী! সখ-আহ্লাদ আমাদের যেন কিছুই নাই! লেখাপড়া শিখতে চাইলে বলেন, 'বিয়ে হবে না'। ( ভ্রূকুটি ) বিয়ে করাটাই যেন নারীজাতির চরম আভিজাত্য!

গায়ত্রী। ঠিকই বলেছ রমা; 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' ছাড়া আর কোনই সার্থকতা নেই পুরুষের কাছে আমাদের। বিয়ের পর দিন সেই যে সংসারের ঘরে আমাদের তালা-চাবি বন্ধ হলো, আমৃত্যু

সেই সংসারের দড়ি টেনেই মরো। তার পর আবার আছে শ্বশুর-শাশুড়ীর গঞ্জনা। পান থেকে চূণটি খসলে আর রক্ষে নেই। তখনই চারিদিক থেকে সুরু হয়ে যায় রায়বাঘিনী ননদিনীদের মৃদু মৃদু তিরস্কার। পরের মেয়েকে বাপ-মায়ের আশ্রয় থেকে কেড়ে এনে কোথায় আদরে রাখবে, তা না, সর্ব্ব বিষয়ে চরম অপরাধিনী বানিয়ে, কথায় কথায় কৈফিয়তের গঞ্জনা! আচ্ছা, তুমিই বলো রীতা, কোন্ জ্বালায় তুমি আজ স্বামীর ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছ?

রীতা। সে আর বলো না, ভাই। শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পরদিনই তারা কেড়ে নিলে আমার বাপের বাড়ীর সব গহনাপত্র। তার পর ননদিনীদের কি কথা! উঃ, শরীর জ্বলে যায় শুনলে!

সভানেত্রী। স্বামী বেচারী তো আর কোন অপরাধ করে নাই?

রীতা। [ বাধা দিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়া ] না, অপরাধ করেন নি? তিনিই সব গণ্ডগোলের মূল। তিনি যদি আমার পক্ষে থাকতেন তো, তা'হলে আমার গহনাগুলো এমন ভাবে আত্মসাৎ করতে পারতো না তারা।

সভানেত্রী। সামান্য গহনার জন্যে স্বামীর ঘর ছাড়লে? ( হাস্য )

রীতা। সেই গহনা নিয়েই হলো ঝগড়ার সূত্রপাত। তার পর—

সভানেত্রী। [ বাধা দিয়া ] তার পরই এসে হাজির হলে পিত্রালয়ে? এ তুমি ভালো করোনি রীতা। হাজার হলেও সে তোমার স্বামী। যত অপরাধই সে করুক না কেন, তুমি তার স্ত্রী।

গায়ত্রী। [ বাধা দিয়া ] এই জন্যেই আমরা গেলাম। স্বামীর অত্যাচারও আমাদের মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে? আমরা যেন শৃগাল-কুকুর, না? নিজের সত্তা বলে কোন জিনিষই নেই?

সভানেত্রী। [ গম্ভীর ভাবে ] না, স্ত্রীর মর্য্যাদা স্বামীর কাছেই। স্বামী-ত্যাগিনী নারী সমাজ-পতিতা রূপেই গণ্যা হয়।

রমা। হাজার অত্যাচার সহ্য করেও কি আপনার মতে আমাদের পতি-দেবতার চরণযুগল বন্দনা করতে হবে? আমাদের কি কোনই স্বাধীনতা নেই?

সভানেত্রী। [ হাস্য ] না; জন্মাবার সময়ই ভগবান নারীকে পরাধীনা করে সৃষ্টি করেছেন। সে রূপ ত নারীর বদলাতে পারে না, রমা! পুরুষের সঙ্গে সমান তালে তোমরা চলতে চাও, কিন্তু দস্যুর কবল থেকে পরিত্রাণ কি তোমরা অতি সহজে পেতে পারো. না, তেমন শক্তি তোমাদের এখনও হয়েছে? সে শক্তি যতদিন না তোমরা সঞ্চয় করতে পারছো, ততদিন পুরুষের বিরুদ্ধে লড়াই তোমাদের ফলপ্রসূ হবে না।

রীতা। আপনার সঙ্গে আমরা একমত হতে পারলাম না।

সভানেত্রী। [ বাধা দিয়া ] তা তোমরা হতে পারো না; সেই জন্যেই আমাকে সভানেত্রী নির্ব্বাচন করার সময়ই আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। আমি বয়োজ্যেষ্ঠা, তদুপরি অভিজ্ঞা সর্ব্ব বিষয়ে। আধুনিক রীতি-নীতি আমি পছন্দ করলেও সর্ব্ববিষয়ে আমি সমর্থনযোগ্য বলে কিছুই পাই না। তোমরা বাঁচতে শিখো, এই আমি চাই; তাই বলে অন্যকে ছোট করে নিজেদের বড় হওয়ার মনোবৃত্তিকে আমি কোন মতেই সমর্থন করি না।

নমিতা। সে যাই হোক, আমরা যে পুরুষের চাইতে কোন বিষয়ে নিম্নস্তরের নই, সে কথাই আজ জানিয়ে দেবার দিন এসেছে।

সভানেত্রী। [ হাস্য ] তারা যদি জানতে না চায়?

নমিতা। তথাপি আমাদের জানাতে হবে। বিবাহিতা নারী যে পরিচারিকা নয়, তাই আমাদের ভাল করে জানাতে হবে।

সভানেত্রী। তবে বিয়ে করো কেন? তোমার সংসারের হাল তুমি ধরবে না ত কে ধরবে? তোমার ছেলেপিলের পরিচর্য্যার ভার তুমি না নিলে কে নিবে? এই কি শিক্ষিতা নারীর কথা? তোমরা আজ পাশ্চাত্যের ঘোর কুয়াসাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পড়ে নিজের সত্তাকে পর্য্যন্ত ভুলতে বসেছ? তুমি ভারতমাতার সন্তান।

রীতা। [ বাধা দিয়া ] তা যাই হই; আমরা পরাধীনা নই।

সভানেত্রী। তোমায় পরাধীনা করছে কে? আমরা এতকাল নিজেদের পরাধীন ভাবতাম বলেই ত বৃটিশেরা আমাদের উপর প্রভুত্ব চালিয়ে গেল। যখনই সে তমসাচ্ছন্ন মনোভাব কালের প্রভাবে দূরিত হলো, তখনই স্বাধীনতার আলোকপাত হলো আমাদের দেশে। আমার অনুরোধ, তুমি আবার স্বামীর ঘরে ফিরে যাও, নইলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য। সমাজ তোমার এই দুরাচার সহ্য করবে না কোনদিন। নারায়ণশিলা সাক্ষী করে যাকে পতিরূপে করেছ গ্রহণ, কোন্ জ্ঞানে চলেছ তুমি, রীতা, ধ্বংস করতে এই বিরাট নারীকুলকে? তোমার পাপে সমগ্র নারী সমাজ আজ কলঙ্কিত। তোমার কোন ক্ষমা নেই। না, এমন যাদের মনোভাব, তাদের সভায় আমি থাকতে পারি না।

( সভানেত্রী প্রস্থানোদ্যতা )

[ রীতা মাথা নত করিয়া ভাবিতে লাগিল, এমন সময় একটি বালিকার হন্তদন্ত হইয়া দ্রুত প্রবেশ ]

সবিতা। [ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ] ভাই, বাইরে পুলিস। আমি এদিকে আসতেই আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো। ওরে বাপ্‌রে

বাপ্, 'বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা'। আমরা যে এখানে মিটিং বসিয়েছি, নিশ্চয় তারা সংবাদ পেয়েছে। এখন যাই কোথায়?

রীতা। [ গর্জ্জিয়া উঠিয়া ] নরকে। পুলিস এসেছে ত কি হয়েছে? চল্ ত যাই, দেখে আসি। ( বলিয়া প্রস্থানোদ্যতা )

সবিতা। [ বাধা দিয়া ] তোর পায়ে পড়ি রীতা, আমাদের সর্ব্বনাশ করিস নে।

সভানেত্রী। [ হাস্য সহকারে ] তোমরা চলেছ বিজয় অভিযানে, ভয় কেন সবিতা?

সবিতা। পুলিস দেখলে কার না ভয় করে?

[ ছদ্মবেশী দারোগা ( রুদ্রনাথের ) প্রবেশ ]

দারোগা। [ হাস্য করিতে করিতে ] ভয় করলে ত আপনাদের সভার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

রমা। আপনি গোয়েন্দা নাকি? আমাদের উদ্দেশ্য জানলেন কি করে?

দারোগা। [ পায়চারি করিয়া, ছড়ি বগলে চাপিয়া ] যারা গোপনে পুরুষের শ্রাদ্ধ করছে, তাদের কার্য্যকলাপের প্রতি আমাদের সকল সময় বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দৃষ্টি রাখতে হয়। আপনারা দস্যু না হলেও সমাজদ্রোহী, রাজদ্রোহীর সমপর্য্যায়ভুক্তা। অতএব আপনাদের আমি গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

সভানেত্রী। [ গম্ভীর ভাবে ] আপনার ওয়ারেন্ট দেখি?

দারোগা। সভা-সমিতিতে কাউকে গ্রেপ্তার করতে হলে Requires no Warrant, Madam!

সভানেত্রী। তা'হলে আমাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করলেন?

দারোগা। No, Madam, I know that you are not anti-social.

নমিতা। কে বল্লে আপনাকে যে আমাদের মাননীয়া সভানেত্রী anti-social নয় ?

দারোগা। I find this in the report of our Special Branch.

নমিতা। [ গর্জ্জিয়া উঠিয়া ] আপনাদের Special Branch এর মুখে আগুন ! আমি বলছি. আমাদের সভানেত্রী ঘোর সমাজদ্রোহী। তাঁকে ছাড়া আমরা কিছুতেই আপনার সঙ্গে যেতে পারি না। Hunger Strike করবো। সংবাদপত্রে প্রকাশ করবো যে, পুলিস মহিলাদের সভায় কর্ম্মীদের উপর নির্ম্মম অত্যাচার করেছে।

দারোগা। [ সভানেত্রীকে ] দেখুন Madam, আপনার কর্ম্মিবৃন্দারা কি ঘোর মিথ্যাবাদিনী। পুলিসের নামে কি জঘন্য মনোভাব পোষণ করেন ? বলুন ত, আমি কোন অত্যাচার করেছি ?

সভানেত্রী। সত্যিই নমিতা, এ তোমার ভারী অন্যায়। তিনি ত কোন অত্যাচার করেন নাই। বরং তোমরাই তাঁকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করছো।

নমিতা। আপনি ত দারোগাবাবুর পক্ষ নিবেনই, যেহেতু তিনি আপনাকে Excuse করছেন। আপনি ঘোর স্বার্থবাদিনী।

দারোগা। [ বাধা দিয়া ] কথা বাড়িয়ে আর লাভ কি ? এখন যে যেতে হয় ?

রমা। আমরা কিছুতেই যাবো না। দেখি, কেমন করে আমাদের নিয়ে যান। এই যে বসলাম আমরা শক্ত হয়ে ( বলিয়া যাহারা সেই সময় দাঁড়াইয়া ছিল, সকলেই বসিয়া পড়িল )।

দারোগা। এই আপনাদের সাহস ? কল্পনায় আপনারা বিশ্বজয়ে চলেছেন। দেখুন, সত্যকে অস্বীকার করতে যাবেন না।

স্বেচ্ছাচারিণীর কোন মাপ নেই আমাদের সংসারে। বলি, পুরুষের বিরুদ্ধে লড়াই করে আপনারা বেঁচে থাকতে কি পারবেন? স্বয়ং মা ভগবতীও শিবের প্রলয়-মূর্ত্তি দেখে একদিন আত্মগোপনে বাধ্য হয়েছিলেন; তাই বলে কি মা আমাদের শক্তিহীনা?

নমিতা। [ গম্ভীরভাবে ] আপনার বক্তব্য কি, তাই বলে যান। মা আমাদের কি ছিলেন, সে বিষয়ে আলোচনার ভার, না হয়, আমাদের উপরই ছেড়ে দিলেন।

দারোগা। তা'হলে ত কোন কথাই ছিল না; নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরে যেতে পারতাম। কিন্তু, বোধ হয় তা আর হলো না দেখছি! তবে আমাকে আরও শক্তিক্ষয় করতে হবে দেখছি! আপনারা যখন Revolt করলেন, তখন এ যাত্রায় ক্ষমাই করে গেলাম। কিন্তু যাবার আগে কয়েকটি কথা বলে যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন আমার। আপনারা রুদ্রনাথকে চিনেন?

সবিতা। তা চিনি না আবার? তাকে না চিনে কে? তারি বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যেইত আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।

দারোগা। যাক্, সংগ্রাম কথাটি বাদ দিয়ে অন্য শব্দ ব্যবহার করবার চেষ্টা করবেন। মেয়েদের মুখের সংগ্রাম বাড়ীতেই সুপরিচিত; বাহিরের সংগ্রামে তারা সামান্য দারোগা দেখলেই দরজার আড়ালে আত্মগোপন করে।

সভানেত্রী। সে কথা ত আমিও বলি। প্রত্যেক মেয়ে রন্ধনশালায় ফিরে না গেলে হিন্দু সমাজ অধঃপাতিত হবে। তা এরা শুনতে চায় না। বলে, রুদ্রনাথকে একবার পেলে কাঁচা মাংস তার চিবিয়ে খাবে!

রীতা। নিশ্চয় খাবো!

দারোগা। [ হাস্য ] তা আপনারা খেতে পারেন, তবে মুখে নয়, বাক্যে।
রীতা। সামনে একবার পেলে দেখিয়ে দিতাম। আমরা যা বলি, করতে পারি কি না। একবার তাকে এখানে এনে দিয়েই দেখুন না?
দারোগা। যদি বলি, রুদ্রনাথ আপনাদের অতি নিকট, একেবারে সন্নিকটে উপস্থিত। যদি বলি, আমিই সেই রুদ্রনাথ?

( বলিয়া ছদ্মবেশ আস্তে আস্তে খুলিতে লাগিল )

( উপস্থিত সকলেই ভয়ে বিহ্বল হইয়া একদৃষ্টে রুদ্রনাথের দিকে চাহিয়া রহিল )

রুদ্রনাথ। [ হাস্য ] আসুন বীরাঙ্গনার দল, আসামী হাজিরই আছে। যার বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযান, সে ত স্বেচ্ছায় আপনাদের শাস্তি গ্রহণ করবার জন্যেই এই ছদ্মবেশে এখানে এসেছে। শাস্তি দিন তাকে। ( পরে গম্ভীর স্বরে ) অনেক কথাই আগে বলেছি, কাজ হবে কিনা তা জানি না; তবে আর একটি কথা বলে যাই, শুনুন সকলে, আপনারা নারী, সতী সাবিত্রী সীতাই আপনাদের আদর্শ, তাঁদেরই পথানুসরণ করুন। বাহিরের হাওয়ায় সর্দ্দি গরমী হতে পারে; বুঝলেন? নমস্কার। ( দ্রুত প্রস্থান )

( রুদ্রনাথ দ্রুত প্রস্থান করিলে রীতা পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া গিয়া )

রীতা। [ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া ] রুদ্রনাথ বাবু, রুদ্রনাথ বাবু,……

( কিছুক্ষণ দরজার নিকট দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া আসিয়া সভানেত্রীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ) আমি যাবো, আমি যাবো আবার ফিরে আমার স্বামীর ঘরে। কিন্তু স্বামী কি আমাকে পূর্ব্বের স্নেহে গ্রহণ করবেন, দিদি?

সভানেত্রী। [ মস্তকে হস্ত দিয়া ] নিশ্চয় করবে। যদি সে মানুষ হয়, তোমার ভুল সংশোধনের সময় সে নিশ্চয় দিবে।

নমিতা। [ভ্রূকুটি করিয়া] হ্যাকামির আর জায়গা পেলে না ? (ক্রোধে প্রস্থান)

সভানেত্রী। [রীতাকে] চল রীতা, আমিই দিয়ে আসি তোমায় স্বামীর কাছে। তোমার হয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে আসি ; বলে আসি, অবুঝকে বুঝবার সুযোগ দাও, বাছাধন। ক্ষণিকের অভিমানে যে স্নেহের নীড় ত্যাগ করে যায়, সে প্রকৃত ভালবাসা বুঝবার অবকাশ পায়নি ; তাই তাকে আদর করে বুকে টেনে নাও। ভাঙ্গা ঘরে আবার সোনার প্রদীপ জ্বালো ; দেশের সামনে স্নেহের প্রতিমা গড়ে তোল।

রীতা। [চক্ষু মুছিয়া] তাই আশীর্ব্বাদ করুন, যত অপরাধই করি না কেন, পতি-দেবতার শ্রীচরণে যেন স্থান পাই, দিদি! আমরা মেয়েরা স্বামীকে দেবতা রূপে পূজো করতে না পেরেই আজ এই অনাদৃতের জীবন যাপন করছি। এমন দিন কি আসবে না, দিদি, যে আমরা নারীর দল সতী সাবিত্রীর আদর্শে গড়ে উঠতে পারি ?

সভানেত্রী। সেদিনের অপেক্ষায় তো রয়েছি, বোন! নারী যদি সত্যকারের আদর্শ রমণী হয়ে গড়ে না উঠে, তবে সৃষ্টি যাবে রসাতলে। মানুষের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে আবার বানর জাত গড়ে উঠবে, বোন! মানুষের সনাতন স্বপ্ন বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে, তারি স্থানে গড়ে উঠবে রাহুর মত দুষ্ট দানবের ভয়াল মূর্ত্তি। নারীর নারীত্বই যদি শেষ হয়ে গেল, তবে কোন মহিমায় নারীর রূপ ফুটে উঠবে ? স্বামী স্ত্রীর প্রেম, ভালবাসা ও স্বপ্নের মধ্যে চিরানন্দ চির মহিমাময় রূপ জেগে উঠে ; তারি মধ্যে যদি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও অভিশপ্ত জীবন দীপ জ্বলে উঠে, তবে সংসারে শান্তি রৈল কোথায় ?

(ধীরে ধীরে সকলের প্রস্থান) (পট পরিবর্ত্তন)

# তৃতীয় অঙ্ক

## তৃতীয় দৃশ্য

কোন বাগান বাড়ীতে কয়েকজন ধনীর সন্তান মটরে চড়িয়া সমুপস্থিত। বাহিরে প্রথমে মটরের হর্ণ বাজাইয়া তাহাদের ধীরে ধীরে প্রবেশ।

ধনঞ্জয়। [ প্রবেশ করিতে করিতে ) না হে, তোমরা যাই বলো, রুদ্রনাথের পণ-প্রথা বিলোপ আমরা কোন মতেই সমর্থন করি না। বাপ-মায়েরা মেয়ের বিয়েতে এত টাকা খরচ করেন কেন? ছেলের বিয়েতে তাঁরা আবার সুদে আসলে আদায় করবেন বলে তো?

বিজয়। ঠিক বলেছ, ধনঞ্জয়, আমি বিয়ে করলাম এক পয়সা না নিয়ে, কিন্তু আমার বোনের বিয়ের সময় তো পাত্রপক্ষ একটী পয়সা কম নিলে না! বরং কশাইয়ের মত চাপ দিয়ে যতদূর পেরেছে চুষে নিয়েছে। কি লাভ হলো আমার এই উদারতা দেখিয়ে?

কমলেশ। ( হাস্য সহকারে প্রবেশ করিতে করিতে ) উদারতার কোনই মূল্য নেই, ভাই! ত্যাগের বিনিময়ে আদর্শই যদি গড়ে উঠতো, তা'হলে গরীব কন্যাদের এমন দুরবস্থা হতো না। বাপের টাকা নেই বলে তারা আজ নির্য্যাতিতা, অপমানিতা! অর্থই যেন তাদের সম্মানের পরিবাহক! এর জন্য দায়ী ভগবান। পণের জন্যই যদি তাদের বিয়ে না হয়, তবে ভগবান তাদের বড়লোক করে কেন পাঠান নি? আমিও মানুষ, সেও মানুষ, সামান্য অর্থের জন্য আমাদের মধ্যে কেন গড়ে উঠবে আজ আভিজাত্যের প্রাচীর?

ধনঞ্জয়। তাই তো বলি, ভাই। পণপ্রথা উচ্ছেদ করে আমাদের কি লাভ? প্রত্যেকেই যদি এর বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়, তবে ঠকার ভয় সবখানে।

বিজয়। [উত্থান করিয়া মাদকতার সুরে] ঠিক বলেছ, ভায়া, ঠকার ভয় সবখানে। আমি বাবা বড় চালাক, ফাঁকিটি আমায় দিতে পারবে না, বুঝলে? ( বলিয়া বিজয়ের প্রস্থান )

কমলেশ। [চেয়ারে উপবেশন করিয়া] এ ঠকা-জিতার প্রশ্ন নয়। গরীব মেয়ের করুণ আর্ত্তনাদ চারিদিকে রাহুর মত সর্ব্বস্ব গ্রাস করতে চলেছে। দেশ বলো, সমাজ বলো, সংসার বলো, সবই যেন অভিশাপগ্রস্ত হয়ে দারুণ আর্ত্তনাদ সুরু করে দিয়েছে! মানুষের বেঁচে থাকবার পথ পর্য্যন্ত আজ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

নিখিল। সামান্য পণ-প্রথা-রোধ নিয়ে এত কবিত্ব ভাল শুনায় না, ভাই।

কমলেশ। [উত্থান করিয়া] এ কবিত্ব নয়। এ অন্ধের পথ-প্রদর্শক। যার চোখ আছে, সেই দেখতে পাচ্ছে পূর্ব্বে আমরা কি ছিলাম, আজ আমরা কি হয়েছি; আবার হয়ত কাল কি হবো, তা কেউ বলতে পারে না! তোমার নিকট যা সামান্য, আমার নিকট তা সামান্য না-ও হতে পারে। চিন্তার মন নিয়ে যদি বিচার কর, তবেই বুঝবে, এই পণপ্রথার মূলেই রয়েছে জাতির বাঁচবার মূলমন্ত্র। চোখ থাকতেও তোমরা আজ অন্ধ। তোমারি চোখের সামনে হিন্দুত্ব ক্রমেই ধ্বংসমুখযাত্রী, তোমারি মাতৃজাতি আজ ম্লেচ্ছের সমাজে সসম্মানে সমাদৃতা, তোমারি বংশোদ্ভবা পরমা আত্মীয়া অশ্রুজলে আজ নিমগ্ন; তবু তুমি বলো এ কবিত্ব?

নিখিল। ছেলেরা কেমন করে বাঁচবে, তার ঠিক নেই; মেয়েদের নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা কেন? ট্রামে বাসে যারা ভীড় দেখেই উঠে, তাদের সম্মান যদি বিনষ্ট হয়, তবে তুমি আমি কি করতে পারি? অনুরোধ করলে উপহাসই শুনতে হবে তাদের কাছ থেকে।

কমলেশ। [উপবেশন করিয়া] দোষী যদি তার দোষই বুঝতে পারতো, তা'হলে দেশের আইন আদালত অনেক দিন পূর্ব্বেই উঠে যে'তো। উপহাস শুনেও এগিয়ে যেতে হবে। তুমি পুরুষ, সে নারী।

নিখিল। তবেই হয়েছে! এগিয়ে যেতে চাইলে পিছন দিকেই ঠেলে দিবে! এ বাবা প্রগতির জোয়ার, ভাটিয়ে যাবার উপায় নেই।

কমলেশ। ভাটিয়ে যাবার শক্তি সঞ্চয় করো। মনের দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে দাঁড়াও; দেখবে লজ্জাবতীর দল আপনি পিছন ফিরে দাঁড়াবে। নারীসুলভ শক্তি নিয়ে নারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান চলে না। ঐ এক রুদ্রনাথ লক্ষ লক্ষ নারীর বিরুদ্ধে একাই দাঁড়িয়েছে। কেউ কি পারছে তাকে হটিয়ে দিতে?

ধনঞ্জয়। রেখে দাও তোমার রুদ্রনাথ! ঢের ঢের রুদ্রনাথ দেখেছি, কোন সুন্দরী দেখলে আপনিই গলে পড়ে।

কমলেশ। [উত্থান করিয়া] এইত তোমাদের দোষ। গুণীর মর্য্যাদা দিতে তোমরা জানো না। রাজার দুলাল স্বেচ্ছায় আজ পথের ভিখেরী তাকেও হীনভাবে আক্রমণ করতে তোমাদের বাধে না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, তোমরা আজ কতখানি নিম্নে নেমে গেছ। তাই বলি, ভাই, চিন্তার মন নিয়ে বিচার করতে শিখো।

ধনঞ্জয়। মাপ করো ভাই, অত চিন্তা করবার আমাদের সময় নেই। আমাদের স্বার্থে আঘাত দিলে আমরা তা সহ্য করবো না। যত বড় শক্তিশালীই সে হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবই।

কমলেশ। [ হাস্য ] সে শক্তি তোমাদের নেই। যারা সামান্য স্বার্থহানি হলো বলে সত্যকেও অস্বীকার করতে পারে, তারা যে ভয়ানক কাপুরুষ এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

ধনঞ্জয়। [ উচ্চস্বরে ] পণপ্রথা কোন দিন উঠতে পারে না। থাকবে চিরকাল। যার টাকা আছে, সে পণ দিবেই; আর যার গুণ আছে, তার মর্য্যাদা সে গ্রহণ করবেই। এ কেউ রুখতে পারবে না।

নিখিল। ঠিক বলেছ ভাই; পণ না দিলে, কোন্ দুঃখে ছেলেরা কুৎসিত অশিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করবে?

কমলেশ। হিসাব নিয়ে দেখো, ধনীর ঘরেই সুন্দরী মেয়ের বেশী আবির্ভাব, চাক্‌চিক্যের আবরণে তারা নিজেদের আরও সুন্দরী করবার সুযোগ পায়; সে স্থলে পণ যে দিতে পারে, সে ফাঁকি দিতেও পারে বেশী। কুৎসিৎ মেয়ে, ভগবান কি অভগবান, সকলেরই অপ্রিয়া; তাই বলে কি তাদের প্রতি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নেই?

ধনঞ্জয়। রেখে দাও তোমার কর্ত্তব্য; অর্থও পাবো না, সুন্দরী মেয়েও পাবো না, বিয়ে করতে তবে কে যাবে হে?

কমলেশ। সৎকার্য্যে চাঁদা চাইলে পাওয়া যায় না, আবার বিনা দোষে লোকে হাজার হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে আসে সরকারের ঘরে, তাও ত জানি! সোজা কথায় যখন কাজ হয় না, তখনই প্রয়োজন হয় বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার। আজ যদি

কাউন্সিলে আইন পাশ হয়ে যায় যে, পণ প্রদান ও গ্রহণ দুই-ই দণ্ডনীয়, তখনও কি এই মনোভাব থাকবে?

ধনঞ্জয়। সমাজের স্বার্থের খাতিরেই এই জঘন্য আইন পাশ হতে পারে না, তা'হলে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা বেড়ে যাবে। বিয়ে করে যারা সৎ জীবন যাপন করতে চায়, তারাও অসৎ পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। উপকারের চাইতে অপকারই হবে তখন বেশী।

কমলেশ। তোমার মত অর্থপিশাচ সকলেই নয়। অন্ধের কাছে কিবা রাত্রি, কিবা দিন! যাঁরা সুধী, তাঁরা স্বেচ্ছায় এ দাবী সমর্থন করবেন, আর আইন হবে তোমাদের জন্য, যারা চাতক পক্ষীর মত পণের দিকে চেয়ে আছ; বুঝলে?

ধনঞ্জয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেই কালে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ করে নিয়েছিলেন, দেখাতে পারো কয়টি হিন্দু বিধবার পুনরায় বিবাহ হচ্ছে সেই আইনের বলে?

কমলেশ। সেই আইনের ত্রুটি আছে অনেক! আজকাল হিন্দু নেতারা সমাজ-সংস্কারের চাইতে রাজনীতিতেই বেশী মাথা ঘামান; সেই কারণে ত্রুটিগুলো আজও সংশোধিত হয়ে উঠে নাই। বিধবা-বিবাহ আইনই যদি তিনি পাশ করালেন, তবে সেটা হওয়া উচিত ছিল বাধ্যতামূলক। স্ত্রী-হীন পুরুষই পুনরায় বিবাহে বিধবা-বিবাহের যোগ্য; কিন্তু তা করা হয়নি বলেই আইনটি শুধু কাগজে কলমেই রয়ে গেছে। কিন্তু এই বিধবা-বিবাহ না হলে, জেনে রাখবে, আমাদের এই হিন্দুত্বের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

নিখিল। এ কথা আমি মানতে বাধ্য যে, স্ত্রী-হীন পুরুষই বিধবা-বিবাহের যোগ্য, কিন্তু তা কি কেউ করবে? সকলেই নূতনের পূজারী কিনা?

কমলেশ। পারিবারিক অবস্থার চাপে বাছাধনকে বিধবা-বিবাহ না

করে উপায় আছে? অফিসের সময় কয়দিন ভাত না পেলেই বাছাধন 'তথাস্তু' বলে পিতামাতার চরণে গিয়ে লুটিয়ে পড়বে।

ধনঞ্জয়। তা না হয় মানলাম, কিন্তু পণপ্রথা আইনের চাপে বন্ধ হলেও বিনা পণে কেউ কি বিয়ে করতে রাজী হবে?

কমলেশ। [হাস্য] ভাই, যুক্তি তর্কের সঙ্গে কি আমাদের প্রয়োজনীয়তার কোন সম্বন্ধ আছে? মনে আছে, শ্যামলীকে বিয়ে করবার জন্যে কত তদ্‌বিরই না করেছিলে? আজ সব ভুলে গেলে?

নিখিল। ভায়া, সে কি শ্যামলীর জন্যে? তা নয়, শ্যামলী তার বাপের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্বের লোভ কে সংবরণ করতে পারে?

কমলেশ। [ধনঞ্জয়কে] ভাই, শপথ করে বলতে পারো, তুমি শ্যামলীর মত সুলক্ষণা মেয়েকে চেয়েছিলে, না, তার বাপের ঐশ্বর্য্যকে?

ধনঞ্জয়। [হাস্য] নিখিলের কথার আবার কোন মূল্য আছে না কি?

নিখিল। [ক্রোধে] বটে; হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবো না কি?

কমলেশ। যাক্‌, সে কথায় কাজ নেই। যৌবনে পদার্পণ করলেই জীব মাত্রেরই কামপিপাসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অর্থের মাপকাঠি দিয়ে আর কিছু মাপা চললেও পিপাসাকে মাপা চলে না।

নিখিল। তোমার কথাগুলো তা'হলে ভাবতে হচ্ছে দেখছি। কথাগুলো আগে যেমন খারাপ লাগতো, এখন ত অত খারাপ লাগছে না দেখছি!

কমলেশ। ভাই, এ সব ভাববার কথা। চায়ের দোকানের মত হাল্কা কথায় উড়িয়ে দেওয়ার জিনিষ এ নয়। তোমরা এখন ছোট নও। দেশের পরিস্থিতি তোমরা যদি বুঝতে না চাও, তাহলে দেশ যাবে রসাতলে। যারা পণ নিয়ে ছেলের বিয়ে দেবে, তাদের করবে

সামাজিক বয়কট। ধোপা-নাপিত, হাট-বাজার সব বন্ধ করে দিবে। এবং স্ত্রী-হীন পুরুষ যদি কোন কুমারীকে বিয়ে করতে যায়, দিবে তার বিয়ে ভেঙ্গে।

নিখিল। [ উল্লাসভরে ] ঠিক, ঠিক ; এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে। ঠিক বলেছ, এবার নাম কিনতেই হবে। চল ভাই ধনঞ্জয়, নেমে পড়ি আমরা, কি বলো ?—

হে বন্ধুগণ
মোরা মানবের সন্তান,
মহাভয়, মহালাজ,
কেন করিব এবে—
নাহি তার প্রয়োজন।
সম্মুখে রয়েছে বিশ্বমাতা
দুই বাহু প্রসারি করিতে আলিঙ্গন
আমা সবাকারে।
এ দুর্জ্জয় পৃথিবীরে—
বাধা নাই, সত্যই করিছে সৃজন।

( আবৃত্তি শেষে )

ধনঞ্জয়। চলো এবার, প্রস্থানের সময় হয়ে গেছে। ( উদ্যানের দিকে চাহিয়া আবৃত্তি )

হে পুষ্প-প্রসবিনী,
অজ্ঞানেরে দিলে তুমি
জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলি ;
শক্তিহীনে দিলে শক্তি,
বাহুহীনে করিলে তুমি বিজয়িনী।

কে বলে তুমি মিথ্যা ?
স্নেহ নাই, মায়া নাই, নাই মমতা ;
তব জয়ে জয়ী বিশ্ব,—
হে মায়া দরদিনী।
তুমি নও শুধু উদ্যান,
নহ তুমি কণ্টক বন,
ভাবের রাণী তুমি—
তুমিই বিশ্ব প্রমোদিনী ॥

(আবৃত্তি শেষে) চল ভাই, কমলেশ, জ্ঞানের ভাণ্ডার তুমিই আমাদের আজ খুলে দিলে।

নিখিল। ভাগ্যিস আমরা এই উদ্যানে এসেছিলাম !

কমলেশ। সময় হলে ভক্তির যেমন উদয় হয়, জ্ঞানের ভাণ্ডারও তেমনি উন্মুক্ত হয়ে যায় প্রকৃতির স্পর্শ পেলে। আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

(কমলেশ ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

(অন্য দ্বার দিয়া ছাতি-বগলে রুদ্রনাথের প্রবেশ)

রুদ্রনাথ। [সহাস্যে প্রবেশ করিতে করিতে] কি হে, কোন কাজ হলো ?

কমলেশ। এমন ঔষধ প্রয়োগ করেছি, একেবারে Immediate action. উঃ, সহজে বাগে আনা যায় ! ভয়ঙ্কর ছেলে এরা !

রুদ্রনাথ। সাবাস্, এদের যখন হাত করতে পেরেছ, তখন অনেক দূর আমরা তবে এগিয়ে গেছি। জনমত সংগ্রহ করতে আর আমাদের কোনই মুস্কিল হবে না।

(এমন সময় বিকাশের প্রবেশ)

বিকাশ। [রুদ্রনাথের হস্তে অনেকগুলি কাগজ দিয়া] নাও, হাজার হাজার সই সংগ্রহ করে এনেছি। ভাই, সে কি ব্যাপার! চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেছে! সবাই তোমায় বাহবা দিচ্ছে, আর বলছে কি, জানো? অনেক পুণ্য করলে দেশ তোমার মত ছেলে পায়।

রুদ্রনাথ। [হাস্য করিয়া] থাক্, হয়েছে, আর প্রশংসায় কাজ নেই। হ্যাঁ, শুনো, তবে মনে হয়, এবার আইনটি অতি সহজেই পাশ হয়ে যাবে।

কমলেশ। ভারতের ভাগ্যবিধাতা কি এত সহজেই জনমত মেনে নিবেন?

রুদ্রনাথ। [হাস্য] জনমতের উপরই তাদের ভাগ্য যেখানে ন্যস্ত, সেখানে জনমতকে উপেক্ষা করবার শক্তি তাদের নেই। আর আমাদের আন্দোলন ত কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে না, বরং দেশের কুসংস্কারকে বিদূরিত করছে, এই মাত্র। চল, চল, আইন আমাদের পাশ হবেই।

কমলেশ। হলে ভাল, তবে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কেরা মুখে বলেন সনাতনী, কিন্তু কার্য্যের মধ্যে ঘোর অসনাতনীভাব ফুটে উঠে। তাতেই সন্দেহ হয়, শেষ পর্য্যন্ত আইনটি পাশ হবে কিনা?

রুদ্রনাথ। [গর্জ্জিয়া উঠিয়া] নিশ্চয় হবে। রাষ্ট্র, সমাজ, দেশ, কেউ হিন্দুত্বকে বিনাশ করতে পারবে না। এমন কি, স্বয়ং ভগবানেরও ক্ষমতা নেই হিন্দুত্বের মূলে করে কুঠারাঘাত। এই হিন্দু আবার বিশ্বে জয়ের নিশান উড়িয়ে নিয়ে যাবে, যদি সেই হিন্দু নিজের ধর্ম্মকে না ভোলে।

[সকলের প্রস্থান]

(পট পরিবর্ত্তন)

## তৃতীয় অঙ্ক

### ৪র্থ দৃশ্য

রাধারাণীর বাড়ী। বিধবা রাধারাণী সেলাইয়ের কলে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নানা-রকম ফ্রক, ব্লাউজ সেলাই করিতেছেন। ঘরখানি দেখিলে মনে হইবে, ঠিক যেন দোকান-ঘর। নাকের ডগায় চশমা আঁটিয়া রাধারাণী সেলাই করিতেছেন।

রাধারাণী। (আপন মনে) অদৃষ্টের কপালে মারো ঝাঁটা। দরজীগিরি না করলে বলে মেয়েদের সম্মানহানি হবে! চুলোয় যাক্ এমন সমাজ। নাচ-গানের আসর করলে যে সমাজের মেয়েদের কলঙ্ক রটে, সেই সমাজের মুখে আগুন!

[ নলিনীকান্তের প্রবেশ ]

নলিনীকান্ত। (প্রবেশ করিতে করিতে হাস্য করিয়া) কি হলো বৌঠান্, নিজের মনেই কি ব'কে চলেছ? এই সকাল বেলায় কার মুখে আগুন দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ?

রাধারাণী। (মুখ তুলিয়া) তোমাদের সমাজের মুখে! আচ্ছা, ঠাকুরপো, তোমাদের এই হিন্দু সমাজ মরবে কবে বলতে পারো?

নলিনীকান্ত। (হাস্য করিয়া) মরেই ত আছে; এখন মুখে আগুন দেওয়া শুধু বাকী! তা, তোমার হঠাৎ এ সব কথা কেন?

রাধারাণী। তোমাদের ঐ রুদ্রনাথ বলেছেন, নারীদের বাঁচতে হলে পথ ছেড়ে রান্নাঘরে ঢুকতে হবে। পথ ত ছেড়েছি অনেক দিনই; রান্নাঘরে ঢুকেই দেখি একবার।

নলিনীকান্ত। (হাস্য করিয়া) রুদ্রনাথের কথায় হঠাৎ এতখানি কান দিতে আগে ত কখনও দেখি নাই?

রাধারাণী। সে কথা আমিও ভাবি; কিন্তু ভেবে আর কূল পাই

না, সব যেন গুলিয়ে যায়। নাচের আসর করে কত সুখেই না ছিলাম; আজ এই বুড়ো বয়সে সেলাইয়ের কল নিয়ে বসতে হয়েছে শুধু এই পোড়া পেটের জ্বালায়।

নলিনীকান্ত। তোমার নাত্নী কোথায়? তাকে ত দেখছি না।

রাধারাণী। তার কথা আর কয়ো না। দেখগে ঠাকুর ঘরে বসে ঠাকুরের মালা গাঁথছেন। কি জ্বালায় যে পড়েছি আমি! মেয়েটার বিয়েও দিতে পারছি না।

নলিনীকান্ত। বিয়ে দিলে তুমি থাকবে কাকে নিয়ে?

রাধারাণী। (সেলাইয়ের কল ছাড়িয়া উত্থান করিয়া অন্য একটি টুল আগাইয়া দিয়া) বসো; আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? আচ্ছা ঠাকুরপো, কনিকার কি বর জন্মায় নি?

নলিনীকান্ত। নিশ্চয় জন্মেছে। সময় হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাধারাণী। সবার সময় হয়, কনিকার সময় হয় না কেন? তবে কি রুদ্রনাথের কথাই ঠিক? নাচিয়ে গাইয়ে মেয়েকে কেউ কুলবধূ করে না?

নলিনীকান্ত। হ্যাঁ বৌঠান, তা ঠিক বই কি? আমরা যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখে কত আনন্দ পাই। এক নারীর প্রেম-উচ্ছ্বাস দেখে মুহ্যমান হয়ে পড়ি, তাই বলে কোন সুন্দরী অভিনেত্রীকে কুলবধূরূপে ঢাক ঢোল পিটিয়ে কি ঘরে বরণ করে নিতে পারি? এ আমাদের সমাজে সইবে না। যেমন ধর, আজকাল অনেক হিন্দু মুরগী খায়, ম্লেচ্ছাচার করে আনন্দ পায়; কিন্তু কঠিন ব্যারামের হাত থেকে তারা রেহাই পায় না। বিশুদ্ধ পৈত্রিক রক্তে অশুদ্ধাচরণ সইবে কেন?

রাধারাণী। আজকাল এত মেয়ে যে নাচ গান শিখছে, তাদের কি উপায় হবে? তাদের কি বিয়ে হবে না?

নলিনীকান্ত। তাদের বাপ মা-ই সে কথা চিন্তা করবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তাদের বিয়ে হওয়া মুস্কিল হবে।

রাধারাণী। কি আপদ! বিয়েও হবে না, নাচ গানও শিখতে পারবে না, লেখা পড়া শিখে চাকুরী যে করবে, তারও পথ যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে কি মেয়েরা গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরবে?

নলিনীকান্ত। মরার আর বাকী কি, বৌঠান? আজকাল আর্থিক অনটনে প্রত্যেকেই জর্জ্জরিত; তার উপর সামান্য মাইনের কেরাণীরা আধুনিকাকে ঘরে ঠাঁই দিতে ভয় পায়। ভ্যানিটি ব্যাগের মর্য্যাদা যদি তারা রাখতে না পারে? টকি, থিয়েটার দেখানোর পয়সা যদি না থাকে, তবেই ত গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবে। হিসাব নিয়ে দেখো, আধুনিকার চাইতে গৃহকর্ম্মে নিপুনা সাধারণ ঘরের মেয়েদের কত তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায়। শিক্ষিত যুবক তাদেরই ঘরে আদরে বরণ করে নেয়। মেকী শিক্ষায় চাক্‌চিক্য থাকতে পারে, মাধুর্য্য তাতে নেই। ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে, হাই-হিল জুতো যাদের পায়ে, তাদের মন্দিরে না গিয়ে গীর্জ্জায় যাওয়া মঙ্গল। সেখানে তাদের স্থান আছে।

রাধারাণী। তাই বা কৈ হয়। আমার কনিকা ত আর আধুনিকা নয়? দেখগে, কেমন সুন্দর ঠাকুরের পূজার আয়োজন করতে সে জানে। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জানি না বাপু, আর কত দিন এমনি ভাবে সে থাকবে!

নলিনীকান্ত। ঠাকুরকে ডাকো, শীগগিরই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ঠাকুর আমাদের বড় দয়াময়, প্রাণ ভরে ডাকলে নিশ্চয় তিনি

রক্ষা করবেন। হিন্দুর দেবতাকে বাহির থেকে কিছুই বুঝা যায় না, বৌঠান। ভিতরে খড়ের পাঁজার মধ্যেই যত দরদ, সব লুকিয়ে থাকে।

রাধারাণী। তাই যেন হয়, ঠাকুরপো। মেয়েটা আমার ভারী লক্ষ্মী। কোন দিনের পরিচয় নাই, হঠাৎ একদিনের কথায় সে নাচ গান সব ছেড়ে দিয়ে দিন রাত ঠাকুরের পূজা নিয়েই থাকে।

নলিনীকান্ত। একেই বলে নিষ্কাম প্রেম। কিন্তু রুদ্রনাথ কি বিয়ে করবে?

রাধারাণী। দেখ না, ঠাকুরপো।

[ বলিতে বলিতে উভয়ের প্রস্থান। অন্য দ্বার দিয়া রুদ্রনাথ ও কনিকার প্রবেশ ]

রুদ্রনাথ। ( প্রবেশ করিতে করিতে ) আচ্ছা কনিকা, তুমি নাচ গান ছেড়ে দিলে কেন? ও, আমি বলেছিলাম তাই। ভারী অন্যায় করেছ। আমার কথায় নাচ গান ছেড়ে দিয়ে তোমার দিদিমাকে সেলাইয়ের কল নিয়ে বসিয়েছ?

কনিকা। এতেই আমাদের ভাল উপায় হয়; পাইকারেরা বাড়ীতে এসে মাল নিয়ে যায়, দামও পাওয়া যায় বেশী। এখন তাই ভাবি; মেয়েরা সামান্য টাকার জন্যে চাকুরী করতে যায় কেন। আট ঘণ্টা অন্যের হুকুম তামিল না করে, যদি ঘরে বসে জামা তৈরী করে, তাতে অনেক উপায় হয়; আর তাতে আনন্দও অনেক।

রুদ্রনাথ। সে কথা কয়জন বুঝতে চায় কনিকা? তোমার বুদ্ধি আছে, তাই তুমি একাজে মেমেছে। আর তোমার মতই অনেক মেয়ে নিজের ছেলে মেয়ের জামা বাজার থেকে কিনে আনে। স্বামীর কোলে ছেলে দিয়ে অনেকে অফিসে যায় অন্যের হুম কু

তামিল করতে। তাতে তাদের আনন্দ আছে, কিন্তু স্বামীর কোন কথা শুনতে গেলে তাদের মস্তকে পড়ে বজ্রাঘাত।

কনিকা। সবাই যদি জামা তৈরী করবে, তবে কিনবে কারা? কিনারও ত লোক চাই? জামা তৈরী ছাড়াও মেয়েদের সংসারে আরও অনেক কাজ আছে; তাতেও সংসারের খরচ অনেক কমে।

রুদ্রনাথ। তা অবশ্য সত্য কথা; তবে স্বাবলম্বী হতে ক্ষতি কি? মেয়েদের শিখবার অনেক কাজ আছে। কাশ্মীরী মেয়েরা পুরুষের চাইতে বেশী উপায় করে। তারা কত সুখী।

কনিকা। [হাস্য করিয়া] আমরা কি কম সুখী নাকি? আচ্ছা, রুদ্রদা, তুমি এত দিন ছিলে কোথায়?

রুদ্রনাথ। [চমকিয়া উঠিয়া] রুদ্রদা! আবার সেই ডাক! কনিকা, কনিকা, ও নামে আমায় ডেকো না তুমি। (মাথা ধরিয়া বসিয়া পড়িল)

কনিকা। [মাথায় হাত বুলাইয়া] হঠাৎ কি হলো তোমার? এমন করে উঠলে কেন? জল খাবে?

রুদ্রনাথ। [ধীরে ধীরে উত্থান করিয়া] কেন হলো, তা আমি জানি না. কনিকা। তোমায় অনুরোধ, ঐ নামে আমায় আর ডেকো না। ঐ নাম এককালে আমার বড় আপনার ছিল। আজ সে নাই। কিন্তু ঐ ডাক শুনলে আমার হৃদয় যেন ভেঙ্গে পড়ে। পাষাণী, বিনা দোষে আত্মঘাতিনী হলো, কনিকা!

কনিকা। ও, বুঝেছি, মালতীর কথা তুমি বলছো? সে তোমায় বড় ভালবাসতো। তুমি তাকে বিয়ে করলে না কেন?

রুদ্রনাথ। [গর্জ্জিয়া উঠিয়া] তবে তার মরাই ভাল হয়েছে।

ভালবাসার অন্তরালে যদি বিবাহের গন্ধ থাকে, তবে তা ভালবাসা নয়। সে প্রেমোচ্ছ্বাস। জলের বুদ্‌বুদের মত ক্ষণিকের তরে দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যায়। তার সংসার ছিল। সেই সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে আত্মঘাতিনী হওয়ার কোনই কারণ থাকতে পারে না। আর আমি তাকে বিয়ে করতে পারি না! স্ত্রী-হীন পুরুষই স্বামিহীনাকে বিবাহ করবার যোগ্য।

কনিকা। যোগ্য হলেই কি তাই সবাই করে?

রুদ্রনাথ। করে না বলেই ত জনমতের প্রয়োজন। দেশের জনমত সাড়া না দিলে তখন আইনের দুয়ারে ধন্না দিতে হবে; তাতেও যদি কিছু না হয়, তখন প্রয়োজন হবে গুপ্ত ঘাতকের।

কনিকা। আমি শুনেছিলাম, তুমি যদি কখনও বিয়ে করো, তা'হলে কোন অসহায় বালবিধবাকেই বিয়ে করবে?

রুদ্রনাথ। সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে। যখন একটী কুমারীর বিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, তখন ডবল বিয়ে দিতে ব্যস্ত আমি কেন হই? মালতীই আমায় এই প্রশ্ন করেছিল একদিন।

কনিকা। ও, বুঝেছি, তাই তুমি রাগ করে মালতীকে বিয়ে করো নি!

রুদ্রনাথ। সে প্রশ্ন আর নাই বা তুললে? আর প্রশ্ন করে মালতীর অমর আত্মার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ো না, কনিকা! তোমার খবর কি, বলো। ভাল আছ ত?

কনিকা। হ্যাঁ, ভালই আছি। তবে তোমার জন্যে বড় ভাবনা হয়েছে।

রুদ্রনাথ। আমি তোমার কে, কনিকা? ঠিক এমন কথাই একদিন মালতীর মুখে শুনেছি। মালতী তার প্রাণ-বিসর্জ্জনে স্বর্গীয় প্রেমের অমর গাঁথা গেয়ে গেছে, (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তুমি ত আর মালতীর মত অভাগিনী নও! তোমার স্নেহময়ী দিদিমা আছেন।

তোমার আত্মীয়-স্বজন আছে। তোমার ভাবনা কিসের? আর আমার জন্যে ভেবে তোমার কি লাভ? আজ বাদে কাল পরের ঘরে চলে যাবে। তখন কি আর আমার কথা মনে থাকবে? শুধু শুধু মায়া বাড়িয়ে লাভ কি? নদীর স্রোতকে বইতে দাও, বাধা দিও না, কনিকা!

কনিকা। [ সক্রন্দনে ] ওগো তোমার পায়ে পড়ি; আর আঘাত দিও না। এক পুষ্পে দুই দেবতার পূজা হয় না।

রুদ্রনাথ। [ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ] সে কি কথা কনিকা? আমায় তুমি ভালবাসো! না, না, আমায় ভালবেসো না। আমার কেউ নেই; এক মা, তাকেও আমি জগজ্জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমি এক নিরাশ্রয় যুবক।

কনিকা: কেন, তোমার বিষয়-আশয়?

রুদ্রনাথ। [ হাস্য করিয়া ] সে কি আর আছে? যাদের ধন তারা কেড়ে নিয়ে গেছে। আমি কি ধরে রাখতে পারি কখনও? অর্থের মত বেইমান জিনিষ আর কিছু নেই; তাই ও বেটাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিয়েছি, ও আপদ যতদিন আমার স্কন্ধে ছিল, রাত্রে আমার ঘুম হতো না।

কনিকা। তাই তোমার ভয়, নূতন দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়ে বইবে কেমন করে? যদি বলি, আমি তোমায় সোনার আসনে বসাবো; যদি বলি, তোমাকে রাজা বানাবো! তাতেও কি তোমার আপত্তি থাকবে?

রুদ্রনাথ। ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌; আমি হবো রাজা? সেই ভয়েই ত সব দান করে দিয়েছি। তোমরা রাজরাণী হও, আমি দেখে নয়ন জুড়াই। হবে রাণী? আমার খোঁজে সুন্দর রাজপুত্র আছে; দিনরাত তাকে গান শুনাতে পারবে?

[ এমন সময় ব্লাউজের মধ্য হইতে একটী ছোট প্যাকেট বাহির করিয়া রুদ্রনাথকে দেখাইয়া ]

কনিকা। [ একটু দূরে সরিয়া গিয়া ] জানো এটা কি? এর নাম বিষ!

রুদ্রনাথ। [ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ] বিষ কোথায় পেলে কনিকা?

কনিকা। পয়সা দিলে বাঘের দুধ যেখানে পাওয়া যায়, এ ত সামান্ত বিষ! এ আমি পাবো না? বলো, আমার কথা রাখবে? তোমার চরণযুগল সেবা করবার অধিকার আমায় দিবে? ( বিষ মুখের নিকট ধরিয়া ) দেরী করেছ কি—

( আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গম্ভীরভাবে পায়চারি করিয়া )

রুদ্রনাথ। মৃত্যু, বিষপানে মৃত্যু!
অবশেষে ব্যর্থ মনোরথে?
হাসিব কি কাঁদিব,
এ অবোধ নাহি জানে তবু।
নির্ব্বোধ আমি যেন তাই,
সঙ্গ লাভে কোন অবোধ
সুবোধ বালিকা সনে।
এই কি ছিল মোর
ললাটে অদৃষ্ট লিখন?
উন্নত মন যতেক যে জন
নিষ্ফল অবিরাম মুক্তাকণা
বর্ষিয়া ভাঙ্গিলে হৃদয়খানা
ব্যথাতুর দুর্ব্বোদ্ধ প্রেম নিবেদনে।
ত্যাগ কর, ত্যাগ কর,

নিষ্ঠুর বাসনা তব—

( মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া )

হে বালিকা, নিরপরাধিনী কনিকা,
যদি সাধ, গৃহে চল মোর,
বাঁধিয়া রাখিব তোরে
অভিশপ্ত প্রেম-রজ্জু দিয়ে।

কনিকা। হে রুদ্রনাথ!
রুদ্রসম ঝঙ্কার করি
বক্ষে তব দেহ স্থান!
সত্যই অবোধ আমি
বুঝিতে না পারি অদৃষ্ট-লিখন!
দুঃখ তাই শুধু,—
জন্মিয়া দুখিনীর কোলে,
না জানিলাম— না বুঝিলাম—
শুধু বিষের বোঝা করিয়া বহন
চলিলাম দিগন্তের পানে।
হে প্রভু!
প্রেম ভিক্ষা করিবার তরে
ভাষা নাই, জ্ঞান নাই,
নাহি অমুক্ত ভক্তি সম্ভাষণ;
কিম্বা হেতু করি আত্মদান,
যে জন নাহি চাহে মোরে,—
তারে কেন ভাবি আপনার করে!

রুদ্রনাথ। ধন্য—ধন্য—কনিকা আমার,

ধন্য মোর পুণ্য সমাচার,
ধন্য আমি লভিয়া তোমারে।

কনিকা। [ উৎফুল্ল হইয়া ]
সত্যি !
হে ধর্ম্ম, সত্য হও তুমি ;
সত্য হও সদা সর্ব্বজন,
সত্য হও দেবের সৃজন।
ক্ষুদ্র ছুটে অসীমের পানে,
দিক্ দিগন্তের টানে।
ভক্তির উৎস যেথায়
ভগবান আছেন সেথায়,—
অজানারে জ্ঞান দান করিবারে।
[ বিষের বড়ি নিক্ষেপ করিয়া ]
ধুয়ে যাক্, মুছে যাক্
অন্তরের যত জ্বালা সব।—
এস নাথ, প্রণাম লহ মোর, ( প্রণাম করিয়া )
চল যাই, ছুটে যাই—
ধর্ম্ম রক্ষা করিবারে।

রুদ্রনাথ। এস দেবী, প্রণাম জানাও সর্ব্বজনে,
ভুল ক্রটি মুছে যাক্,
যদি কিছু থাকে হৃদয়ের কোণে।

কনিকা। চল দেব—
বেলা যে বয়ে যায়,—
সুন্দরের নিশানায়।

রুদ্রনাথ। যাই, তবে চলে যাই,
মালতীই শুধু যে নাই,—
যার আশা, কোথা সেই,—
কেবা করিবে বরণ মোদের?
স্মৃতি দিয়ে রেখে গেল
চিরদিন স্মৃতির অন্তরে।
এস কনিকা, চল যাই
প্রণমি আসি দিদিমারে।

( রুদ্রনাথ ও কনিকার প্রস্থান-কালে নলিনীকান্ত ও রাধারাণী পুনরায় সহাস্তে প্রবেশ করিলেন। )

রাধারাণী। ঠাকুরপো, এবার বুঝি তালা খুললো!

নলিনীকান্ত। ( হাস্য করিয়া ) কনিকা যাদু জানে, তাই এক নিরস পাষাণের বক্ষ চূর্ণ করে স্নেহের অমৃতধারা নির্গত করতে পেরেছে!

রুদ্রনাথ। ( হাস্য না করিয়া, গম্ভীর হইয়া ) ভেবেছিলাম, বাধাহীন জীবন-প্রবাহ বয়ে নিয়ে যেতে পারবো, কিন্তু পথে যে এমন কাঁটা আছে, তা কে জানতো!

রাধারাণী। কাঁটা, সে কি বাবা, এই ত আনন্দ! এই ত জীবন, এইত সংসার!

রুদ্রনাথ। সবই সত্য; কিন্তু ব্যবধানের অন্তরালে সত্য, দিদিমা!

রাধারাণী। ( উৎফুল্লিত হইয়া ) দিদিমা, আবার ডাকো রুদ্রনাথ; এই নামে ডেকে এ নিরানন্দের হৃদয়ে একটুখানি আশার বাঁধ গড়ে তুলো!……… বড় দুঃখিনী আমি বাবা, ততোধিক দুঃখিনী আমার কনিকা! ছেলেবেলায় ও অনাথা হয়। আঁতুড় ঘরেই ওর মা যায় মারা; তারপর ওর বাবার এলো পালা! হঠাৎ একদিন

প্রভাতে কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক পরিবেষ্টিত হয়ে দুয়ারে এসে থামলো একজন স্কন্ধে তার এক মৃত দেহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তার পরই দেখি ঐ মৃতদেহ আর কারো নয়, আমারই জামাতার, বাবা!

রুদ্রনাথ। (ধীরভাবে আগ্রহ সহকারে) তার পর......

রাধারাণী। (দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া) তার পরই ভাবলাম, সুখের তরীটি আজ থেকে ভেঙ্গে হলো নিঃশেষ। দুঃখের হলো নূতন ছায়াপাত।

নলিনীকান্ত। ভগবানের বিচার এমনই হয়। যে গেলে সংসার হবে অভাবগ্রস্ত, যে গেলে দেশ যাবে রসাতলে, ভগবানের বাঞ্ছিত প্রাণী তারাই! তারাই ত ভগবানের চির সাথী!......আর বাঁচিয়ে রাখেন কাদের, যাদের মূল্য সংসারে, কি দেশে এক পয়সাও নয়।

রুদ্রনাথ। তবুও ত মানুষ সংসারের মোহে পাগল! আবার সামান্য স্বার্থ নিয়ে করে দ্বন্দ্ব! তবুও তারা সংসারী, তবুও তারা মানুষ!

(এমন সময় সেই অন্ধ ফকির পুত্রের হাত ধরিয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল)

অন্ধ ফকিরের গান :—

যামিনী প্রভাতে, জীবনেরি ভাতে,<br>
সুরু হলো মোর দুঃখের অভিযান।<br>
চারিদিকে চাহিয়া ভাবি,<br>
কিবা সুখ জন্মিয়া লভি,<br>
যাহার নাই কোন সংস্থান॥<br>
আকাশের মাঝে তারকা দেখি'<br>
ভাবি হায়, সব বুঝি ফাঁকি ;

তবু এ দান—
না চাহিলে ত পারি,
তবু কেন রহে স্থির,
এ নীরব সুপ্ত প্রাণ ॥

(এমন সময় কনিকা তাহার গলার মালা খুলিয়া ফকিরের হস্তে প্রদান করিয়া)

কনিকা। এই নাও বাবা, আমার সাধের মালা আজ তোমায় দান করে পরিতৃপ্তি লাভ করলাম। দুঃখের অভিযানে গেলেও জীবনের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি দুঃখের কান্না কেঁদো না, বাবা!

ফকির! (হাস্য করিয়া) মা, দুঃখী না হলে কি এই সকালে এই ছোট ছেলের হাত ধরে ভিক্ষেয় বেরিয়েছি? (ছেলেটাকে দেখাইয়া) জন্মাবার পর হতেই এই ছেলে ভাবলো, মানুষকে বাঁচতে হলে বোধহয় অন্যের দুয়ারে গিয়েই হাত পাততে হয়। (উত্তেজিত হইয়া) আচ্ছা মা, এই কি জীবন! এই কি সংসার! তবে এমন সংসার, এমন জীবন জ্বলেপুড়ে ছারখার হয় না কেন?

নলিনীকান্ত। (সান্ত্বনা দিয়া) ওগো, এই ছেলেটিই তোমার জীবনের যাত্রাপথ। একে আঁকড়িয়ে থাকো, ভগবান একে দিয়েই তোমার সব জ্বালা নিঃশেষ করে দিবেন।

ফকির। (উত্তেজিত হইয়া) ভগবানের নাম আমায় শুনাবেন না। ও বড় নিষ্ঠুর! ওর কি চোখ নেই, ও কি দেখতে পাচ্ছে না আমার অদৃষ্টের পরিণাম? তবে! তবে কেন আজ আমি সর্ব্বস্ব হারিয়ে বেরিয়েছি রাস্তায় অন্যের দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে? কেন, কেন, আমি কি ভগবানের সৃষ্ট নই, না, আমি মানুষ নই?...... আর মানুষ যখন হলাম, তখন আমার চোখ পর্য্যন্ত সে কেড়ে নিলে

কেন? এই কি বিধাতার বিচার? নিষ্ঠুর না হলে এমন শাস্তি বোধহয় আমায় কেউ দিতে পারতো না।

( এমন সময় কনিকা পুনরায় তাহার হাতের সমস্ত সোনার চুড়ি খুলিয়া ছেলেটির হাতে দিয়া নম্রভাবে বলিল )

কনিকা। এই নাও বাছাধন, আমার শেষ সম্বল।

ফকির। ( বাধা দিয়া ) ও কি করলে মা? সামান্য ভিক্ষে নিতে এসে তোমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে গেলাম? না মা, আমি এ নিতে পারবো না।

কনিকা। ( ফকিরের হাত ধরিয়া ) এই ত আনন্দ, এই ত সংসার, এই ত সমাজ! সমাজে তুমি আমি এক? আজ তুমি ফকির, কাল হয়ত রাজা হবে! আজ আমি সুখী; কে বলতে পারে কাল যে তোমার মত আমার পরিণতি হবে না? সমাপ্তির মধ্যেই ত চির আনন্দ ফুটে উঠে ভাই!

ফকির। ( হাস্য করিয়া ) কে মা তুমি? আমি অন্ধ, প্রাণ ভরে তোমায় দেখতে ইচ্ছে করছে। রুদ্রনাথের মুখের কথা তুমি বললে কেমন করে মা? আহা, কি ছেলে, ধনীর দুলাল সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

রাধারাণী। ( উল্লসিত হইয়া ) ওগো ফকির, আমার কনিকাই হবে রুদ্রনাথের সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিনী, যাকে তোমরা বলো পরিবার! এই সেই কনিকা।

( এমন সময় রুদ্রনাথ আসিয়া ফকিরের হাত ধরিল )

রুদ্রনাথ। ( হাস্য করিয়া ) এই ত আমি, তোমার সেই রুদ্রনাথ।

ফকির। ( আনন্দিত হইয়া রুদ্রনাথের চরণধূলি নিতে যাইয়া ) আজ আমি ধন্য হলাম!

রুদ্রনাথ। ( বাধা দিয়া ফকিরকে তুলিয়া ) যা ভাবি, তা পাই না ; আর যা পাই, কোন দিনই পাবো বলে তা আশা করি নাই। আমিও আজ ধন্য হলাম।

( সেই মুহূর্ত্তে শিবলোচনের দ্রুত প্রবেশ )

শিবলোচন। ( প্রবেশ করিয়া ) আমিও আজ ধন্য হলাম। যত অপরাধ করেছি, দেবতার চরণে দিতে এলাম বিসর্জ্জন।

রুদ্রনাথ। ( আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ) কে, শিবলোচন বাবু! আপনি!

শিবলোচন। ( করজোড়ে ) হ্যাঁ, আমিই সেই নরাধম। আপনার পথের কাঁটা আমি।

রুদ্রনাথ। আমার পথের কাঁটা সবাই। আমার আমিত্বও সেই কাঁটার রূপ নিয়ে সময় সময় অনেক বাধা সৃষ্টি করে। তবুও আমি আনন্দিত। আপনাদের মত লোকদের একটুখানি উপকার করতে পারলেও ভাববো, আমার উদ্দেশ্য বুঝি সার্থক হলো।

নলিনীকান্ত। ( হাস্য করিয়া ) উদ্দেশ্য যাদের মহৎ, কোন শত্রুই তাদের বাধা দিতে পারে না।

রাধারাণী। ( উৎফুল্ল হইয়া ) আমার রুদ্রনাথ কি আর সেই রুদ্রনাথ আছে ; সে এখন আমার জামাই, বুঝলেন মশায়? ( কনিকাকে দেখাইয়া ) ওরে কনিকা, একটু সামনে এসে দাঁড়া, দেখুক সকলে। নয়ন জুড়ে দেখুক, ভাল মেয়ে হলে মহাদেবই তারা পায়, কি বলেন মশায়?

শিবলোচন। ইনিই কি সেই……

রুদ্রনাথ। ( হাস্য করিয়া ) না, না, এ তারই প্রতিমূর্ত্তি।

শিবলোচন। ( নমস্কার করিয়া ) নমস্কার করি, আপনারা সুখী হোন্। আর প্রার্থনা করি, সবাই যেন আপনাদের মত সুখী হয়। আর

জনগণের কাছে নিবেদন করি, তাঁরা যেন আমাদের মত ভুল আর না করেন। ভাবসাগরে ডুবে থেকে ন্যায়ের নামে অনেক অন্যায়ই করে গেছি!

রুদ্রনাথ। চলুন শিবলোচন বাবু, জনগণকে নমস্কার করে আমরা সমাজ-সংস্কারে বেরিয়ে পড়ি। চলুন।

(সমবেত সকলেই দর্শকবৃন্দের দিকে চাহিয়া এক সঙ্গে নমস্কার করিলে এবং প্রস্থান করিবার জন্য মুখ ফিরাইলেই সানাই বাজিয়া উঠিবে। ড্রপ সীনও সেই সঙ্গে নামিয়া যাইবে।)

[ সমাপ্ত ]

# একটি সংবাদ

এই লেখকের আর কয়েকখানি পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। আপনাদের প্রিয় দোকানে খোঁজ করিবেন।

যাহা পাঠ করিলে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অনেক বিষয় শিখিতে পারিবেন, তাহাই আপনাদের সম্মুখে আসিতেছে :

১। "বিপ্লবীর প্রতিমূর্ত্তি"—রাজনৈতিক তর্ক-নাট্য।

২। "সংসার-বিলাস"—সমস্যামূলক নাটক।

৩। "বিপ্লবী নারী"—রাজনৈতিক উপন্যাস।

৪। "নিদারুণ বজ্রাঘাত"—রাজনৈতিক সমস্যামূলক উপন্যাস।

* * * *

আজকাল এমনও অনেক লেখক আছেন, যাঁরা অবাস্তব কিছু কল্পনা করিতে পারিলেই, সেইটিকে মনে করেন সাহিত্য। সাহিত্য যে কি, তাহা তাঁহারা জানেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এই লেখক বাস্তবপন্থী; তাই তাঁহার লেখা সাহিত্য-সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে।

ভাল নাটক আজকাল পাওয়া যায় না, তাহার কারণ কি? কারণ অতি সরল। যাঁহারা নাট্যালয়ের মালিকের অভিরুচি মত কলম চালাইতে পারিবেন না, তাঁহাদের স্থান সেখানে নাই। নাট্যালয়ের মালিক দেখেন তাঁহার লাভাঙ্কের পরিমাণটা। কাজেই খাদ্য অখাদ্য মিলাইয়া এমন একটি কিছু সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহা ডাল-খিচুড়ির মত সকল সম্প্রদায়ের দর্শকবৃন্দের মনস্তুষ্টির কারণ ঘটাইতে পারে। পয়সার দিকে নজর রাখিলে নাটক সৃষ্টি হয় না বা সাহিত্যের মর্য্যাদাও তাহাতে কমে বৈ বাড়ে না।

নিন্দুকের মুখে তিনি তালাচাবি বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার লেখা এত সুন্দর, এত মাধুর্যময় হইয়াছে।

সমালোচনা মানে নিন্দা করা নয়। কিন্তু বেশীর ভাগ সমালোচকই তাঁহাদের ধর্ম ভুলিয়া গিয়া নিন্দায় মস্‌গুল হইয়া পড়েন বলিয়াই তাঁহাদের বিচারে অশ্লীলতা ও অমার্জিত আচরণই আজকাল প্রশংসার যোগ্য।

এই লেখক স্পষ্টবাদী। নিন্দা বা সমালোচনায় ভীত না হইয়া যাহা সত্য, যাহা রুচিসম্মত, যাহা সুধীসমাজের গ্রহণযোগ্য, তাহাই ব্যক্ত করিয়া থাকেন বলিয়াই তিনি সুধীসমাজের গৌরবের পাত্র।

আজকাল টকি থিয়েটারে যে সকল কাহিনী রূপান্তরিত হয়, তাহা একমাত্র ব্যবসাদার ছাড়া আর কাহারো গ্রহণযোগ্য নয়। অবাস্তব প্রেম ও অকল্যাণ-জনক ঘটনার পরিবেশের মধ্য দিয়া কোন দিন সাহিত্য সেবা করা চলে না। এই লেখকের লেখাগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' ছাড়া সবই বর্ত্তমান যুগে অচল ও দুষ্টব্যাধিগ্রস্ত।